(নাটকীয় অমিতাচার)

সোমেন্দ্রনাথ রায়

সাহিত্য-রসিক—

শ্রীযুক্ত অমল হোম

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আমবা যাহা স্বাভাবিকরূপে দেখিতে পাই বা অনুভব কবি, তাহা মানিয়া লইতে দ্বিধা কবি না। ইহাব বাহিবে যাহা কিছু ঘটে বা ঘটিতে পারে, তাহাকে বলি অস্বাভাবিক—গতানুগতিক নহে।

এই গতানুগতিকতাব বিরুদ্ধে জেহাদেব মূল্য নিরূপণ মূর্খের কার্য্য নহে। তাহার সনাতন বিশ্বাসেব মূলে ঘা পড়িলেই সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। বুঝিতে পারেনা এই সংগ্রাম তাহাব জীবনেব মূলে নাড়া দিতেছে বা দিবে ;--ইহাই আবাব পববর্ত্তী কালে গতানুগতিক হইয়া দাঁড়াইবে।

আমাদেব এই প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য, এই মানসিক স্থবীবতা ঘুচুক ;—যাহা প্রাণশীল, যাহা গতিশীল, যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা স্বীকৃত হউক। এই নাটকেব চরিত্রগুলি গতানুগতিক সামাজিক ভিত্তির মূলে আঘাত হানিতেছে, আমাদেব বক্তব্য এই পর্য্যন্তই। পাঠান্তে, ইহাব সমস্যাগুলি সুধী পাঠকেব মনে চিন্তাব উদ্রেক কবিলে, ইহার উদ্দেশ্য হইবে সার্থক।

প্রথম মুদ্রনে কিছু ক্রটি বহিয়া গিয়াছে, পরবর্ত্তী সংস্কবণে তাহা অবশ্যই শোধিত হইবে।

বিশ্বনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

# পরিচয়

| | |
|---|---|
| মিহির— | ? ? ? |
| তিনকড়ি-- | চাষা ? |
| শঙ্কর— | নিরিহ কবি |
| বনমালী— | শুধু মালী নহে ! |
| ডাঃ হরবিলাস— | অভিভাবক |
| অজিত— | মধ্যবিত্ত |
| উজ্জ্বলা— | অভিজাত সংস্কৃতি সম্পন্না লঘুচিত্ত তরুণী |
| রাণী— | ঝিয়ের মেয়ে ? |
| মঞ্জু— | মিহিরের বোন |
| স্থলোচনাদেবী— | গতানুগতিক মা |

সংস্কৃতি সম্মিলনীর সভ্য ও সভ্যাগণ, নিমন্ত্রিত ও নিমন্ত্রিতাগণ,
রবীন্দ্র সংস্কৃতি শিক্ষাসদনের ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ।

# প্রথম অঙ্ক

## "ক"

[ কলিকাতার উপকণ্ঠে সহরতলিতে সুদৃশ্য একটি প্রাসাদের সামনের বাগানটি দেখা যাচ্ছে। বাগানে মরশুমি ফুল ও গোলাপের ঝাড়ের সমারোহ। একপাশে কাঠের সাদা ফটক থেকে লাল রাস্তা শুরু হয়ে ড্রইং রুমের দরজার পর্দ্দায় গিয়ে শেষ হয়েছে। মাঝে একখানি শ্বেত পাথরের টেবিলের চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি চেয়ার সাজান। খানিক দূরে একটি মাধবী কুঞ্জের পাশে কৃত্রিম উৎসের মাঝখানে একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি। বাগানটি ও প্রাসাদের যেটুকু দেখা যাচ্ছে, তাতেই অধিবাসীদের অর্থ ও আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৩৫৫ সালের ফাল্গুন মাসের সকাল। আটটা বাজে প্রায়, সূর্য্যের আলোয় বাগানটি উদ্ভাসিত। গোলাপের ঝাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে বাগানের মালী, বয়স হবে ষাটের কাছাকাছি, মাথার চুলগুলি সব সাদা। পরণে পরিষ্কার কাপড়ের উপর পরিষ্কার ফতুয়া, এবং কাঁধে তদোধিক পরিষ্কার ঝাড়ন। ]

মালী। কী রঙ, কী গন্ধ, ছিঁড়তে কি ইচ্ছা হয়, কিন্তু উপায়ই বা কী। ইচ্ছে হয় শুধু চেয়ে থাকি। ফাগুন হাওয়ায় রঙে রঙে পাগল ঝোরা লুকিয়ে ঝরে। গোলাপ জবা পারুল পলাশ পারিজাতের বুকের'পরে।

( ভিতর থেকে তীক্ষ্ণ অথচ মিষ্টি কণ্ঠে ডাক পড়ল বনমালী। বনমালী।)

বনমালী। এই যে দিদিমণি, আমি বাগানে রয়েছি।

( পর্দা সরিয়ে বাগানে এল একটি তরুণী, বয়সে হবে কুড়ি একুশ। সুন্দরী, বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রী, পরণে সাদা শাড়ি, কানে নীল পাথরের কর্ণাভরণ। স্নান সারা হয়ে গেছে।)

তরুণী। বনমালী! আজ আমার জন্মদিন জানতো? আজ আমার একুশ বছর পূর্ণ হবে। কতকাল ধরে এদিনটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কই, তুমি যে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করছো না? মিথ্যে তোমায় শেখালাম দেখছি এতদিন ধরে।

বনমালী। এ তোমার অযথা রাগ দিদি, শিখিয়ে পড়িয়ে কি আর মালীকে কবি করে তোলা যায়?

তরুণী। খুব যায়, খুবতো জান তুমি। মিহির বাবুর কাছে শুনে নিও। হ্যাঁ, আজ মিহিরবাবু আসছেন কতদিন পরে শুনেছতো?

বনমালি। শুনেছি দিদি, তাঁর বোন মঞ্জু দিদিও যে আসছেন।

তরুণী। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) ওইটেইতো ট্র্যাজেডি। অমন লোকের বোন এত্তবড় অসামাজিক, জঘন্য চরিত্র।

বনমালী। বয়সটা কম, আর প্রাণশক্তিটা বেশী। ফেনা কিংবা আবিলতা তো থাকবেই দিদি। ভাই-বোনে ওঁরা অসাধারণ, নিন্দে প্রসংসা তাই সমান ওঁদের কাছে।

তরুণী। যাকগে, আজ জন্মদিনে আমার উপহার কই বনমালী?

বনমালি। তোমার জন্মদিনে আজ সোনার রোদ হেসে উঠেছে পূব আকাশে, বাগানে ফুটেছে রাঙা গোলাপ, তোমার জন্মদিনের আশীর্ব্বাদ বয়ে আনছে দূর সমুদ্র থেকে দখিনা বাতাস। আর কী উপহার চাও দিদিমণি?

তরুণী। ইস্, শুধু কথায় আমি ভুলছি কিনা। এখুনি ভাল একটা তোড়া বেঁধে দাও দিকি। মিহিরবাবু আসছেন আজ কত দিন

পরে—এই বৈশাখে এক বছর হবে। (আপন মনে) কত দিন হয়ে গেল, (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে) কত দিন। কী ভাল যে লাগছে আজ। মনে হচ্ছে সবই সুন্দর—সুন্দর। সুন্দর। চিত্ত পিপাসিত রে গীত সুধার তরে। কী গান মনে পড়ে বলতো বনমালী আজ এই সকাল বেলায়?

বনমালী। (তোড়া বাঁধতে বাঁধতে)

ওহে সুন্দর! মরি মরি, তোমায় কী দিয়ে বরণ করি।
তব ফাল্গুন যেন আসে, আজি মোর পরাণের পাশে,
দেয় সুধারস ধারে ধারে মম অঞ্জলি ভরি ভরি।

[ কবিতা আবৃত্তি শেষ হতে না হতেই বাইরে এলেন একটী মহিলা। বিধবা, সামান্য মোটা হয়েছেন। বয়েসটা ক্রমাগত পিছিয়ে দেবার চেষ্টায় ররা ছোয়াপ বাইরে। অঙ্গে আধুনিক রুচিসম্মত বিধবার পোষাক-- সবই অবশ্য খুব দামী। ]

মহিলা। বনমালী! তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান হবেনা একটুও? কতদিন পরে আজ মিহির আসছে এবাড়ী. তাছাড়া পাঁচজন ভদ্রলোক আসবেন উজ্জ্বলার জন্মদিনে, আজ তোমার ওসব পাগলামো বন্ধ রাখতে হবে বলে দিচ্ছি।

তরুণী। সেকি মা? বনমালী আমাদের শিক্ষা রুচি সংস্কৃতির বিজ্ঞাপন। আমাদের বাগানের মালীও যে রবীন্দ্রনাথের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত নয়, সেটা সকলে জানতে পাবে না?

মহিলা। জানিনে বাপু। আমাদের সময় আমরা চাকর বাকরের সঙ্গে অত মিশতাম না। আজকাল কী যে সব হচ্ছে। তুই একটা ভাল কাপড় পরলিনে কেন মা? এখুনি তোদের সংস্কৃতি সম্মিলনীর ছেলেরা আসবে। মনে করবে কিছু নেই তোর।

তরুণী। সে জন্যে ভেবনা মা, রাণীকে আমার সব চেয়ে দামী সাড়ি পরতে দিয়েছি।

মহিলা। রাণীকে ? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে উজ্জ্বলা ? ঝিয়ের মেয়েকে তোর দামী সাড়ি পড়তে দিলি ?

উজ্জ্বলা। হিরেব ব্রোচও একটা দিয়েছি মা। আজ রাণীই চা এনে দেবে সকলকে। লোকে ভাববে, ঝিয়ের মেয়ের গায়েই যখন এমন দামী জিনিষ, আরও দামী জিনিষের অভাব নেই তাদের নিশ্চয়ই।

মহিলা। আমাব বাপু ভাল লাগছে না। আজ তোর জন্মদিন, আর তুই এই বেশে।

উজ্জ্বলা। এই তো ভাল মা, আজকের দিনে আমি পৃথিবীতে এসে-ছিলাম। সেদিন কোন বেশ ছিল না অঙ্গে। সেদিনের সম্মান রাখতেও অন্ততঃ সাদাসিদে পোষাক পরা উচিত আজ। নয় কি বনমালি ?

বনমালী। নিশ্চয়ই দিদি। যার অনেক আছে, তাকেই সাদাসিদে পোষাকে মানায়। (বাইরের ফটক খুলে একটি কুড়ি বাইশ বছরের ছেলে প্রবেশ করল। অত্যন্ত সৌখীন, আত্মসচেতন চেহারা)

আগন্তুক। পিসিমা আজ উজ্জ্বলার জন্মদিন না ?

মহিলা। হ্যাঁ বাবা। আয় শঙ্কর, বোস।

উজ্জ্বলা। উঃ শঙ্কব! এতক্ষণে সকাল হ'ল তোমার ? কী করে সময় কাটিয়েছি জান ?

বনমালী। এতদিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুণে—

মহিলা। তুমি থামতো বনমালী। যাও ভেতরে গিয়ে চা আনতে বলে দাও রাণীকে।

শঙ্কর। থাক থাক পিসিমা, তাড়াতাড়ির কি আছে। উজ্জ্বলা, আজ যে বনমালীর এ বেশ? কাল যে গবদেব ধুতি পাঞ্জাবী নিয়ে এলে ওর জন্যে সে কই? আজ কিন্তু বনমালীকে বনমালীদা বলে ডাকতে হবে।

বনমালী। দেহে-মনে একসঙ্গে যদি সংস্কার শুরু করে দাও, সেটা কিন্তু অস্বাভাবিক হয়ে যাবে দাদাবাবু। (ভেতরে চলে গেল মৃদু হেসে)

মহিলা। শঙ্কর। আজ মিহির আসছে এবাড়ীতে বহুদিন পরে। কল্যাণপুরের পাঁচশো বিঘে জমি তোর পিসেমশাই মিহিরের সঙ্গে আধাবখরায় কিনেছিলেন জানিসতো? উনি মারা যাওয়ার পর উজ্জ্বলা সাবালক না হওয়া পর্যন্ত ও জমিটার সম্বন্ধে ঠিক মত চিন্তা করবার সময় আসেনি। আজ উজ্জ্বলার একুশ বছর পূর্ণ হবে। এখন এ বিষয়ে—

উজ্জ্বলা। মা, তুমিও শেষকালে ব্যবসাদারী শুরু করলে সকাল বেলাতেই? শঙ্কর কবি মানুষ। ও কী বোঝে ব্যবসা সম্বন্ধে?

শঙ্কর। সত্যি পিসিমা, এসব ব্যাপারে আমি বিশেষ অজ্ঞ। বিশেষতঃ যে ব্যবসায়ে মিহির চাটুয্যের মত লোক জড়িত।

মহিলা। মিহির সম্বন্ধে তোদের এত আপত্তির কারণ কী তাতো জানিনা, ওর বাবা ছিলেন তোর বাবা আর ওঁর, মানে জলির বাবার বন্ধু। মিহির ও আমেরিকা গিয়ে ডিগ্রি নিয়ে এসেছে—

শঙ্কর আমেরিকা গিয়ে সে অসভ্যতার ডিগ্রি নিয়ে এসেছে। মেয়েদের সে মেয়ে বলেই মনে করে না। অসামাজিক, অসচ্চরিত্র। এর আগে তার এবাড়ী আসা নিয়ে আপত্তি করেছিলাম। এবারও তাকে ডাকার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত মনে করোনি তোমরা। বাবা এবং তুমি হয়ত মনে করেছো

আমার মতামত গ্রাহ্য করবার মত নয়। যাইহোক, এ ব্যাপারে আমি নিরপেক্ষ থাকতে চাই।

উজ্জ্বলা। তা কি করে হয় শঙ্কর? তুমি জান, এ ব্যাপারে আমাকে বিশেষ ভাবে জড়ান হচ্ছে। পাছে আমার মতামত আইনের চোখে গ্রাহ্য না হয়, তাই এতদিন পরে একে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তুমি যদি সরে দাঁড়াও (অভিমানে কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল।)

শঙ্কর। শান্তিনিকেতনে লেখাপড়া শিখে তুমিও যদি অভিমান করতে থাক—

উজ্জ্বলা। আমার অভিমানটাই চোখে পড়লো তোমার? তুমি বড় স্বার্থপর শঙ্কর।

শঙ্কর। আমি স্বার্থপর? যে জিনিষটা সম্পূর্ণ তোমার নিজস্ব মতামতের উপর নির্ভর করছে, সেখানে তোমাকে যদি নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করতে বলি, সেটা হবে আমার স্বার্থপরতা? তুমি জান আমার ব্যবসা-বুদ্ধি অল্প, তোমার মার কাছ থেকে তুমি বরং অনেকটা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছ।

উজ্জ্বলা। আসলে মিহির বাবু এতে জড়িত বলেই তুমি থাকতে চাইছ না। কিন্তু ওর সঙ্গে আমায় একা ছেড়ে দিতে সাহস হয় তোমার?

মিহির। আমার বাবা, তোমার মা, এরাতো থাকবেন তোমার সঙ্গে।

উজ্জ্বলা। তাহলেই তোমার কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেল? আমাদের এত দিনের সখ্যতা, অন্তরঙ্গতা, বন্ধুত্বের এই কি পরিণাম?

মহিলা। আঃ কি সব বাজে বকছিস তোরা? উনি যাকে অত বিশ্বাস করতেন, ভালবাসতেন তোরা তাকে বিশ্বাস করতে পারবিনা, এই কি দেখতে হবে আমায়?

শঙ্কর। সেটা পাঁচ বছর আগের কথা পিসিমা, তখন আমেরিকা যায়নি মিহিরবাবু।

উজ্জ্বলা। (হেসে) তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তার আমেরিকার ডিগ্রিটার উপরই তোমার রাগ।

শঙ্কর। (অত্যন্ত আহত হয়ে) উজ্জ্বলা!

মহিলা। নে বাপু, তোরা ঝগড়া কর। আমি যাই, দেখি আর কি করছে সব।

উজ্জ্বলা। (শঙ্করের মুখটি হাতে নিয়ে) রাগ করলে শঙ্কর? আমার অন্যায় হয়ে গেছে, মাপ কর। কিন্তু সামান্য একটা কথায় তুমি যে ছেলেমানুষের মত ।

শঙ্কর। (ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠে) উজ্জ্বলা! তোমার দুই বরণের থেকে ছেলেমানুষেরাই শুধু রাগ করে?

উজ্জ্বলা। (ব্যাকুল হয়ে) আমি কিছু ভেবে বলিনি শঙ্কর।

শঙ্কর। কিছু না ভেবে বললেই দোষের হয় না বুঝি? দেখ উজ্জ্বলা, মানুষের বয়সের মাপে বুদ্ধির মাপ করতে যাওয়ার মত নির্ব্বুদ্ধিতা আর হতে পারে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বাড়ে, একথা যে বলে, সে বয়সে প্রাচীন হলেও যে প্রাচীন মগজ সে বিষয়ে সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

উজ্জ্বলা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা জন্মায়, তাতে অস্বীকার করতে পার না।

শঙ্কর। চোখ কান বুঁজে, দেহের ইন্দ্রিয়গুলোকে বন্ধ বেধে, নিজের মতের মিটমিটে প্রদীপ শিখায় সব কিছু দেখে যদি কেউ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তো তাকে গ্রাহ্য না করলেও চক্ষুষ্মান লোকের আটকাবে না।

উজ্জ্বলা। কিন্তু তোমার বয়সের সত্যটাকে উড়িয়ে দেবে কিসে বল?

শঙ্কর। সূর্য্যের আলো। সত্য, কিন্তু সেই সত্যের জ্যোতি যখন চাঁদের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে অপরূপ মাধুরী বিস্তার করে, তখন তাকে মিথ্যে বলে দরজা জানলা বন্ধ করে চাঁদের আলো ঘরে ঢুকতে না দেওয়া কি পাগলামি নয়?

উজ্জ্বলা। উঃ, রেগে গেলে কী ভালই দেখায় তোমায়! আমার দিকে তাকাও শঙ্কর, (চিবুকটি হাতে নিয়ে) কী সুন্দর তোমার চিবুকের গড়নটি, ইচ্ছে হচ্ছে—

শঙ্কর। (অপ্রস্তুত হয়ে) কি ইচ্ছে হচ্ছে?

উজ্জ্বলা। (হেসে ছিটকে সরে গিয়ে) ইচ্ছে হচ্ছে একটা চুমু খাই।

শঙ্কর। আঃ উজ্জ্বলা, মাঝে মাঝে তোমার পাগলামীতে বড় অপ্রস্তুতে পড়তে হয়।

উজ্জ্বলা। (অভিমানে মুখ নীচু করে) ভেবেছিলাম একুশ বছর পূর্ণ হলে ব্যবসার ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত দিতে পারি আর নাই পারি, হৃদয়ের ক্ষেত্রে সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করব।

শঙ্কর। ভুলে যাচ্ছ উজ্জ্বলা, তুমি আমার পিসতুত বোন্। এযে তোমার অসম্ভব খেয়াল।

উজ্জ্বলা। মেয়েদের তুমি কী চেন শঙ্কর, তাদের কাছে পৃথিবীতে অসম্ভব কিছু নেই।

শঙ্কর। জলি! আমায় একটু সময় দাও, মাথার ভেতর সব গুলিয়ে যাচ্ছে আমার।

উজ্জ্বলা। আমিতো পাগল হয়নি শঙ্কর। এরপর লজ্জা রাখার ঠাঁই থাকা দরকার।

শঙ্কর। (উজ্জ্বলার হাত চেপে ধরে) আমায় ভুল বুঝোনা উজ্জ্বলা।

উজ্জ্বলা। (হাত ছাড়িয়ে নিয়ে) অসভ্যতা কোরোনা শঙ্কর। ওই ন্যাখো সংস্কৃতি সম্মিলনীর সভ্যরা এসে পড়েছেন।

( শঙ্কর এই আঘাতে ছাইয়ের মত মুখে বসে রইল। বাইরের ফটক খুলে জনা পাঁচেক ভদ্রলোক ও দুজন ভদ্র মহিলা ভিতরে এলেন। বেশ ভূষায় সকলেই সম্ভ্রান্ত )

উজ্জ্বলা। আসুন, আসুন, (শঙ্করকে নাড়া দিয়ে) ওঁদের অভ্যর্থনা করো শঙ্কর। আসুন, বসুন আপনারা, (শঙ্করকে) উঠে দাঁড়াও শঙ্কর, তুমি একটা পাগল।

১ম মহিলা। এই যে শঙ্করবাবু, উজ্জ্বলা দেবীর জন্মদিনে আপনিই দেখছি প্রথম অতিথি।

২য় মহিলা। প্রথমেই তাহলে কবির অভিনন্দন পেয়েছেন উনি। সৌভাগ্য বলতে হবে।

১ম ভদ্রলোক। আজকের এদিনটিকে উপলক্ষ করে শঙ্করবাবুর হাত থেকে যে অনবদ্য কবিতা বেরিয়েছে, তার রসাস্বাদন করবার জন্যে আমাদের অন্তর তৃষিত এবং ব্যাকুলিত।

২য় ভদ্রলোক। চমৎকার সুযোগ পাওয়া গেছে উজ্জ্বলাদেবীর গান শোনার। রবীন্দ্রসঙ্গীত যেন মূর্তিমতী হয়ে ওঠে ওঁর কণ্ঠে।

১ম মহিলা। বিজয় বাবু, জন্মদিনের সার্থকতা নিয়ে কাল রাতে যে একটা পলিটিক্যাল প্রবন্ধ লিখছেন বলছিলেন, সেটা এনেছেন?

বিজয়। কল্যাণী দেবী, সে শুধু আপনার জন্যেই ভুলে রেখে আসিনি। আপনি যে কড়া শিক্ষয়িত্রী, আপনাদের কলেজের মেয়েরা শুধু নয়, আমিও তা জানি।

৩য় ভদ্রলোক। জন্মদিনের এই দার্শনিক পরিবেশে সাদাসিদে পোষাকে উজ্জ্বলা দেবীকে দেখে মনে হচ্ছে যেন—(বনমালী ভিতরে এল, গরদের ধুতি পাঞ্জাবী গায়ে)

বনমালী। মনে হচ্ছে,—

এস এস বিনা ভূষণেই, দোষ নেই তাহে দোষ নেই।
যে আসে আসুক ওইতব রূপ অযতন ছাঁদে ছাঁদিও,
শুধু হাসিখানি আঁখিকোণে হানি উতলা হৃদয় বাঁধিও।

সকলে প্রায় সমস্বরে—গ্র্যাণ্ড, সুপার্ব্ব, চার্মিং, রাইটও, (ইত্যাদি)।

কল্যাণী। সমিতা দেবী, এটা যেন কোথায় শুনেছি না?

সমিতা। বোধ হয় শঙ্করবাবুর লেখা।

বিজয়বাবু। রবীন্দ্রনাথের নয় তো? অনিলবাবু, আপনি তো সাহিত্যিক, বলুন না আপনিই।

অনিল। এ হচ্ছে মাইকেলের অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

বনমালী। (দুহাত নেড়ে ব্যাকুল হয়ে) আজ্ঞে না, আজ্ঞে না। কুমার-সম্ভব লেখার সময় গৌরীর রূপ বর্ণনায় কালিদাস ওটা লিখে-ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেটা আত্মস্থ করে নিজের লেখায় চালিয়েছেন। এখন অবশ্য এটা আপনাদের প্রত্যেকেরই।

কল্যাণী। হাউ সিলি। রবীন্দ্রনাথও তাহলে চুরি করেছেন।

বনমালী। মোটেই না। আত্মস্থ করে নিতে পারলে আর জিনিষটা চুরি থাকে না। ধরুন না কেন, এই যে বেশ বাস আমরা পরে আছি, এটাই কি তাহলে আমাদের চুরি করা নয়? নিজস্ব পোষাক পরতে হলে, আমাকে হয়ত ফতুয়া গায়ে বাগানে দাঁড়াতে হ'ত।

বিজয়। আমাকে তাহলে তো ক্যানভাসারের থলি নিয়ে বেরতে হ'ত।

সমিতা। আমাদের কিন্তু তা মনে করবেন না। আমার বাবা গভর্ণমেণ্ট অফিসার।

কল্যাণী। আমার দাদা কণ্ট্রাক্টর।

বনমালী। আমি বলছিলাম, অনেকের জিনিষ আত্মস্থ করেই না আমরা নিজেদের সাজিয়ে তুলেছি? রবীন্দ্রনাথও তেমনি করেই এত সুন্দর লেখা লিখেছেন।

উজ্জ্বলা। দাঁড়ান, দাঁড়ান, পরিচয় করিয়ে দিই আপনাদের। ইনি আমাদের বনমালীদা।

কল্যাণী। আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমরা গৌরবান্বিত। আপনি আমাদের সকলের বনমালীদা।

সকলে। 'ও সিয়োর সিয়োর', 'নিশ্চয়ই', 'এতে কারো দ্বিমত নেই'—ইত্যাদি।

উজ্জ্বলা। (কল্যাণীকে দেখিয়ে) বনমালীদা, ইনি কল্যাণী সেন, মেয়েদের কলেজের প্রফেসর। (সমিতাকে) ইনি সমিতা ঘোষ—

কল্যাণী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাচের সমবায় সাধন করে নতুন পদ্ধতি উনি আবিষ্কার করেছেন।

সমিতা। ইনি আধুনিক কবি নীতিশ কুমার, গদ্যছন্দে কবিতা লিখে নাম করেছেন।

কল্যাণী। ইনি আধুনিক রাজনীতিক বিজয়কুমার—

বিজয়। ইনি ফিলসফার রমেশচন্দ্র, আধুনিক পরিস্থিতির ওপর লেখা ওঁর গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ আমাদের—মানে সকলকে বিস্ময়ে নির্ব্বাক করে দেয়।

রমেশ। আমাদের অনিলবাবুকে আগেই চিনিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, উদীয়মান সাহিত্যিক ইনি, এঁর লেখা নিশ্চয়ই পড়েছেন।

অনিল। কিন্তু আধুনিক যুগের ময়দানব ইন্দ্রজিৎবাবুকে না চেনালে ঠিক হবে না।

ইন্দ্রজিৎ। আমি বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক, এইটুকুই মাত্র আমার পরিচয়।

বনমালী। চমৎকার! চমৎকার! যেন এক বাগান ফুল, গোলাপ, চামেলি, রজনীগন্ধা। শুধু একটি তোড়া বাঁধার অপেক্ষা।

সকলে। অদ্ভুৎ, অপূর্ব্ব, এমন আমরা এর আগে আর শুনিনি,—ইত্যাদি।

অনিল। আপনার কমপ্লিমেণ্টে আমরা বিপর্য্যস্ত হয়ে গেছি বনমালীদা।

কল্যাণী। আপনার কথায় আমি গোলাপের মত লাল হয়ে যাচ্ছি।

সমিতা। আমি সাদা হয়ে যাচ্ছি রজনীগন্ধার মত।

নীতিশ। আমরা যা নয়, তাই বলে আমাদের গৌরব আপনি বাড়িয়ে দিয়েছেন।

বনমালী। আমরা যা, সেটাইতো আমাদের একমাত্র পরিচয় নয়।

বিজয়। বুঝেছি, বুঝেছি। আপনি হচ্ছেন মূর্ত্তিমান রাজনীতি।

ইন্দ্রজিৎ। আপনি বৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক ছাড়া এমন বিশ্লেষণ কেউ করতে পারে না।

অনিল। আপনি সাহিত্যিক, কবি। নিশ্চয়ই আপনি লেখেন, বলুন আমাদের।

বনমালী। নিশ্চয়ই, আপনারা যা বলবেন, আমি ঠিক তাই। কিন্তু রাণী এসে পড়েছেন, এখন আপনারা রাণীর আতিথেযতায় পরিতৃপ্ত হবেন আশা করি।

(দুজন বেয়ারা চা খাবার ইত্যাদির ট্রে নিয়ে এল। পিছনে রাণী, গায়ে তার দামী বেনারসী, কাঁধে হীরের ব্রোচ, সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।)

রমেশ। (বনমালীকে) রাণী বললেন না? ইনি কোথাকার রাণী?

কল্যাণী। আমি চিনেছি, জুনাগড়ের রাণী ইনি।

সমিতা। উঁহু, আমার মনে হয় বাহাদুরপুরের।

কল্যাণী। ওঁর কাপড় পরার ধরণটা মাদ্রাজী না কোয়াম্বাটুরী বলুনতো?

সমিতা। কাঁধের ব্রোচটায় বোধ হয় ওটা আসল শ্যাফায়ার না?

বিজয়। আসুন আসুন রাণী, এই যে এদিকে জায়গা খালি আছে।

অনিল। ওদিকে কেন? এদিকে আসুন মহারাণী, এই যে, এই চেয়ারে বসুন।

সমিতা। আপনি চুপ করুন অনিলবাবু, রাণী সাহেবা মহিলা। এদিকে বসবেন উনি।

রাণী। কিন্তু আমার যে কতকগুলো কাজ ছিল।

ইন্দ্রজিৎ। কাজ আছে বলে আপনার সঙ্গ থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন?

নীতিশ। আপনার উপস্থিতি আমাদের গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছে বাণীজি।

সমিতা। কাজ থাকলে অবশ্য ধরে রেখে আপনার কাজের ক্ষতি করতে চাইনে।

কল্যাণী। স্বার্থপর হয়ে আপনার ওঁপর উপদ্রব করবো, এ কিছুতেই হতে পারে না।

বনমালী। তা হোক, এঁদের এত আগ্রহ সত্ত্বেও চলে যাওয়া বাণীর উচিত হবে না।

বাণী। কিন্তু আমার থেকে লাভ কী? আপনাদের মত তো কথা বলতে পারব না আমি।

বনমালী। কিছু ভয় নেই বাণী, তোমাকে দেখেই এঁরা মুগ্ধ, যা বলবে তাতেই বিগলিত হয়ে যাবেন।

সকলে। হোহো, হিহি, কি চমৎকার কথা, – ইত্যাদি।

বাণী। আজ উজ্জ্বলা দিদির জন্মদিনে এসে আপনারা যে আনন্দ পেয়েছেন—

বনমালী। মানে, যে আনন্দ দিয়েছেন আমাদের—

বাণী। হ্যাঁ, দিয়েছেন, তাতে আমরা অত্যন্ত লজ্জা পাচ্ছি।

বনমালী। মানে, অযোগ্যতার লজ্জা আর কি।

বাণী। হ্যাঁ, এবার আপনারা আসুন, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

[বাণী সকলকে চা পরিবেশন করল]

রমেশচন্দ্র। (কাপ তুলে) আজ উজ্জ্বলাদেবীর জন্মদিনে উপস্থিত হয়ে আমার মনে হচ্ছে ওঁর এই জন্মদিন বার বার ফিরে আসুক। বহু জন্মদিনে দীর্ঘায়ু হয়ে উঠুন উনি।

(সকলে হাততালি দিলেন। বাইরের ফটক খুলে একটি ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন, বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, পরণে ট্রাউজার, ফ্রককোট হাতে দুটি জড়ান ম্যাপের রোলার। কাছে এসে হাতঘড়ির দিকে তাকালেন)

রাণী। (চমকে উঠে) ওমা, মিহিরবাবু এসে পড়েছেন।

মিহির। (ম্যাপটিকে লাঠির মত ধরে) ঠিক সময়েই এসে পড়েছি দেখছি।

বনমালী। নিশ্চয়ই। সময়ের জ্ঞান নেই আপনার, একথা শত্রুও বলবে না। মাকে ডেকে দেব ?

মিহির। না না, বিশেষ প্রয়োজন নেই এখন। এঁরা সব—

বনমালী। সংস্কৃতি সম্মিলনীর সভ্য সভ্যা। উজ্জ্বলা দিদির জন্মদিনে—

মিহির। সংস্কৃতি সম্মিলনী। ওহো, দ্যাট্ মিউচুয়্যাল এডমিরেশন সোসাইটি ?

শঙ্কর। তার মানে ?

মিহির। (উৎফুল্ল হয়ে) আরে, এইতো, চেনা মুখ দেখছি। শঙ্করবাবু না ? অনেকদিন তো এদিকে আসিনি, চিনতেই পারছিলাম না সব।

শঙ্কর। কিন্তু আগে যে কথাটি বললেন তার কি মানে হল জানতে পারি কী ?

মিহির। মানে ওই যাহোক একটা ধরে নাও না, বাঙ্গলায় আবার টানাটানি করে লাভ কী ?

শঙ্কর। উজ্জ্বলা। আমি ডিম্যাণ্ড করছি ওঁর কইফিয়ৎ।

মিহির। (হেসে) ডিম্যাণ্ড করছ, তবে তো সাপ্লাই করতেই হবে। মানেটা ধর গিয়ে তোমার—পারস্পারিক, কি বলে—পিঠচুলকানি সমিতি। উজ্জ্বলাদেবী, ঠিক হয়েছেতো ? (রাণীকে দেখিয়ে) কিন্তু ইনি কে, চেনা চেনা মনে হচ্ছে যেন ?

বনমালী। চিনি চিনি হেন ওরে হয় মনে, ফিরে ফিরে যেন দেখা ওর সনে।

মিহির। (চমকে উঠে) কে? আরে বনমালী! ভাগ্যে কবিতা আওড়ালে। বেড়ে মানিয়েছেতো। উজ্জ্বলার টেষ্ট আছে বলতে হবে। বাগানের মালী বলে মনেই হয় না। কিন্তু ইনি কে?

সকলে। মালী! বাগানের মালী! কি আশ্চর্য, অদ্ভুৎ—ইত্যাদি।

বনমালী। ওকে চিনতে পারলেন না দাদাবাবু? আমাদের ঝি মোক্ষদার মেয়ে রাণী।

মিহির। তাই নাকি? বাঃ বাঃ, চমৎকার! তা উজ্জ্বলাদেবী এটা তোমাদের সংস্কৃতি সম্মিলনী, না হরিজন উন্নয়ন সভা, তাতো ঠিক বুঝলাম না।

বনমালী। মঞ্জু দিদি এলেন না যে আপনার সঙ্গে?

মিহির। সে আসছে তিনকড়ির সঙ্গে। তিনকড়িকে সম্প্রতি যোগাড় করে ফেললাম, কল্যাণপুরের কাজে লাগাব। ভারী চমৎকার লোক, ঠিক আমার মত।

নীতিশ। তাহলে উনি জুনাগড়ের রাণী নন?

কল্যাণী। আমায় মাপ করবেন শঙ্কর বাবু, একটু কাজ আছে, উঠছি আমি।

বিজয়। আমিও আপনার সঙ্গে যাব, চলুন। নমস্কার উজ্জ্বলা দেবী।

রমেশ। আমাকেও যেতে হচ্ছে—একটু বিশেষ দরকার, কিছু মনে করবেন না।

সকলে। আমারও বিশেষ একটু দরকার অছে। কী বিশ্রী রসিকতা —ইত্যাদি।

মিহির। এঃ, তাইতো। এমন জমা আসরটা মাটি হয়ে গেল?

শঙ্কর। আমি চললাম উজ্জ্বলা— আগেই তোমায় বলেছিলাম বরদাস্ত হবেনা আমার।

উজ্জ্বলা। সেকি? তুমি যাবে কোথায়? এখুনি মামাবাবু আসবেন—

শঙ্কর। বাবা আসবেন তাঁর কাজে, আমার অন্য কাজ আছে।

(উঠে বাইরে যেতে উদ্যত হল, ঠিক সেই সময় একটি বছর পনর ষোল বয়সের মেয়ে ও নিম্ন শ্রেণীর একটি লোক ফটক খুলে ঢুকল। মেয়েটি অত্যন্ত সুন্দরী, চোখে মুখে দুষ্ট বুদ্ধি প্রতিফলিত।)

মেয়েটি। (শঙ্করকে বাধা দিয়ে) হ্যাল্লো শঙ্কর দা, আমি আসছি আর আপনি পালাচ্ছেন? (হাতটা ধরে) না, না, তা হতে পারেনা, আসুন ভেতরে আসুন।

শঙ্কর। আমায় মাপ করুন মঞ্জু দেবী, আমার থাকবার উপায় নেই এখ্যানে।

মেয়েটি। আই সি। বেশ, থাকবোনা আমরা এখানে, ভেতরে গিয়ে বসছি চলুন। (হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে) দাদা, এখন এলে?

মিহির। এইতো আসছি, তুই দেরী করলি কেন মঞ্জু?

মঞ্জু। তিনকড়ির সঙ্গে আখ কিনে খাচ্ছিলাম। এখনও অনেক ছেলের মাথা খেতে হবে, তাই প্র্যাকটিশ করে নিচ্ছিলাম নিরীহ আখের উপর দিয়ে। (উজ্জ্বলার দিকে তাকাল। )

উজ্জ্বলা। ভেতরে চল মঞ্জু, ও কে তোমাদের সঙ্গে এসেছে?

মঞ্জু। ও হচ্ছে দাদার আবিষ্কার, তিনকড়ি। তিনকড়ি! ইনি উজ্জ্বলা দিদি; যার কথা সারা রাস্তা তোমায় বলছিলাম। (তিনকড়ি দু'হাত তুলে নমস্কার করল। একটু বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল উজ্জ্বলা) তিনকড়ির পরিচয় কি জান উজ্জ্বলা দি, ও ছিল যাকে বলে রেগুলার চাষা; লাঙল, কোদাল, নিড়েন-মই আর সব যেন কি কি দিয়ে নিজে হাতে জমি চাষ করত। এর আগে তুমি সত্যিকারেব চাষা দেখেছ? আমি তো দেখিনি। কিন্তু চাষা হলে কি হবে. রাগের মাথায় বউকে এমন মার মেরেছিল.

বউতো অসুখে ভুগে মরে গেল, আর উনি গেলেন জেলে। চাষাতো, মেয়েদের গায়ে হাত তোলা যে অন্যায়, মেয়েরাই যে শুধু গায়ে হাত তুলতে পারে, সে কথা শেখেনি তখনও। তার-পর সাত-চল্লিশ সালের পনরই আগষ্ট, জাতীয় সরকারের সুবিবেচনায় ও ছাড়া পেয়েছে।

মিহির। বাকিটা আমি বলে দেবোখন, তুই শঙ্কর আর তিনকড়িকে নিয়ে ভেতরে যা, মাসীমাকে খবর দিয়ে আয়। উজ্জ্বলা দাঁড়াও, কয়েকটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

উজ্জ্বলা। বনমালী, তাহলে আর এককাপ চা এখানেই পাঠিয়ে দাও, রাণী, ওদের নিয়ে যা ভেতরে। (মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে) রাণীকে চিনতে পারছ ?

মঞ্জু। রাণী! তোমার ঝিয়ের মেয়ে! মাই গুডনেস। কপালে একটা লেবেল এঁটে দাও, না হলে বড় দৃষ্টিকটু হয়ে যাচ্ছে। আসুন শঙ্করদা, ভেতরে যাই আমরা।

শঙ্কর। আমায় মাপ করতে হবে মঞ্জু দেবী, আমার কাজ রয়েছে, যেতে হবে এক্ষুনি।

মঞ্জু। (পরিপূর্ণভাবে তাকিয়ে) আমার ডাকের চেয়ে আপনার কাজ বেশী হ'ল ? বেশ যান।

মিহির পারবে না শঙ্কর বাবু, তার চেয়ে 'ফলো হার'—ওর সঙ্গে যাও, আখেরে ভালই হবে।

মঞ্জু। তোমাকে উপদেশ দিতে হবে না, (শঙ্করের হাত ধরে) আসুন শঙ্কর দা, দাদার কথা শুনবেন না। এস তিনকড়ি। (তারা তিন জনে পর্দ্দা সরিয়ে ভেতরে চলে গেল।)

বনমালী। প্রাণশক্তির এত প্রাচুর্য্য বড একটা দেখা যায় না। চল রাণী, চায়ের ব্যবস্থা করিগে। (বনমালী ও রাণী চলে গেল। মিহির একটী চেয়ারে বসে পড়ল।)

মিহির। তারপর উজ্জ্বলা দেবী, এতদিন পরে হঠাৎ যে আমার ডাক পড়লো? শুধু জমিটা সম্পর্কে নিশ্চয়ই নয়, তাহলে তো তোমাদের উকিল অজিত বাবুকে আমার কাছে পাঠালেই চলত।

উজ্জ্বলা। তা ছাড়া আপনাকে ডাকার স্বার্থ কি আমাদের?

মিহির। আমার চেয়ে তুমিই ভাল জান সেটা। যেদিন থেকে সেটা চোখে পড়েছে, সেদিন থেকেই সাবধান হতে হয়েছে আমাকে।

উজ্জ্বলা। জেনে শুনেও তবে এলেন কেন?

মিহির। তুমিই বল কেন এলাম।

উজ্জ্বলা। আমাদের অপমান করার সুযোগটা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হ'ল না নিশ্চয়ই? কিন্তু জানেন না বোধ হয়, মা আপনাকে কী রকম স্নেহ করেন।

মিহির। খুব জানি। মাঝখানে তুমি আছ তাই, না হলে হয়ত বলাবলি করত সকলে।

উজ্জ্বলা। মিহির বাবু! আমার সামনে একথা বলার সাহস হয় আপনার?

মিহির। স্ত্রীয়াংশ্চরিত্রং উজ্জ্বলা দেবী। আমার ওপর তোমার এই অহেতুক ক্রোধটা, তোমার মার প্রতি শ্রদ্ধায় কি ঈর্ষায়, কে বলতে পারে? (মঞ্জু ও শঙ্কর বাইরে এল)

মঞ্জু। দাদা, মাসীমা তোমায় ভেতরে ডাকছেন। শঙ্করদা, আবার আসছেন তো খানিক পরে? না এলে, মনে থাকে যেন।

মিহির। সে কি? শঙ্করকে ছেড়ে দিলি শেষ পর্য্যন্ত? মঞ্জুর হাত থেকে ছাড়া পেয়েছ, তোমায় বাহাদুর বলতে হবে শঙ্কর বাবু।

মঞ্জু। জোর করে ধরে রেখে লাভ কী? আমার সামনে উনি বসে থাকবেন, আর মনটা পড়ে থাকবে কোন চুলোয়, ও আমার সহ্য হবে না। (রাণী চা নিয়ে এল)

মিহির। শঙ্করের সংস্কৃতি সম্মিলনীর তারিফ করতে হয়। তুই দেখলিনে তো মঞ্জু।

মঞ্জু। উজ্জ্বলা দি, একবার ভেতরে এস কতকগুলো কথা আছে তোমার সঙ্গে। ভয় নেই, রাণী রয়েছে, দাদাকে চা খাওয়াবেখন। তুমি এসোতো। (উভয়েই প্রস্থান করল।)

মিহির। এই যে রাণী, বস এই চেয়ারটায়। লজ্জা কি, আমিও না হয় তোমাদের সংস্কৃতি সম্মিলনীর সভ্য হয়ে যাবখন। শঙ্কর বাবু, মেম্বার করে নিও তো আমায়।

শঙ্কর। রাণী, ভেতরে যাও এখন। আমাব কথা আছে মিহির বাবুর সঙ্গে। (বাণীকে জোর করে ভেতবে পাঠিয়ে দিল।) সব জিনিষেরই একটা সীমা থাকা দবকাব মিহিব বাবু।

মিহির। তাই নাকি? কিন্তু ব্যাপাবটা তো ঠিক স্পষ্ট হ'ল না। সীমাটা কিসেব?

শঙ্কর। আপনার দম্ভের। আমেরিকা থেকে একটা ডিগ্রী নিয়ে এলেই মানুষ সকলকে অপমান করবার অধিকার পায় না, জেনে রাখবেন।

মিহির। সে অধিকারটা কী করলে পাওয়া যেতে পারে?

শঙ্কর। আপনার কি অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সে অধিকারের?

মিহির। নিশ্চয়ই। দেখছ না শঙ্কর বাবু, ভণ্ডামিতে সমস্ত দেশটা ছেয়ে গেছে। আহারে-বিহারে, শিক্ষায়-শালিনতায়, কাজকর্ম্মে, আচাব ব্যবহারে, সর্ব্বত্র কৃত্রিমতায় ভরা। সেটা অন্তরেব সঙ্গে মেনে থাক ব্যবহারিক জীবনে তাকে আমল দাও না, আর যা দৈনন্দিন জীবনে পালন করে থাক, অন্তরের সাড়া পাও কি তাতে? যে কোন সুস্থ লোক এই পরিবেশে থাকলে দু-দিনে পাগল হয়ে যাবে। বাগানের মালীকে দিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি

করাই, ঝিয়ের মেয়ের গায়ে চড়াই দামী বেনারসী সাড়ি, শুধু কতকগুলো নিরীহ মাথাপাগলা লোকদের সঙ্গে তামাসা করবার জন্যে। সংঘ, সমিতি, সম্মিলনী তৈরী করি পরস্পরের পিঠ চুলকোতে। এর থেকে যদি যাত্রার দল খুলতে, কিংবা মাদুরে বসে তাস পেটাতে তো সহ্য করা যেত কোন রকমে। ভাল কথা তোমরা কানে নেবে না, এত পণ্ডিত হয়ে গেছ সকলে। কাজেই অপমান করে মাঝে মাঝে দেখতে হয় সাড়া জাগান যায় কিনা।

শঙ্কর। এটা আমার নিজের বাড়ী নয়, না হলে চাবুকটা এনে দেখা যেত কে কার সাড়া জাগাতে পারে!

মিহির। (হো হো করে হেসে) পারতে না শঙ্কর বাবু। তা হ'লে এত দিন কবে নিজেদের পিঠই রক্তারক্তি করে ফেলতে। যাক যথেষ্ট রেগে গেছ। এখন একটু বসে ঠাণ্ডা হয়ে নাও, আমি চা-টায় চুমুক দিই। ওটাকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া উচিত হবে না, কি বল? তারপর, উজ্জ্বলার মা সুলোচনা দেবীর খবর কী?

শঙ্কর। আপনার স্পর্দ্ধা মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছে দেখছি।

মিহির। (গম্ভীর ভাবে) আমার এই সামান্য স্পর্দ্ধাটাই চোখে পড়লো শঙ্কর বাবু? মহাকালের স্পর্দ্ধাটা দেখেছ একবার দু'চোখ মেলে? এই দেশেই কত রাজা, হিন্দু, বৌদ্ধ, পাঠান, মোগল, মায় শেষতক ইংরেজরা পর্য্যন্ত কী সমারোহেই না রাজত্ব শুরু করেছিল। কোথায় তারা আজ বলতে পার? ভবিষ্যৎ মানো শঙ্কর বাবু? অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের এই টাকার জোরে কেনা শিক্ষা-সংস্কৃতি, ঐশ্বর্য্য, কোন চুলোয় উড়ে যাবে সে খেয়াল রেখেছ? মহাকালের সে স্পর্দ্ধা সহ্য করবে কী করে শঙ্কর বাবু? তাই বলি, এখনও প্রস্তুত হয়ে নাও। (পর্দা সরিয়ে উজ্জ্বলার মা এলেন বাগানে।)

সুলোচনা। মিহির! বাবা, তুমি বাইরেই বসে থাকবে? বেলা নটা বাজতে চলল, এখনও তো কই দাদা এলেন না। শঙ্কর, কী হ'লরে তোর বাবার?

শঙ্কর। বলতে পারিনা। (উঠে দাঁড়াল চলে যাবার জন্যে।)

সুলোচনা। যাই হোক তোরা আর রোদ্দুরে বসে থেকে কী করবি? ভেতরে আয়, ডেকে নিয়ে আয় মিহিরকে।

শঙ্কর। না, আমি আর বসব না পিসিমা, আমার কাজ আছে। (চলে গেল)

সুলোচনা। দ্যাখ পাগল ছেলে। এদের নিয়ে কী যে করি। কেউ যদি একটা কথা শোনে। এস বাবা মিহির, ঘরে বসবে চল।

মিহির। ঘরে কেন মাসীমা, বাইরে বেশ হাওয়া দিচ্ছে।

সুলোচনা। না বাবা, এই রোদ্দুরে বসে থাকলে মাথা ধরে যাবে। এস ভেতরে এস। (এগিয়ে গিয়ে পর্দ্দাটা সরিয়ে ধরলেন) এস।

মিহির। (নিরুপায়ভাবে কোটের গলাটা মুচড়ে ধরে) চলুন যাচ্ছি।

(সুলোচনা দেবীর পিছনে পিছনে মিহির সেই জড়ান ম্যাপের রোলারটা নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল।)

# প্রথম অঙ্ক

"ক"

[ বাড়ির ড্রইং রুমটি দর্শনীয়। সোফা, কৌচ, আয়না ষ্ট্যাণ্ড, গোল নিচু টেবল, ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো এবং তার পর্দা, সবই অতি আধুনিক রুচি-সম্মত এবং সুন্দর ভাবে সাজান। ঘরে একটি ফোটো, উজ্জ্বলা ও শঙ্করের একত্রে তোলা ছবি। সুলোচনার পিছনে পিছনে ঘরে এল মিহির। ]

সুলোচনা। এতদিন আসনি কেন মিহির? কতবার তোমায় ডেকে পাঠালাম।

মিহির। (একটা সোফায় বসে পড়ে) সময় পাইনি মাসীমা, বড় ব্যস্ত ছিলাম।

সুলোচনা। ( কাছে একটা চেয়ার টেনে বসে) সময় পাইনি বলে কি মাকে ঠকাতে আছে বাবা? এতগুলো চিঠি দিলে, আর এখান থেকে এইটুকু আসতে পারলে না? সেই আমেরিকা যাওয়ার আগে এসেছিলে, আর কি আসতে নেই? (মিহিরের গালে মুখে হাত বুলিয়ে ও কোটের বোতাম খুলে বুকে হাত দিয়ে দেখে) একটু রোগা হয়ে গেছ বাবা, বড্ড বেশী খাটুনি পড়েছে বোধ হয়?

মিহির। (প্রবল অস্বস্তিতে মুখ বিকৃত করে) হ্যাঁ, বেজায় খাটুনি পড়েছে আজকাল।

সুলোচনা। জলির তো দিনরাত তোমার চিন্তা ছাড়া কাজ নেই, মেয়েটা শুকিয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। ছোট বেলায় তোমার মা যখন মারা যান, তখন তুমি বার বছরেরটি। আমাদের বাড়ী আসতে, আমায় কত ভালবাসতে, মনে আছে বাবা? জলি তখন বছর পাঁচেকের মেয়ে। তুমি আমায় মা বলে ডাকতে

বলে জলির সে কী রাগ। (কোটের বোতাম এঁটে) এখন সে সব একেবারে ভুলে গেছ। ছোট বেলায় মোটা মোটা বই পড়তে ভাল বাসতে, এখনও তেমনি বই পড়তো মিহির?

মিহির। না মাসীমা, বই পড়ে দেখছি, সব মিথ্যে কথা লেখা থাকে।

সুলোচনা। পাগল ছেলে। এখনও ঠিক তেমনটি আছ।

( রাণী ভেতরে এল, তার পরণে মোটা কালাপাড় সাড়ি, সাধারণতঃ ঝিয়েরা যা পরে থাকে )

রাণী। মামাবাবু এসেছেন মা, শঙ্কর দাদাবাবুর সঙ্গে বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সুলোচনা। দাদা এল বুঝি? মিহির! বাবা তুমি একটু বস, আমি আসছি এখনি। (প্রস্থান)

মিহির। হঠাৎ একেবারে বেশ পরিবর্ত্তন করে এলে যে?

রাণী। সে কাপড়তো আমার নয়, সে দিদিমণি খুলে রেখে দিতে বললে।

মিহির। এ কিন্তু উজ্জলার অন্যায়। আচ্ছা, তোমাকে না হয় আমিই একখানা কিনে দেবো।

রাণী। (উচ্ছসিত আবেগে) আপনি কিনে দেবেন আমায়? (এগিয়ে এসে) ওই রকম রূপোলি ফুল তোলা ফিকে নীল রঙ্গের বেনারসী?

মিহির। হ্যাঁগো, ওই রকম ফুল তোলা ফিকে নীল রঙ্গের বেনারসী।

রাণী। (মিহিরের হাতটা নিজের বুকে চেপে ধরে) আপনি আমায় কিনে রাখলেন মিহিরদা।

মিহির। (অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে) আরে সর্ব্বনাশ, একেবারে মিহিরদা? (সরিয়ে দিল)

( মঞ্জু ও উজ্জলা ঘরে এসে বিস্মিত হয়ে পড়ল তাদের ব্যবহারে )

উজ্জ্বলা। কী হল মিহিরবাবু? কী হয়েছেরে রাণী?

মিহির। (লজ্জায় হেসে) প্লিজ ডোণ্ট আস্ক। প্রশ্ন কোরোনা দোহাই, লজ্জা পাবো।

উজ্জ্বলা। রাণী, বেরিয়ে যা শিগ্‌গির ঘর থেকে। (রাণী ভীত বিমর্ষ মুখে চলে গেল) বড় বাড় বেড়েছে মেয়েটার। সেদিন অমনি শঙ্করকেও বিপদে ফেলেছিল।

মঞ্জু। ওর আর অপরাধটা কী বল? বেচারা ছেলেদের সঙ্গে মিশতে পায় না মোটে।

উজ্জ্বলা। মিশুক না যত খুসি, চাকর বাকর তো রয়েছে এত।

মঞ্জু। চাকর বাকরেরা তো আর দাদার মত আমেরিকা ফেরৎ নয়।

(সুলোচনা দেবী ঘরে এলেন)

সুলোচনা। আমেরিকার কথা কী হচ্ছিল তোমাদের?

মিহির। আমেরিকার মেয়েদের সপ্রতিভতা সম্বন্ধে বোঝাচ্ছিলাম ওদের।

সুলোচনা। (হেসে) থাক বাবা, আর বুঝিয়ে কাজ নেই। এস দাদা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

(শঙ্কর ও শঙ্করের বাবা কথা কইতে কইতে প্রবেশ করলেন।)

মিহির। এইযে, আসুন, আসুন ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার। কে, মিহির? বেশ, বেশ বাবা। এই বুঝি তোমার বোনটি? বেশ বড় হয়েছে দেখছি। অনেক ছোট বেলায় দেখেছিলাম ওকে। একবার সেই টনসিল অপারেশন হয়েছিল, মনে আছে খুকু?

মঞ্জু। (নিজের গলাটা চেপে ধরে) খুকু?

ডাক্তার। ভয় নেই, ভয় নেই, আর অপারেশন করবো না। কত দূর লেখাপড়া করেছ মা?

মঞ্জু। মা! উঃ ইনফারনাল ইনসাফারেব্‌ল। পড়েছি, রবীন্দ্রনাথ, বার্ণাড-শ, কাল´মার্কস। আর কিছু প্রশ্ন করবেন? তবে খুকু কিংবা মা ইত্যাদি বাদ দিয়ে, মনে রাখবেন।

ডাক্তার। ওহো, না জেনে তোমায় চটিয়ে দিয়েছি বুঝি? তা আর কি কি জান তুমি?

মঞ্জু। হেদোর ধার থেকে লেকের পাড় পর্য্যন্ত যাকেই জিজ্ঞাসা করবেন, আমার কথা সকলেই বলতে পারবে। আমায় প্রশ্ন করবেন না।

ডাক্তার। মিহির! তোমার বোনটি একটু ইনডিসেণ্ট, বলতে বাধ্য হচ্ছি অবশ্য।

মিহির। বাবা ওর নামে ব্যাঙ্কে প্রায় লাখ তিনেক টাকা রেখেছেন কিনা, তাই এত বেপরোয়া হ'তে পেরেছে আর কি।

ডাক্তার। কিন্তু বাবা, অর্থ মানুষকে সম্ভ্রান্ত করে বলেইতো জানতাম এতদিন।

মঞ্জু। আপনাদের জানার সঙ্গে আমাদের জানার পার্থক্যতো থাকবেই।

ডাক্তার। সেতো দেখতেই পাচ্ছি। আমাদের সময়ে আমরা গুরুজন ব্যক্তিদের সামনে অসভ্যতা করতে লজ্জা পেতাম। এখন তোমরা তা পাও না।

সুলোচনা। মঞ্জু, মা তুমি বেড়াতে যাবে বলছিলেনা? শঙ্করের সঙ্গে একটু ঘুরে এসগে, কেমন?

মিহির। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই; এমন সুযোগ আর পাবিনে মঞ্জু। তবে রাস্তায় যেন আখ খেতে চাসনে, তার চেয়ে শঙ্কর বাবুর মাথাটা চেখে দেখতে পারিস বরং।

শঙ্কর। উজ্জ্বলা, তাহলে আমাকে এখন প্রয়োজন নেই তোমার?

সুলোচনা। আহা, ছেলেমানুষ এসেছে, একটু বেড়িয়ে নিয়ে আয় ওকে।

মঞ্জু। মোট কথা, এখন এখানে আপনার বা আমার থাকবার প্রয়োজন নেই। ষ্ট্রিক্‌ট্‌লি বিজনেস্‌ বিটুইন দেম্‌। আসুন আমরা পালাই। আপনি বরং বাবার মতটা নিয়ে নিন।

মিহির। ব্র্যাভো, ব্র্যাভো, পাকা কথা বলেছিস এতক্ষণে। ডাক্তার বাবুর কোন অমত নেই। তোর নামে তিনলাখ টাকা ব্যাঙ্কে রয়েছে, তবে আবার আপত্তিটা কিসের ?

ডাক্তার। মিহির! ছেলে মেয়েদের সামনে একথা বলা মোটেই উচিত নয় তোমার। তিন লাখ টাকা থাকতে পারে তোমার বোনের, কিন্তু সত্যিকারের শিক্ষা একটুও পায়নি ও।

মিহির। মেয়েদের আবার শিক্ষা বলে কিছু আছে নাকি? পুরুষের কাঁধে চেপে জীবন ধারণ করার যে একটি মাত্র শিক্ষার প্রয়োজন, তাতে সব মেয়েই পাকা।

সুলোচনা। থাক বাবা মিহির, আর মেয়েদের দোষ দেখে কাজ নেই।

মঞ্জু। চলুন শঙ্করদা, এখানে থাকা অসহ্য হয়ে উঠেছে।

শঙ্কর। উজ্জ্বলা! তাহলে আমাকে প্রয়োজন নেই তোমার একটুও?

উজ্জ্বলা। না, শঙ্কর থাকনা এখন। ওকেও তো প্রয়োজন হতে পারে।

শঙ্কর। আমি পিসিমার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করিনি। একটু আগে বাগানে তুমি যে আমায় অনুরোধ করলে অত করে, সেকি শুধু মৌখিক ভদ্রতা ?

ডাক্তার। আঃ শঙ্কর! সব জায়গা তোমার সংস্কৃত সম্মিলন মনে ক'রো না।

মঞ্জু। সংস্কৃতি সম্মিলনী।

ডাক্তার। (রাগে গম্ভীর হয়ে) কথা বলার সময় কাউকে বাধা দিতে নেই মনে রেখো।

শঙ্কর। তাই বলে আপনি সংস্কৃতি সম্মিলনীকে বিকৃত ভাবে উচ্চারণ করতে পারেন না।

ডাক্তার। (টেবিল চাপড়ে) চুলোয় যাক তোমার সংস্কৃত। এখানে আমাকে ডাকা হয়েছিল কল্যানপুরের জমিটার সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে। শুধু যদি ফাজলামো করতে থাক সকলে মিলে, আমায় তাহলে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হয়, বলে রাখছি।

শঙ্কর। আপনি থাকতে পারেন, আমিই যাচ্ছি। (সে যেতে উদ্যত হল।)

মঞ্জু। আমায় ফেলে যাবেন না। (ছুটে গিয়ে শঙ্করের কাঁধে হাত দিয়ে পিছনে তাকাল। মিহির ঘাড নাড়তেই, খুসি হয়ে শঙ্করের হাত ধরে দোলাতে দোলাতে চলে গেল বাইরে।)

ডাক্তার। আর সবই ভালো, ওই অসভ্যতাটুকু ছাড়া।

সুলোচনা। ছেলেমানুষ তো, দুদিনেই সেরে যাবে। (বনমালী ঘরে এল।)

বনমালী। রাণী কান্নাকাটি করছে মা, বলছে এখানে থাকবেনা, এখুনি চলে যাবে।

সুলোচনা। সে কি? কি হ'ল তার?

বনমালী। কী জানি মা, তাকে নাকি অপমান করা হয়েছে, ঝাঁটা লাথি খেয়ে এখানে সে থাকবে না। কলকাতার ছেলেরা তার কদর বুঝে তাকে মাথায় করে রাখবে। শুধু মিহির বাবুর বেনারসী সাড়িটা পেলেই সে চলে যায় এখুনি।

সুলচনা। মিহির, বেনারসী সাড়ি, অপমান— কি ব্যাপার হঠাৎ?

মিহির। ও কিছুনা, কিছুনা। আচ্ছা চল, আমি গিয়ে দেখছি। (ভিতরে গেল)

উজ্জ্বলা। রাণীকে এবাড়ী থেকে সরাতেই হ'ল মা। চলতো বনমালী দেখি। (দুজনে চলে গেল)

ডাক্তার। কী যে হয়েছে সব আজকালকার ছেলে মেয়েরা, বোঝাই ভার।

সুলোচনা। এই চাকর বাকরদের সঙ্গে মেলামেশা খুব খারাপ হচ্ছে এদের।

ডাক্তার। বিশেষ করে মিহিরের বোনটি। আমাদের সমাজে এমন বেহায়াপনা কিন্তু খুব আপত্তিকর। যাদের পয়সা কড়ির অভাবে মেয়ের বিয়ে দেওয়া দুষ্কর তাদের ঘরে বরং ওসব মানায়।

সুলোচনা। ছেলেমানুষ, একটু ছুট্‌ফটে তো হবেই। আমাদের সময়েই কি মেয়েরা ও রকম ছিল না বলতে চাও? মিহির ছেলেটিতো সত্যিই ভাল ছেলে। বাপ মারা গেলে ওইতো তোমার গিয়ে, সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে।

( মিহিরের পিছনে পিছনে উজ্জ্বলা, রাণী ও বনমালী এল )

মিহির। তাহলে ওই কথা রইল, রাণীর যে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে সেটা তুমি স্বীকার করবে উজ্জ্বলা। আর মনিবের সম্পর্কে সামান্য দোষ ত্রুটী তোমার আমল দেওয়া উচিত নয় রাণী। ভুলে যেওনা, খাওয়া পরা দেওয়ার মালিক সে।

উজ্জ্বলা। আমার সঙ্গে আমার ঝি চাকরের সম্পর্ক কি আপনি ঠিক করে দেবেন?

মিহির। পাগল হয়েছ? আসলে তুমিতো রাণীর সঙ্গে ঝিয়ের মত ব্যবহার করনি, ঈর্ষার খাদ মিশিয়ে ওকে প্রতিপক্ষ করে তুলেছো। তাই—

উজ্জ্বলা। মিহিরবাবু, আপনার অনেক অপমান সহ্য করেছি, আর নয়।

মিহির। (হেসে) তোমাদেরও অপমান বোধ থাকে তাহলে?

রাণী। আমার জন্যে কেন আপনি কথা শুনবেন মিহিরদা? আমি চলেই যাচ্ছি।

সুলোচনা। খুব হয়েছে। কাজ করগে যা এখন। প্রশ্রয় একটু দিয়েছি কি মাথায় উঠেছে। পঞ্চাশটা ঝি চাকর রয়েছে

আমার বাড়িতে, তুই গেলে কার কি বয়ে যাবে? ওই জন্যেই তো বলি মেলামেশা করিসনে অত ওদের সঙ্গে। আর দেরী করে লাভ নেই মিহির, এস আমরা বসে পড়ি।

মিহির। বেশ, আমার আপত্তি নেই। (সে বসে পড়ল, উজ্জ্বলা আর একটা চেয়ারে বসল। বনমালী ও বাণী চলে গেল ঘর থেকে।)

সুলোচনা। আলোচনার শুরুতেই একটা কথা বলে রাখি মিহির। উজ্জ্বলা সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত এই যে বসে থাকতে হয়েছে আমাদের জমিটা নিয়ে, সেটার সমাধান যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভাল হলেও, দেখতে হবে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে কিছু লোকসান হল কিনা। অজিতকে আসতে বলেছিলাম সকালে, তা কথার ঠিক কি রাখবে কোন সময়? সত্যি, বড় ঘেন্না হয় এই কথা চিন্তা করে, আমাদের দেশে এই সব পদার্থহীন মধ্যবিত্ত সংখ্যায় বেড়ে উঠেছে ক্রমশঃ। ওঁর যে কী খেয়াল ছিল, অজিতের বাবাকে দিয়েই সমস্ত কাজ করাতে হবে, এই হচ্ছে ওঁর উইল। যাই হোক, এখন যাতে উজ্জ্বলার ভাল হয়, সেটাই আমাদের প্রধান সমস্যা।

ডাক্তার। হুঁ, জলি মা সাবালক হলেও মেয়ে মানুষ তো। নিজের ভাল সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান না থাকাই সম্ভব। কাজেই আমাদের পরামর্শ দেওয়া।

সুলোচনা। মিহির রয়েছে তাই ভাবনা নেই আমাদের।

মিহির। অর্থাৎ যদিও জমীতে অর্দ্ধেক অংশ আমার, তবু আমি আমার ভাল না দেখে দেখবো যাতে উজ্জ্বলার ভাল হয়, এই তো?

সুলোচনা। তোমার ভালও দেখব বই কি, তুমি কি আমাদের পর?

ডাক্তার। তাছাড়া উজ্জ্বলার ভাল হওয়া মানেইতো তোমার হওয়া। আমরা বুড়ো বুড়ি কি আমাদের নিজেদের জন্যে ভেবে মরছি বলতে চাও?

মিহির। (মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে) হুঁ, এখন আপনাদের পরামর্শটা শুনি।

ডাক্তার। এই যে, দেখাই আগে তোমাকে প্ল্যানটা। (উঠে গেলেন পাশের ঘরে)

সুলোচনা। দাদার ইচ্ছে জায়গাটা পরিষ্কার করে, বন জঙ্গল কাটিয়ে বেশ সুন্দর একটি নতুন ধরণের কলোনী তৈরী করা।

উজ্জ্বলা। বেশ সুন্দর সাজানো গোছান পরিচ্ছন্ন সহর হবে, থাকবেনা ঘেঁষাঘেঁষি, ভীড়, ধুলো আর ধোঁওয়া, ময়লা আর বস্তি, ঝকঝকে বাড়িঘরগুলি সিমেট্রিক্যালি সাজান। ফল বাগান, খেলার মাঠ, পার্ক, স্কোয়ার—একটি নোংরা অপরিচ্ছন্ন, অভাবগ্রস্থ, লোক থাকবেনা।

মিহির। তা হলে কলোনী তৈরী করবার মতলব আছে ডাক্তার বাবুর, তবে লোক বসতি করাবার ইচ্ছে নেই তোমার।

উজ্জ্বলা। কেন, সুন্দর ছিমছাম সহর হলে লোক আসবে না বলতে চান?

মিহির। বলতে আমি কিছুই চাইনে। কিন্তু এ উদ্ভট খেয়াল কে মাথায় ঢুকোলো তোমাদের? তোমার আমার মত বড়-লোক কটা আছে, যে সেখানে গিয়ে থাকবে? কলোনী মানেই মধ্যবিত্তদের বস্তি। আর মধ্যবিত্ত মানেই আমাদের মতে অভাব, অপরিচ্ছন্নতা, অস্বাস্থ্যকর, অসুন্দর পরিবেশ। তাই নয় কি?

(ডাক্তার বাবু হাতে একটা নীল রঙের প্ল্যান নিয়ে এলেন)

ডাক্তার। এই যে মিহির, কল্যানপুর নগর পরিকল্পনা। (হেসে) অনেক মাথা খাটিযে এ প্ল্যান করতে হয়েছে হে। দেখলেই এর মুন্সি-য়ানাটা বুঝতে পারবে।

মিহির। (প্ল্যানটা সবিস্ময়ে দিয়ে) বুঝেছি। কিন্তু ওই পাঁচশো বিঘে জমী কেনার সময় মুখুজ্যে মশাই ও আমি যে প্ল্যান ঠিক করে ছিলাম, সেইটাতেই আমি স্টিক করে থাকতে চাই। অবশ্য উজ্জ্বলা যদি এখন স্বাধীনভাবে কিছু—

উজ্জ্বলা। আমার নিজের কোন মত নেই, মা আর মামা যা ঠিক করবেন তাই হবে।

মিহির। তোমার মা কিংবা মামা কী ঠিক করবেন সেই চিন্তা করে কিন্তু আমরা জমিটা তখন কিনিনি। মনে আছে বোধ হয়, লোকসানের ভয় দেখিয়ে ও নানারকম উপহাস করে তোমার বাবাকে ওঁরা নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন?

ডাক্তার। তখন আমরা কি করেছিলাম না করেছিলাম তার কৈফিয়ৎ এখন দিতে বাধ্য নই।

মিহির। সে তো খাঁটি কথা। তবে এখন যা করবেন, ভবিষ্যতেও তার কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকবেন না কিনা, সেই তো হয়েছে মুস্কিল।

সুলোচনা। একটা কথা মিহির, কলকাতায় কী পরিমান লোক বেড়েছে দেখেছো? কল্যানপুর কলকাতার আটাশ মাইলের মধ্যে। লোকবসতি হয়ে গেলে, রেলওয়ে ষ্টেসন, বাস, চাই কি ট্রামও হয়ে যেতে পারে কলকাতা আসার জন্যে। তাছাড়া তাড়াতাড়ি, কিছুটা করে ফেলতে পারলে গভর্ণমেণ্টের গ্রেটার ক্যালকাটা স্কীমের মধ্যে পড়ে যেতে পারে জায়গাটা। তখন জমীর ভ্যালুয়েশন কী রকম দাঁড়াবে বল দেখি?

মিহির। আমরা জমিটা কিনেছিলাম অন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী।

ডাক্তার। সে যাই হোক না কেন, এখন লাভের দিক বল, প্রয়োজনের দিক বল, আর ভবিষ্যৎ সুবিধার দিকই বল, এই প্ল্যানটাই সবচেয়ে কার্য্যকরী হবে না কি?

মিহির। যে জমীটা আপনাদের হিসেব অনুযায়ী লোকসানের পর্য্যায়ে পড়েছিল, তার যে এত উপসত্ত্ব দাঁড়াবে, কে জানত? কিন্তু তাহলেও আমি রাজি নই।

ডাক্তার। রাজি না হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে? ম্যাপটা দেখলেই বুঝতে পারবে, কম করে পনের হাজার লোকের জায়গা হবে ওখানে। এই যে কলকাতার মানুষ ব্যাস্তুত্যাগীদের গুঁতোয় ইঁদুরের চেয়ে ঘৃণ্য অবস্থায় রয়েছে, একটি মাত্র ঘরের ভিতর একটা সংসার গুঁতোগুঁতি করে—

মিহির। (মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) শ্বশুর শাশুড়ি, মেয়ে জামাই, ছেলে বৌ একসঙ্গে তাল গোল পাকিয়ে খাঁচার পশুর মত লজ্জাসরম বিসর্জ্জন দিয়ে বাস করছে। কিন্তু তাতে হয়েছে কী? কল-কাতার লোক সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ ছাপিয়ে গেছে। এখন দশ পনের হাজার লোকের জায়গা করে দিয়ে কী সুবিধেটা হবে বলুনতো? তাছাড়া আমাদের সুখ-শান্তি নষ্ট করতে আসছে না তো কেউ।

সুলোচনা। দশ পনের হাজার লেকেরও যদি উপকার হয়, সেটা কি ভাল নয়? আহা বেচারাদের কী কষ্ট বলত?

মিহির। (সোজা হয়ে) কষ্ট? তাদের কষ্ট তো আমাদের কী? যেখানে শ্বশুর-শাশুড়ি, মেয়ে-জামাই, ছেলে-বৌ লজ্জার মাথা খেয়ে কাপড় দিয়ে ঘর ভাগ করে বাক্সবন্দী হয়ে থাকে, তারই কাছাকাছি আমরা ড্রইং রুম, লাইব্রেরী, স্মোকিং রুম, সেলুন, ড্রেসিং রুম, টয়লেট-ল্যাভাটরী ইত্যাদি নাম দিয়ে বহু ঘর অপচয় করছি—কোন রকম বিবেকের বালাই না রেখে। সুতরাং ও লোকদেখানো সহানুভূতির কী প্রয়োজন আছে?

উজ্জ্বলা। যদি কিছুটা উপকার হয় তাদের, তাতে লোকসান নেই তো কিছু।

মিহির। লোকসান নেই? কল্যানপুরের জমির চেহারা দেখনি উজ্জ্বলা, তাহলে বুঝতে সে কী জিনিষ। বনে জঙ্গলে তিল ধারণের স্থান নেই— পলিমাটির সমস্ত উর্বরতা যেন ওখানে সঞ্চয় করা রয়েছে। দু'পাশ দিয়ে বয়ে গেছে খাল। এ সমস্ত কী শুধু কতকগুলো লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে নষ্ট করব বলতে চাও? যদি মানুষের বাসের ব্যবস্থাই করতে চাও, বেশতো, কলকাতাতেই খান কয়েক পুরোনো বাড়ী কিনে কিছু খরচ করে সাত আট তালা বানাও। তৈরী কর ছোট ছোট খুপরি। প্রত্যেকটা বাড়িতে তুমি কম করে শ পাঁচেক লোক ধরাতে পারবে, প্রত্যেকটা বাড়ি থেকে মাস গেলে পাবে আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা ভাড়া। আমেরিকা গিয়ে আর কিছু শিখে আসি আর নাই আসি, মাটি চিনতে শিখেছি উজ্জ্বলা, বুঝেছি মাটির কদর।

ডাক্তার। স্বীকার করি তুমি বেশী বোঝ। কিন্তু তোমার থেকে আমার বয়েসটা বেশী সেটা মানতো?

মিহির। আপনার বয়স বেশী বলে যদি আপনার পরামর্শ নিতে হয়, তবে বনমালীর পরামর্শ নেওয়াই সব চেয়ে যুক্তিযুক্ত। মাথার চুল সব পেকেছে ওর। তাকেই তাহলে ডাকা যাক। (চিৎকার করে) বনমালী। বনমালী। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে কী বলেছেন তাই শোনা যাক।

সুলোচনা। দেখ মিহির, এ সব ব্যাপারে চাকর বাকর ডেকে ছেলে মানুষি করার কোন অর্থ হয় না।

উজ্জ্বলা। মিহির বাবু! মাথা ঠাণ্ডা রেখে একটা কাজও কি করতে পারেন না আপনি?

মিহির। (হেসে) হয়ত তাই। (বনমালী এল) এই যে বনমালী, এস, পরামর্শ আছে তোমার সঙ্গে। (ডাক্তারকে) বনমালীর পরামর্শে কুণ্ঠিত হবার কারণ নেই ডাক্তার বাবু। আপনার ছেলে আর উজ্জ্বলা আজ সকালে ওকে ওদের সংস্কৃতি সম্মিলনীর সভ্য করে নিয়েছে। (বনমালীকে) কলকাতায় কী পরিমাণ লোক বেড়েছে দেখেছ বনমালী? কল্যানপুরে আমাদের পাঁচশো বিঘে জমি রয়েছে। ডাক্তার বাবুর মত হচ্ছে সেখানে একটা কলোনী তৈরী করা, যাতে কিছু লোকের বাসের সুবিধে হয় অন্ততঃ।

বনমালী। এতো খুব ভাল প্রস্তাব।

ডাক্তার। যে কোন সুস্থ মস্তিষ্ক যুক্ত লোকই বলবে একথা।

মিহির। কিন্তু ডাক্তার বাবুর মত অনুযায়ী মাথার অসুখে ভুগেই হোক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, লোক কমানর ওপদ্ধতিটা আমার মনঃপূত নয়।

সুলোচনা। তাহলে তুমিও চাও কলকাতা থেকে কিছু মানুষ কমুক।

মিহির। নিশ্চয়ই, খুব বেশী পরিমাণে চাই। সেই কারণেই তো কলকাতায় সাত আট তালা বাড়ি তৈরী করার পক্ষপাতী আমি। গত বছরে শুধু প্লেগের ভয় হয়েছিল; এবারে যদি এমন হয়, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি সব কটা মহামারী একসঙ্গে কলকাতায় দেখা দেয়, দৈনিক কী-পরিমাণ লোক কমবে বলুন তো?

বনমালী। ইটের পরে ইট, মাঝে মানুষ কীট।

মিহির। ঠিক তাই, কীট যারা, তাদের কীটের মতই থাকতে দেওয়া উচিত। অদূর ভবিষ্যতে যদি আর একটা বিশ্বযুদ্ধ লাগে, তবে এক একটা বোমায় কত লোক মরবে বলুনতো? অভাব অনটন চারিদিকে, জায়গা নেই, খাবার নেই, কাপড় নেই, স্কুল-কলেজ, সিনেমা-থিয়েটার কোথায়ও তিল-ধারণের স্থান নেই, মানুষের নিশ্বাসে নিশ্বাসে বাতাসে অক্সিজেনের অভাব ঘটতে চলেছে, এই তো কলকাতার অবস্থা। মাঝখান থেকে কল্যান-পুর জায়গাটাকে এ রকম করে তোলার কোন মানে হয়? লোক কমাতে হলে কলকাতাতেই যাতে মানুষ থাকতে পায় সেই ব্যবস্থা করা উচিত। যাতে এক একটা রোগে দৈনিক মরতে পারে হাজারে হাজারে, এক একটা বোমায় লাখে লাখে মরে দেশটাকে ফাঁকা করে পরিষ্কার করে ফেলতে পারে।

উজ্জ্বলা। উঃ হরিবল্, নিষ্ঠুর—আমার মাথা ঘুরছে মা।

মিহির। ওঃ আই এ্যাম ভেরী সরি ম্যাডাম, মাপ কর উজ্জ্বলা। খুব অন্যায় হয়েছে এ সমস্ত কথা বলা। যাই হোক, এগুলো আমার রসিকতা মনে করে নিও। কেমন?

সুলোচনা। কিন্তু কী বাজে কথা হচ্ছে বলত? দাদার প্ল্যান যদি তোমার পছন্দ না হয়, তোমার প্ল্যানটা তো অন্ততঃ জানাবে আমাদের? এ রকম কথা কাথাকাটি করে লাভ কী মিহির? বনমালী, তুমি এখন যাও দিকি।

মিহির। ওর যে পরামর্শটাই নেওয়া হ'ল না, এরই মধ্যে যাবে?

বনমালী। চিন্তা কি দাদাবাবু?

কে বলে যাও যাও, আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া।
টুটবে আগল বারে বারে তোমার দ্বারে,
ডাকবে আমায় ফিরে ফিরে, ফিরে আসার হাওয়া।

(বনমালী চলে গেল)

ডাক্তার। অসহ্য! এই উন্মাদগুলোর সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকতে হ'লে আমিও উন্মাদ হয়ে যাব দেখছি।

সুলোচনা। তবেই বোঝো দাদা এদের নিয়েই সারাটাক্ষণ কাটাতে হচ্ছে আমাকে। সকাল বেলা বনমালীকে পদ্য আওড়াতে বারণ করছিলাম, তা জলি বললে, বারণ করছ কেন মা, ও আমাদের কালচারের বিজ্ঞাপন।

মিহির। (হো হো করে হেসে) চমৎকার— বাঃ, বাঃ। কালচারের বিজ্ঞাপন। বেড়ে কথাটি বার করেছে তো। না, উজ্জ্বলা! তোমরা আমাকেও ছাড়িয়ে যাবে দেখছি।

উজ্জ্বলা। আপনার সীমাতো জানা নেই আমাদের। তবে বনমালী শুধু বাগানের মালী বলেই রবীন্দ্রনাথের আস্বাদ পাবে না, এটা আমাদের কাছে বর্ব্বরতা।

মিহির। কিন্তু রাণীও যদি সেই একই যুক্তিতে কিছু দাবী করে বসে, কী করবে?

উজ্জ্বলা। রাণীতে আর বনমালীতে? রাণী তো সাধারণ একটা মেয়ে।

মিহির। সাধারণ তো সকলেই। অসাধারণত্ব বলে যেটা মনে হয়, সেটাতো বিজ্ঞাপনের দৌলতে। হয় অর্থের, নয় কৌলিন্যের, সে শিক্ষা দিক্ষা যাই হোক না কেন।

উজ্জ্বলা। আপনি আমাকে রাণীর সঙ্গে একই পর্য্যায়ে ফেলতে চান?

মিহির। একেবারে একই পর্য্যায়ে নয়। আমার মনে হয় রাণীর চাওয়ার জোর আর পাওয়ার দাবী তোমার থেকে বেশী।

উজ্জ্বলা। বেশতো, যান না তার কাছে, কে মানা করছে?

মিহির। কেউ মানা না করলেই যে যেতে হবে তার কী মানে আছে? যাকগে—আমার প্ল্যানটার কথা বলছিলেন না আপনারা, আমার মনে হয়, আপনাদের প্ল্যানটা বাতিল করা হয়ে গেলেই, আমারটা দেখা যেতে পারে।

ডাক্তার। তা হলে আমার কলোনী তৈরীর প্ল্যানটা নাকচ করাই সাব্যস্ত হ'ল শেষ পর্যন্ত?

সুলোচনা। তা হবে কেন? মিহিরের টাও দেখি, তারপর দুটোর মধ্যে যেটা গ্রহণযোগ্য মনে হবে সেইটেকেই—

মিহির। অর্থাৎ প্ল্যান তৈরী করবার ভার আমার এবং ডাক্তার বাবুর ওপর, আর সেটা বিচার করবার ভার থাকবে আপনাদের ওপর। বেশ চমৎকার ব্যবস্থা।

সুলোচনা। প্ল্যান তৈরী করবার মাথা নেই বলে কি বিচার করবার মাথাও নেই আমাদের?

মিহির। বিচার করবার জন্য তো মাথার দরকারই নেই বলতে পারা যায়। যেটুকু প্রয়োজন, তাও নাড়াবার জন্য, খাটাবার জন্য নয়। বিশেষ করে মেয়েদের বেলায়।

সুলোচনা। মেয়েদের ওপর তো তোমার দেখি খুব শ্রদ্ধা।

(মঞ্জু ও শঙ্কর বাইরে থেকে এল।)

মঞ্জু। হ্যাঁ, সে দাদার যথেষ্ট আছে। সেই কথাই তো শঙ্করদাকে বোঝাচ্ছিলাম। শঙ্করদা বলছিলেন দাদা নাকি মেয়েদের অত্যন্ত ঘৃণা করে। আমি বললাম, ঠিক উল্টোটি বুঝেছেন। দাদা মেয়েদের চেনে বলেই তাদের সম্বন্ধে খাঁটি কথাটি বলতে পারে। আপনারা অর্দ্ধেক চেনেন বলে অর্দ্ধসত্য উচ্চারণ করে অসম্মান করেন মেয়েদের।

সুলোচনা। তোমরা এসে পড়েছ তো? এবার তাহলে উঠতে হয় আমাদের।

মঞ্জু। দেখলেন তো শঙ্করদা, বললাম আর একটু বেড়িয়ে আসি চলুন। আমার দোষ নেই মাসীমা, শঙ্করদার ভয় হ'ল আমার সঙ্গে একা থাকতে।

শঙ্কর। এ কথা আপনার অন্যায় মঞ্জু দেবী, আমি ভাবলাম মিহির বাবু কী মনে করবেন।

মঞ্জু। দাদা? দাদা আবার কী মনে করবে। তিনকড়ি! তিনকড়ি!

সুলোচনা। তিনকড়িকে আবার কি দরকার পড়ল এখন?

মঞ্জু। আছে দরকার। (তিনকড়ি এল) তিনকড়ি, যা বলে গিয়েছিলাম, সেই যে, সেই—সেটা করেছ?

তিনকড়ি। না করে কি উপায় আছে দিদি, করতে হ'ল বই কি।

মঞ্জু। সত্যি বলছ? (খুসিতে উচ্ছল হয়ে তিনকড়িকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেল) মাই ডার্লিং।

তিনকড়ি। (ঝটকা মেরে সরিয়ে) আঃ, মঞ্জু দিদি, তুমি কি আমাকে তোমাদের সৌখীন সমাজের মানুষ পেয়েছ? মান-অপমান জ্ঞানটা আমার একটু বেশী, মনে রেখো। তুমি যে পঁচিশ জনকে চুমু খেয়ে এসে, এঁটো ঠোঁট আমার গালে লাগাবে, সে আমার বরদাস্ত হবে না বলে দিলাম।

ডাক্তার। এ কী অসভ্যতা মিহির! ছি, ছি, মুখ দেখাবার উপায় রাখলে না?

মঞ্জু। (রেগে গিয়ে) কেন, আপনার আবার কী করলাম? জিগেস করুন না শঙ্করদাকে, রাস্তায় বেরিয়ে ওঁর গায়ে হাত দিয়েছি, কি না।

ডাক্তার। শঙ্কর, তুমি খবরদার ও মেয়েটির সঙ্গে মিশবে না বলে দিলাম। উঃ, সাংঘাতিক মেয়ে বটে। মিহির! কী জিনিষই তৈরী হয়েছে তোমার বোনটি।

মিহির। সেই জন্যেই তো শঙ্করের সঙ্গে মিশতে দিয়েছি, তবু যদি সংস্কৃতি সম্মিলনীর আওতায় থেকে একটু সংস্কৃত হতে পারে।

মঞ্জু। থাক, খুব হয়েছে। মিশবেন না শঙ্করদা আমার সঙ্গে। বিয়ের বাজারে দাম কমিয়ে ফেলে শেষে বাবার লোকসান ঘটাবেন? চলে এস তিনকড়ি।

। আমায় ভুল বুঝবেন না মঞ্জু দেবী, আমি মোটেই সমর্থন করি না ওঁদের।

উজ্জ্বলা। তুমি কি তবে ওর বেহায়াপনাটাই সমর্থন করো শঙ্কর?

মঞ্জু। মুখ সামলে কথা বলো উজ্জ্বলাদি। তিনকড়ি আমার দাদার মত।

তিনকড়ি। ছিঃ দিদি, রাগ করো না। ওঁরা আমাকে জানেন না। তাছাড়া ওঁদের মাপকাটিতে অনেক নিম্নস্তরের অধিবাসী আমরা। চল, আমরা পালাই এবার। তোমার সেই যে দোলনা তৈরী করে রাখলাম এতক্ষণ ধরে, দেখবে না? (মঞ্জুকে নিয়ে গেল তিনকড়ি)

ডাক্তার। ও লোকটি কে হে মিহির?

মিহির। এমনি সাধারণ লোকই প্রায়। আগের জীবনে চাষ করত নিজে হাতে। অর্থাৎ ছিল চাষা। সে সময়ে বউকে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলায় ওর জেল হয় অনেক বছর। জেলে থাকতে ও কয়েকজন স্বদেশী নেতার সংস্পর্শে আসে। তাঁদের কাছে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, এমনকি বোধ হয় দুর্নীতিতে পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেছে। এক কথায় সম্পূর্ণ মানুষ আর কি। কল্যানপুরে ওকে কাজে লাগাব ঠিক করেছি।

উজ্জ্বলা। যাই হোক মঞ্জুর কিন্তু খুব অন্যায় হয়েছে ওই কাণ্ড করা।

মিহির। সেতো একশ বার। ধনী সমাজের মেয়েরা যে কাজগুলো আড়ালে করে থাকেন, সে গুলো পাঁচজনের সামনে করতে মানা করে দিয়েছি কতবার।

সুলোচনা। ছেলে মানুষতো হাজার হোক, যাই হোক কাজের কথা এখন আর হবে কি?

ডাক্তার। এই সমস্ত গোলমালে মাথা কি ঠিক রাখা যায়? দুপুর বেলা আমি আসছি বরং, অজিতকেও আসতে বলে দাও। অজিত অবশ্যই যেন আসে, তখন কথাবার্ত্তা হবেখন?

সুলোচনা। সেই ভাল দাদা, কী বল মিহির, দুপুর বেলাই কথাবার্ত্তা হবেখন? এখন মিহির এসতো আমার সাথে, কয়েকটা জিনিষ তোমায় দেখাবার আছে।

(ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। সুলোচনা দেবীও মিহিরকে টেনে নিয়ে গেলেন।)

উজ্জ্বলা। তুমি কী বলে ওই বেহায়া মেয়েটাকে সমর্থন করলে শঙ্কর?

শঙ্কর। ছিঃ উজ্জ্বলা। একজন মহিলার অসাক্ষাতে এমন অপমানকর ভাষায় তুমি কথা কইবে এ আমি আশা করতে পারিনে। বিশেষতঃ তুমি যখন কিছুই জান না তার সম্বন্ধে।

উজ্জ্বলা। খুব জানি। এইতো তোমরা পুরুষ। একটা মেয়ের সঙ্গে হাত ধরে একবার বেড়াতে গিয়েই জ্ঞান হারিয়ে বসে থাক।

শঙ্কর। তুমি কি বিশ্বাস করোনা আমায়?

উজ্জ্বলা। এতদিন তোমায় বিশ্বাস করে এসেছি। এখন অবিশ্বাস করলে অন্যায় হবে না। আজ বোধ হয় তোমার কাছে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সেই ছেলেবেলা থেকে তোমার সঙ্গে রয়েছি শঙ্কর, তোমার মুখ দেখে আমি বলতে পারি, মনে তোমার ফাটল ধরেছে। কিন্তু আমাদের এতদিনের নিস্বার্থ বন্ধুত্ব এতদিনের আত্মত্যাগ, তোমায় ঘিরে আমার জীবনকে মহত্তর, সফলতর করে তোলার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, (মিহির দরজার কাছে এসে

দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল অবাক হয়ে) এ আমি কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে পারি না শঙ্কর। আমায় স্বার্থপর বল, ঈর্ষাপরায়ণ বল, যাই বল না কেন, এমন ভাবে তোমায নষ্ট হতে দিতে পারবো-না আমি। তুমি ছাডতে পার, আমি তোমায ছাডবো না শঙ্কব।

মিহির। নিশ্চয়ই জবর-দস্ত অধিকার। শুধু শুধু ছাডতে যাবে কেন ?

উজ্জ্বলা। (চমকে উঠে) আপনি কি চোরেব মত লুকিয়ে লুকিযে আমাদেব কথা শুনছিলেন ?

মিহির। (হেসে) শুনে ফেলেছি যখন, তখন যাই বল না কেন, সহ্য কবতে হবে বইকি।

উজ্জ্বলা। এত নীচ কাপুরুষ আপনি ? আমি ভাবতেও পারিনি। (শঙ্কর চুপি চুপি পালিয়ে গেল। )

মিহির। তোমাদের অপমান আমাব গাযে লাগে না। কিন্তু শঙ্কব যে পালিয়ে গেল।

উজ্জ্বলা। (ফিরে দেখে) শঙ্কর বলে, অপমান যাদের গায়ে লাগে না, তারাই সত্যিকারের ভয়ানক। খুব বেশী ভাবিনে অবশ্য তার জন্যে। শঙ্কর বলে, যারা যত বেশী ভয়ানক, তারা তত বেশী ভীরু। তাদের ভয না কবে, তাদের সঙ্গে উচিত মত ব্যবহার করাই ঠিক।

মিহির। এতো সত্যিকারের জ্ঞানীর কথা। কিন্তু তোমার বক্তব্যটা তুমি শঙ্করের জবানীতে চালাতে চাইছ কেন বলত ? শঙ্করের ব্যক্তিত্বের তলায় নিজেকে চাপা দেওয়া কি উচিত ?

উজ্জ্বলা। বাঁশীর ঐশ্বর্য্য, তার সুরের মিষ্টতা। সে ঐশ্বর্য্য সে পায় বাজিয়ের হাতে আত্মসমর্পণ করে। বাঁশী যদি স্বাধীন হতে চায়, তার দশাটা কী হয় বলুন তো ?

মিহির। সুন্দর যুক্তি সন্দেহ নেই। কিন্তু শঙ্করের সম্বন্ধে তোমার যে দূর্ব্বলতাটুকু—

উজ্জ্বলা। (তাড়াতাড়ি) কী বাজে বকছেন মিহির বাবু? সব জিনিষকে এমন উল্টোভাবে দেখার অভ্যেস কি আপনি আমেরিকা থেকে শিখে এসেছেন?

মিহির। উল্টোভাবে আর দেখলাম কই? পরিষ্কার যা চোখের সামনে দেখলাম, শুনলাম—

উজ্জ্বলা। আপনি কিচ্ছু দেখেননি শোনেননি। শঙ্কর আর আমি ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। আমাদের ভালমন্দ একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে দুজনের জীবনে। আজ বাইরের একটা মেয়ে এসে, আমাদের দুজনের কল্পনায় গড়া ভবিষ্যতের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, আমাদের এতদিনের সখ্যতার মাঝখানে পাঁচিল তুলে দেবে, সেইটেই কি মেনে নিতে বলেন?

মিহির। তাই কি বলতে পারি? কিন্তু তোমরা দুজনে তো আর দুজনকে নিয়ে পূর্ণ হতে পার না।

উজ্জ্বলা। কেন তা পারিনা?

মিহির। পার নাকি? আমি তো জানতাম না! আমেরিকা থেকে ফিরে এসে দেখছি দেশটা অনেকদূর এগিয়েছে। সগোত্রে বিয়ে আইন-সিদ্ধ হয়েছে শুনেছিলাম, তবে মামাত পিসতুত ভাই-বোনে— (উজ্জ্বলা রাগ করে চলে যাচ্ছিল) আহা, রাগ ক'রো না, আমি না হয় জানতামই না। বেশতো, এতো খুব ভাল প্রস্তাব। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাদের সমর্থন করবো। বল তো, তোমার মা আর মামাকে আজই বলি।

উজ্জ্বলা। (অত্যন্ত ভয় পেয়ে) মিহির বাবু! আপনাকে কী একটুও বিশ্বাস করা চলে না?

মিহির। এ বিষয়ে শঙ্কর কী বলে?

উজ্জ্বলা। সব জিনিষ এমন হাল্‌কা ভাবে নিতে চান কেন, তা বুঝি না।

মিহির। হাল্‌কা ভাবে আর নিলাম কই? যে কথাটা তোমার পক্ষে বলা অসুবিধেজনক—

উজ্জ্বলা। আপনার পায়ে পড়ি মিহির বাবু, থামুন আপনি। আমাদের উপকার করে কাজ নেই আপনার।

মিহির। আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করা ঠিক হচ্ছে কী? শঙ্কর শুনলে কী বলবে বলত?

উজ্জ্বলা। আমারই দোষ। আপনার কাছে ভিক্ষে চাওয়ার মত বোকামি যেমন হয়েছিল আমার। যা খুসি করতে পারেন আপনি। নীচ— কাপুরুষ— ইতর—

মিহির। স্কাউনড্রেল, চাবুক মারা উচিত।

উজ্জ্বলা। উচিতই তো। আপনি একটি সয়তান। মেয়েদের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চান আপনি কোন সাহসে?

মিহির। এমন নিকট-আত্মীয়ের মত কথা বোলো না উজ্জ্বলা দেবী। শঙ্কর শুনলে বলবে কী?

উজ্জ্বলা। বলুক যা খুসি। আপনার গলাটা টিপে দিতে পারতাম যদি তবে হয়ত রাগ যেত।

মিহির। তাই দাও উজ্জ্বলা। তোমার ওই রাগে রাঙা মুখখানা দেখে যা লোভ হচ্ছে, শঙ্করের মত কবি হলে কবিতাই হয়ত লিখে ফেলতাম সতের পাতা। ডাকবো নাকি শঙ্করকে? না, থাক। রবীন্দ্রনাথ এ সময়ে কী বলে গিয়েছেন শোনা যাক। (চেঁচিয়ে) বনমালী!

উজ্জ্বলা। (মিহিরের মুখে হাত চাপা দিয়ে) আঃ, কী ছেলেমানুষি হচ্ছে মিহির বাবু?

মিহির। (হাত ছাড়িয়ে) কাউকে ডেকেই ফেল বরং। আমাকে কি বিশ্বাস করতে আছে? একলা অসহায়া নারী তুমি— কিছু করে ফেলতেও পারি তো?

উজ্জ্বলা। ইস, সাহস আছে আপনার?

মিহির। তোমার সামনে এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হলে আপনি সাহস জুগিয়ে যাবে কিন্তু।

উজ্জ্বলা। যাবে বই কি? আসুন না কাছে। একটি চড়ে আপনার—

মিহির। লোভ দেখিও না উজ্জ্বলা। তোমার চড় খাওয়ার লোভেও সাহস করে বসতে পারি।

উজ্জ্বলা। (কাছে এসে) করুন না সাহস। ছাই—(মিহিরের একটা হাত ধরে) ভীরু, কাপুরুষ আপনি।

মিহির। (হাত ছাড়িয়ে সরে গিয়ে) সেতো বটেই, না হলে তো কখন সাহস করে ফেলতাম। মাসীমা আমায় ডাকছেন বোধ হয়— আমি দেখে আসি উজ্জ্বলা।

উজ্জ্বলা। না ডাকেননি। পালান না দেখি। (মিহিরের গলা ধরে বক্ষলগ্ন হয়ে রইল)

মিহির। ছাড়ো, ছাড়ো উজ্জ্বলা, আঃ, কী কর! মঞ্জু-শঙ্কর আসছে দেখ।

উজ্জ্বলা। আসুক ওরা, আমি ভয় করি না কাউকে।

মিহির। তুমি না করলেও আমি যথেষ্ট করি। ওই দেখ ওরা এসে পড়েছে।

উজ্জ্বলা। (পিছন ফিরে চেয়ে) আমরা বাগানে পালিয়ে যাই চল। (মিহিরকে এক রকম ঠেলে বাগানে নিয়ে গেল। ততক্ষণে শঙ্কর ও মঞ্জু ঘরে এসে পড়েছে।)

শঙ্কর। হঠাৎ উজ্জ্বলার কী হল বলুন তো? দাঁড়ান মঞ্জু দেবী, দেখে আসি আমি।

মঞ্জু। উঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ, আপনি কি পাগল হয়েছেন শঙ্করদা?

শঙ্কর। কেন কী হল ?

মঞ্জু। কিছুই বোঝেন না নাকি ?

শঙ্কর। (বিস্মিত ব্যাকুল কণ্ঠে) ঠিক বুঝতে পারলাম না। কী ব্যাপার বলুনতো ?

মঞ্জু। কিছু হয়নি। আপনি আসুন আমার কাছে। বসুন এখানে।

শঙ্কর। না, না, ব্যাপারটা দেখে আসাই উচিত। উজ্জ্বলার হয়ত দরকার হতে পারে।

মঞ্জু। তবে যান। গিয়ে কিন্তু লজ্জায় পড়বেন বলে দিলাম। ওরা প্রেম করছে।

শঙ্কর। (অদ্ভুৎ একটা শব্দ করে) কী বললেন ? উজ্জ্বলা মিহির বাবুর সঙ্গে—হতে পারে না কিছুতে। এ আপনার ভুল ধারণা মঞ্জু দেবী। (উত্তেজিত ভাবে) কখখনো হতে পারে না।

মঞ্জু। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কোথায়, তাতো বুঝলাম না। ওরা প্রেম করছে তো হয়েছে কী ?

শঙ্কর। (কানে হাত চাপা দিয়ে) ও কথা উচ্চারণ করবেন না মঞ্জু দেবী। আমি যে ভাবতে পারছি না মোটে। উজ্জ্বলা মিহির বাবুর সঙ্গে — উঃ, আমি যাবই।

মঞ্জু। কী ছেলেমানুষি করছেন ? (শঙ্করকে সোফায় বসিয়ে দিয়ে, হাতলের উপর বসে) দাদার সঙ্গে মারামারি করে পারবেন কী ? তার ওপর উজ্জ্বলাদি রয়েছে। তার চেয়ে আসুন, আমার চোখ দুটোর ওপর সুন্দর একটা কবিতা লিখুন দেখি। (শঙ্কর বিমর্ষ মুখে চেয়ে রইল। তার মুখটি দুহাতে ধরে) দেখুন তো চেয়ে, ভাল করে দেখুন। আপনার সমস্ত স্বপ্ন কি এ দুটো চোখে বাসা বাঁধেনি ? কবি। এখনো চুপ ? একটা গভীর কথাও মনে আসছে না ? (শঙ্কর মঞ্জুর হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল, মঞ্জু ততই দৃঢ় করে ধরতে চেষ্টা করতে লাগল।)

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## 'ক'

[ বাড়িতে একটি স্মোকিং রুম আছে। ঘরটিতে পালিশ করা কাঠের টেবিল, ও বেতের চেয়ার কতকগুলি এবং দেয়ালে ধুমপান রত দুটি প্রৌঢ় ইংরেজ ভদ্রলোক ও তরুনীর ছবি ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। সামনেই একটি চাইমিং ক্লক, দেয়ালে টাঙ্গান। তিনকড়ি ধুমপান-রত শ্বেতাঙ্গীনীর দিকে চেয়ে আছে। পিছনে দাঁড়িয়ে রাণী। তার বেশবাস, সেই কালা পাড় সাড়ি ইত্যাদি। ঘড়িতে দুটো বাজে। ]

রাণী। স্মোকিং রুম বোঝ? স্মোকিং মানে ধুমপান করা। সেই ধুমপান করার ঘর এটা।

তিনকড়ি। সেতো ছবি দেখেই বুঝেছি। কিন্তু বাড়িতে ধুমপাম করেন কে? উজ্জ্বলা দেবী, না তাঁর মা?

রাণী। আহা, চাষা তো, কত বুদ্ধি আর হবে। উজ্জ্বলা দিদির বাবা কত্তামশাইও সিগারেট তামাক খেতেন না। তবু ঘরটা রাখতেই হবে। বড় লোকদের সমাজকে কী বলে জানো? বলে, এরিষ্টো-ক্র্যাট সমাজ। সেখানে বাড়িতে এ ঘর না থাকলে অপমান হয়, বুঝলে?

তিনকড়ি। বুঝলাম।

রাণী। ছাই বুঝলে। আচ্ছা, তুমি কি সত্যি সত্যি বউকে খুন করেছিলে?

তিনকড়ি। তা না হলে আর সত্যি সত্যি জেলে যেতে হয় কী?

রাণী। বউ কোন অন্যায় করেছিল বুঝি? চাষার রাগ কথাতেই আছে? তা, তুমি আবার বিয়ে করলে না কেন? সব মেয়ে তো আর সমান নয়।

তিনকড়ি। কেন বলত ঠাকরুণ? তোমার কী পছন্দ হচ্ছে নাকি? বিয়ে করবে আমায়?

রাণী। আ গেল যা, আস্পদ্দা দেখ। তোমায় বিয়ে করতে যাবো কোন দুঃখে। কী আছে তোমার যে তোমায় কেউ বিয়ে করবে?

তিনকড়ি। কী আছে? (দু'হাত তুলে) আছে এই দুটো হাত। জানো, এ দুটো হাতে কত শক্তি আছে? মাটির বুকে লাঙ্গলের ফাল চালিয়ে দিতে পারি এক হাত, কোদালের ঘায়ে তছ-নছ করে দিতে পারি বিঘের পর বিঘে জমী। কী পারি না বলত?

রাণী। চাষ কর্ম্মই করতে পার শুধু।

তিনকড়ি। (হেসে) শুধু তাই নয় ঠাকরুণ, আজ যে হাতে কোদাল ধরে মাটি কুপোচ্ছি, কাল যে সে হাতেই লাঠি ধরে এই সব রূপ-সর্ব্বস্ব টাকার কুমীরদের মাথা ভাঙ্গবো না, তাইবা কে বলতে পারে?

রাণী। ওবে খুনে। তোমাকে আবার জেলে দেওয়া উচিত।

(উজ্জ্বলা ঘরে এল, গায়ে তার সিল্কের সাড়ি, ব্লাউজ ইত্যাদি)

উজ্জ্বলা। রাণী! তুই এখানে কী করছিস? যা ভেতরে যা, কাজ রয়েছে কত। (রাণী চলে গেল) কেমন লাগছে তিনকড়ি আমাদের বাড়ীঘর?

তিনকড়ি। (দৃশ্যতঃ হেসে ফেলে) স্বপ্ন দেখার মত।

উজ্জ্বলা। সে আবার কী? স্বপ্ন দেখার মত মানে?

তিনকড়ি। মানে আবার জানতে চান কেন? আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, অত মানে বোঝাতে পারি কী? (একদৃষ্টে উজ্জ্বলার কাপড়ের দিকে চেয়ে রইল।)

উজ্জ্বলা। কী দেখচ আমার দিকে চেয়ে?

তিনকড়ি। ভাবছি, কত গুলো মানুষের পরিশ্রম লেগেছে ও কাপড়টা তৈরী করতে। যারা গুটি পোকা চাষ করে, তার সুতো বার করে, তাঁতে চড়িয়ে ওজিনিষটা তৈরী করল, তাদের পরণে আট হাত একখানা মোটা কাপড় জোটে কি না সন্দেহ। তাও আবার হয়ত আস্ত নয়। তবে কাপড়টা পরে মানিয়েছে আপনাকে চমৎকার।

উজ্জ্বলা। তোমারও রুচি-বোধ আছে দেখছি। বেশ কথা বলতে শিখেছ তো!

তিনকড়ি। আপনাদের বাগানের মালী আমার থেকেও ভাল কথা বলতে পারে।

(মিহির ঘরে এসে একটা চেয়ারে বসে পড়ে সিগারেট ধরাতে শুরু করল। )

উজ্জ্বলা। আপনার তিনকড়ি দেখছি বেশ কথা বলতে শিখেছে। চাষা বলে মনেই হয় না।

মিহির। (ধোঁয়া ছেড়ে) জেলে থাকতে ও মানুষ হয়ে গেল স্বদেশী বাবুদের দয়ায়। পকেট মেরে যারা জেলে যায়, তারা পর্য্যন্ত ফেরে ডাকাত হয়ে—আর ও রেগুলার খুন করে জেলে গিয়ে ফিরে এল সাধু হয়ে? আশ্চর্য্য কাণ্ড নয়?

তিনকড়ি। আরও অনেক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঠিক মত চোখে পড়ে না বলেই আশ্চর্য্য করতে পারে না।

উজ্জ্বলা। আচ্ছা, এখন এসোতো আমার সঙ্গে, কয়েকটা কাজ সেরে নিই। (দুজনে চলে গেল। মিহির একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মেমসাহেবের ছবির দিকে। ঘরে ঢুকল বনমালী। )

বনমালী। তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা ?

মিহির। (চমকে উঠে) কী বললে ?

বনমালী। তুমি স্থির, তুমি ধ্রুব, তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি।

মিহির। (নিশ্বাস ফেলে) সত্যি, ভাগ্যে তুমি শুধু ছবি।

বনমালী। তাই তো বলছি, ছবির দিকে তাকিয়ে লাভ কী দাদাবাবু। ওদিকে রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে যিনি অপেক্ষা করে রয়েছেন, তাঁর ডাকটা উপেক্ষা করবেন না।

মিহির। তোমার রবিঠাকুর বাঁচবার রাস্তার কোন হদিশ দিয়ে যাননি ?

বনমালী। দিয়েছেন বই কি।

এমন একান্ত করে চাওয়া এও সত্য যত,

এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া সেও সেই মত।

কিন্তু দিদিমণি যে আপনাকে ওপরে পাঠিয়ে দিতে বললেন।

( রাণী ঘরে এল )

রাণী। দিদিমণি বললেই যেতে হবে বুঝি ওঁকে ? আমরা না হয় দাসী বাঁদী, হুকুম করলেই যেতে হবে। উনিও কি তাই নাকি ?

মিহির। ঠিক কথা, এখনো তো দাসখৎ লিখে দিয়েছি বলে মনে পড়ে না।

রাণী। তুমি এখন যাও বনমালীদা, আমাদের কয়েকটা কথা আছে।

মিহির। হ্যাঁ. তুমি একটু বুঝিয়ে বলগে যাও, রাণীর কথাটা না শুনে যাই কেমন করে বল ? (বনমালী হেসে চলে গেল)

রাণী। আমি আজই আপনার সঙ্গে কলকাতায় চলে যাব মিহিরদা। এখানে থাকতে হলে পাগল হয়ে যেতে হবে আমাকে। এখানে শুধু ঝি আমি, শুধু ওঁদের হুকুম তামিল করার যন্ত্র। আমার যে একটা আশা আকাঙ্ক্ষা আছে, সে কথা এরা কেউ মানতে চায় না। আপনি আমায় বাঁচান মিহিরদা।

মিহির। তোমার আশা আকাঙ্ক্ষাটা তো দেখছি কম না নিতান্ত।

রাণী। কেন কম হবে, কী তফাৎ আছে শঙ্করদাদের সম্মিলনীর মেয়েদের সঙ্গে আমার? একটা বেনারসী সাড়ি পরে ওদের কাছে গিয়েছিলাম, তাতেই ওরা সত্যিকারের রাণী বলে ভুল করেছিল।

মিহির। সেটা তোমার গুণে নয় রাণী, উজ্জ্বলার আড়াই হাজার টাকা দামের বেনারসীর গুণে।

রাণী। কখনো নয়। আপনি আমায় সুযোগ দিন, দু'বছরের মধ্যে আমি চলন-সই ইংরেজি শিখে ফেলতে পারব। পাঁচ বছরের মধ্যে আপনি আমাকে স্বপ্নেও ঝিয়ের মেয়ে বলে চিন্তা করতে পারবেন না। বড লোকদের মেয়েদের চেয়ে, দেখতে আমি খারাপ নই। স্বাস্থ্য ভাল আমার, অভাব শুধু দামী কাপড় চোপড়ের, একটা কথায় পাঁচটা ইংরেজি বুলির, আর টয়লেটের।

মিহির। কলকাতার মোহ তোমায় আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে দেখছি। পারবে আমার সঙ্গে গ্রামে যেতে? কল্যানপুরে গিয়ে থাকতে চাই আমি। এখন সেখানে ট্রাম নেই, ইলেকট্রিক নেই, সিনেমা নেই, দোকান নেই। ভবিষ্যতেও যে কখনও হবে, সে আশাও করি না। যাবে সেখানে, পারবে সেখানে গিয়ে থাকতে?

রাণী। (বাঁকা হেসে) আপনার ঝি হয়ে জঙ্গলে থাকতে যাব?

মিহির। ঝি হয়ে যাবে কেন? এই তো বললে, সুযোগ দিলে পাঁচ বছর পরে তোমাকে চিনতে পারা যাবে না। তখনও যদি ঝি থাকতে চাও, তবে তোমায় সুযোগ দিয়ে লাভ কী?

রাণী। (ব্যাকুল হয়ে) আমায় লোভ দেখাবেন না মিহিরদা—এত সুখ সহ্য হবে না আমার।

(বনমালী ঘরে এল)

বনমালী। আমি যে আর সইতে পারিনে।
সুরে বাজে মনের মাঝে গো, কথা দিয়ে কইতে পারিনে।

রাণী। দেখ বনমালীদা, যখন তখন ওরকম গেঁযো ঠাট্টা কোরো না বলে দিলাম।

বনমালী। বেশ, তাই হবে। কিন্তু এখন দিদিমণি ডাকছে, ওপরে যাও শিগ্‌গির। (ঘুরে দাঁড়িয়ে মিহিরের দিকে একবার চেয়ে চলে গেল রাণী) দাদাবাবু, বুড়োর একটা কথা রাখবেন? মেয়েদের লোভ দেখাতে নেই। কল্পনার সীমাতো চেনে না ওরা। ফানুষের মত ফুঁ দিয়ে ফোলাতেই থাকে। ফেটে যায় যেদিন—সেদিনের দুঃখটা ভাবুন তো?

মিহির। লোভ না দেখালে, হাত বাড়াতে যাবে কেন বল? আর হাত বাড়াতে বাড়াতেই একদিন নাগাল মিলবে, তোমায় বলে রাখলাম বনমালী।

বনমালী। আপনি বেশী বোঝেন, আমার আর কিছু বলার নেই।

(মঞ্জু একটা কাগজ পড়তে পড়তে ঘরে এল)

মঞ্জু। দাদা, দাদা, শঙ্করদা আমার চোখ দুটোর ওপর কী সুন্দর কবিতা লিখেছে শোন, রিয়েলি গ্র্যাণ্ড।

মিহির। তবে তো শুনতেই হয়। শঙ্কর লিখেছে মঞ্জুর চোখের ওপর—কী বল বনমালী?

বনমালী। আমায় আর বিপদে ফেলবেন না দাদাবাবু, আরম্ভ করুন দিদিমণি।

মঞ্জু। তুমি এলে!

বর্ষার বাক্সের ধ্বসে যাওয়া বাসা,

বাদলা পোকার মত আলোর চতুর্দ্দিকে

মৃত্যুর কোলাহল নিয়ে।

শতাব্দির গাঢ় কাল সংস্কারের রূপ

তোমার মনের ফল্গু স্রোতে

কামনার রঙে রাঙা হ'ল।

নায়গ্রার গতি বেগ নিয়ে

স্তব্ধ হ'লে পল্বলে, পল্বলে।

অয়ি প্রিয়া।

চকিত চাহনিটুকু তীক্ষ্ণাগ্র সল্টীনটাস

আর, চার বছরের মেয়ের কান বেঁধানর ছুঁচ,

ছুয়ে মিলে যেন

কাঁসার গেলাসে শ্যাম্পেনের স্বাদ,

তবু তাই ভাল লাগে খুব।

মিহির। (হাততালি দিয়ে) বাহাবা! খুব লিখেছে তো ছোকরা! দেখি দেখি তোর চোখ দুটো। এমন কবিতার বদলে তুই কী দিলি মঞ্জু? মৃণাল ভুজে কণ্ঠ বেষ্টন করে পরিপূর্ণ একটি—

মঞ্জু। (পালাতে পালাতে) সেই পচা পুরোনো ভালপার রসিকতা। (চলে গেল)

বনমালী। আহা রাগ করে চলে গেলেন, দেখুনতো।

মিহির। আরে দূর। তুমিও যেমন। শঙ্কর ওর চোখের ওপর কবিতা লিখে দিয়েছে, সেটা দেখাবার প্রয়োজন ছিল। এখন দেখান হয়ে গেছে, সুতরাং পালাল।

(শঙ্কর ঘরের ভেতরে এসে পড়ল)

শঙ্কর। মঞ্জুদেবী এ ঘরে আছেন শুনলাম—

মিহির। আরে, শঙ্কর বাবু! এস, এস। অতীতে মঞ্জু ছিল এ ঘরে, বর্ত্তমানে নেই, তবে ভবিষ্যতে আসতে পারে। ততক্ষন তার দাদার সঙ্গে দুটো কথা বলে নাও বরং।

শঙ্কর। আমি না হয় ওপরে গিয়ে দেখে আসি একবার।

মিহির। কোন প্রয়োজন নেই। তোমাকে খুঁজে বের করবে সে, তুমি তার পেছনে ছুটতে যাবে কেন? আচ্ছা, তুমি বস, বনমালীকে পাঠাচ্ছি আমি। বনমালী!

বনমালী। আমি এখুনি যাচ্ছি দাদাবাবু। (চলে গেল।)

মিহির। তারপর শঙ্কর বাবু, তুমি যে মঞ্জুর সঙ্গে এত মিশছ, উজ্জ্বলা রাগ করবে নাতো?

শঙ্কর। আজ তার কাছে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

মিহির। ফুরিয়েছে? (উঠে দাঁড়িয়ে) শঙ্কর! তুমি পুরুষ না? (ঘরে পায়চারি করে) এতদিন ধরে সে যে তোমায় চরকির মত তার পেছনে পেছনে ঘোরালো, তার সমস্ত প্রয়োজন মেটাল তোমায় দিয়ে, তার শেষ কথা হবে এইটাই? তার ওপর তোমার দাবী তুমি বিনা প্রতিবাদে ছেড়ে দেবে?

শঙ্কর। সে যদি আজ আপনাকে চায়, আমার কী বলবার থাকতে পারে বলুন?

মিহির। কিছুই বলবার নেই? সে যদি অবুঝের মত আত্মহত্যা করতে চায়, তুমি তাকে সেই পথে এগিয়ে দেবে? এই তোমার মনুষ্যত্ব? আমি ভেবেছিলাম, এ বাড়িতে তুমি অন্ততঃ মানুষ, উজ্জ্বলাকে এই দুর্ঘটনার হাত থেকে তুমিই বাঁচাতে পারবে।

শঙ্কর। (অভিভূত হয়ে) কী করতে বলেন আপনি আমায়?

মিহির। কী করতে বলি না বল? ওঠো, জাগো, চোখ মেলে দেখ, তোমার বাল্য সহচরী, যৌবনের লীলা সঙ্গীনী একজন বর্ব্বরের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে চলেছে। বাধা দাও তুমি, নিজের প্রতি তার মন ফিরিয়ে নাও। জয় করে নাও তাকে আবার।

শঙ্কর। কিন্তু মঞ্জু দেবী?

মিহির। চুলোয় যাক মঞ্জু দেবী। কতটুকু চেন তুমি তাকে? যাকে সারাজীবন ধরে বুঝেছ, চিনেছ, তাকেই হারাতে বসেছ আজ, আর দু-দণ্ডের আলাপে একজনকে পেয়ে যাবে, এ আশা যদি করে থাক, তবে বলব তুমি একটি হাঁদা রাম। মঞ্জুর জীবনে তুমিই প্রথম পুরুষ নও। তোমায় একটু নাচিয়ে সে যে তার সখ মিটিয়ে নিচ্ছে না, তারই বা কী প্রমাণ আছে?

শঙ্কর। সে আমি কখনই বিশ্বাস করবো না। তাঁর সাবলিলতা, সাম্রাজ্ঞীর মত দৃপ্তভঙ্গী—

মিহির। আরও আছে ভায়া। কখনো মনে হবে স্বর্গের অপ্সরী, কখনো গন্ধর্ব্বলোকের কিন্নরী, কখনো মর্ত্তের ফিল্মষ্টার—, চোখ উঠলে এই সাদা আলোতে লোকে সাতরঙা রামধনু ছাখে। প্রকৃতির চাবুকে দিশেহারা হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছ, বুঝতে তো পারছ না প্রকৃতির শয়তানীটা। শঙ্করবাবু! তুমি কবি, সুন্দরের উপাসক। তোমায় সংস্কৃতি সম্মিলনীর ছেলে মেয়েরা তোমাকে নতুন যুগের প্রধান অতিথি বলে মনে করে। তুমিও এমন সাধারণ হয়ে যাবে?

শঙ্কর। আমার অনুভূতি, আমার সৌন্দর্য্য বোধ, কখনই সাধারণ নয়।

মিহির। আমিও তো তাই বলি। পৃথিবীর সামনে তোমায় আদর্শ রেখে যেতে হবে। উজ্জলা তোমায় বিশ্বাস করে না, পুরোপুরি তার মনে হয় সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত যথেষ্ট জোর তোমার নেই। তার সেই ভুল ভেঙ্গে দিতে হবে, তার হাত ধরে দাঁড়াতে হবে সমাজের চোখ-রাঙানির সামনে। তবেই না বলব তুমি কবি, আধুনিক, তুমি নতুন যুগ-স্রষ্টা। বর্ত্তমান তোমায় ঘৃণা করবে, সরিয়ে দিতে চাইবে তোমায় সামনে থেকে। কিন্তু ভবিষ্যতের বুক উজ্জ্বল করে থাকবে তুমি।

শঙ্কর। কিন্তু উজ্জলা যে আমার পিসতুত বোন।

মিহির। সেতো একশোবার। কিন্তু বিয়ে করবার পর সেতো আর পিসতুত বোন থাকছে না।

শঙ্কর। বাবা আর পিসিমা শুনলে ঠিক পাগল হয়ে যাবেন।

মিহির। কে বললে তোমায়? এর আগে তো এমন ঘটনা ঘটেনি, যে নজির দেখাবে। আমার কথা যদি বিশ্বাস করো, তবে শুনে রাখ, দুটোদিন, চারটেদিন, একটা মাস, চারটে মাস, বড জোর একটা বছর এই নিয়ে সমাজে একটু হৈ চৈ উঠবে, তোমাব বাবা কিংবা পিসিমা লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবেন না। কিন্তু তারপর দেখবে ওরকম ঘটনা যথেষ্ট ঘটছে, ওতে আব কেউ আশ্চর্য্য হয না।

শঙ্কর। উজ্জ্বলার কী সাহস হবে?

মিহির। তার সাহসে কী এসে যায়? সে তো সাহস পাবে তোমার কাছ থেকেই। মেয়েদেব তুমি এই চিনলে এতদিনে? সর্ব্ব-রকমে তারা পুরুষের মুখাপেক্ষি, তা জাননা? যাক চুপ করো, রাণী আসছে দেখছি। এই যে এস রাণী, তোমাদের কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ। ( রাণী প্রবেশ কবল )

রাণী। ঝি চাকরদের সম্বন্ধে আলোচনা আপনাদের কাছে মুখরোচক বইকি।

মিহির। উঃ রাণী, একটু আগে তোমার সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হয়ে গেল তার পরেও তুমি আমার সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ কর? ভেবেছিলাম তুমি হয়ত উজ্জ্বলাদের থেকে বিভিন্ন।

রাণী। আমায় মাপ করুন মিহিরদা একটা কথা বলে ফেলেছি।

মিহির। বেশ, তাহলে গান শুনিয়ে দাও আমাদের একটা।

রাণী। আমার গান কী আপনাদের ভাল লাগবে? রবিঠাকুরের গান তো আমি জানিনে।

মিহির। রবিঠাকুরের গান ছাড়া আর গান নেই নাকি? তাছাড়া তোমাদের কচি মুখে ওসব ঠাকুর দেবতাদের গান মানায় না। তুমি একটা বেশ আধুনিক গান ধর দেখি।

রাণী। খারাপ লাগলে কিন্তু কিছু বলতে পারবেন না। (আস্তে আস্তে গান ধরল।)

রাণী।

—গান—

গান শুনে মোর প্রাণ কাঁদে সই
মান করে তাই যাই চলে।
বুক দিয়ে আজ দুখ্ ঢেকে রই
সুখ কভুনা পাই বলে।
চোখ ভেসে যায় অশ্রু প্রলাপে
কাঁটা ছেয়ে রয় প্রাণের গোলাপে;
মন খুলে আজ কোন কথা কই
শোন সখী সব যাই বলে।
বল সখী তুই ছল করে আজ
জল ঢেকে যূই কোন আঁখির?
শিষ শুনে ভাই বিষ হল সাজ
মিশ্-কালো ওই বন পাখীর।
চাঁদ শুধু হায় ফাঁদ পেতে রয়,
মিথ্যা আশার স্বপনের বয়,
বেশ খুলি মোর শেষ হ'ল কাজ
রেশ টুক্ তার যাই দলে

মিহির। (সোৎসাহে হাততালি দিয়ে) বাঃ বাঃ, সুন্দর গান, সুন্দর গলা। নাঃ, তোমায় যতই দেখছি, যতই শুনছি, ততই যেন লোভ বেড়ে যাচ্ছে।

রাণী। (কাছে এসে মিহিরের হাতটা ধরে) আপনি খুসি হয়েছেন, এই আমার যথেষ্ট।

(উজ্জ্বলা ঘরে এসে এই সব দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল।)

উজ্জ্বলা। (কঠিন স্বরে) রাণী! কাজ ফেলে রেখে এসে আড্ডা মারা হচ্ছে এখানে? (রাণী অসহায় চোখে মিহিরের দিকে তাকাল।)

মিহির। উপায় নেই রাণী, এখনও তুমি এ বাড়িতে কাজ করছ।

(চোখে আঁচল দিয়ে রাণী চলে গেল।)

উজ্জ্বলা। শঙ্কর, একবার দয়া করে পাশের ঘরে যাবে? মিহিরবাবুর সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা ছিল।

(শঙ্কর মুখ নিচু করে উঠে যাচ্ছিল, বাধা দিল মিহির।)

মিহির। শঙ্কর! উজ্জ্বলার একটা কথায় তুমি চলে যাচ্ছ? কী তবে শেখালাম এতক্ষণ ধরে?

শঙ্কর। আমাকে মাপ করবেন মিহিরবাবু, উজ্জ্বলার অবহেলা সহ্য করার মত ক্ষমতা নেই আমার। আমারও আত্মসম্মান বলে একটা বস্তু আছে।

মিহির। আত্মসম্মান? ওইএকটা পচা পুরোনো কনভেনসনের জন্যে তুমি জীবনের মহত্তম কাজে অবহেলা করতে চাইছ? কেন তুমি শঙ্করকে এঘর থেকে সরিয়ে দিতে চাইছ উজ্জ্বলা?

উজ্জ্বলা। কথাগুলো সম্পূর্ণ গোপনীয়।

মিহির। এতদিনতো শঙ্করের কাছে তোমার কিছু গোপন করার ছিল বলে জানতাম না।

উজ্জ্বলা। সব কথাই কী আপনাকে জানাতে হবে?

মিহির। তাহলে শুধু শঙ্কর নয়, আমার কাছেও তোমার অনেক জিনিষ গোপন থাকবে। এবং ভবিষ্যতে যত পুরুষই আসুন না কেন

তোমার জীবনে, সবার কাছেই কিছু না কিছু গোপন থেকে যাবে। স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে মুনি-ঋষিদের ধারণাগুলো নেহাৎ মিথ্যে ছিল না দেখছি।

(বনমালীকে হাত ধরে টানতে টানতে মঞ্জু ঘরে এল।)

মঞ্জু। কী ব্যাপার শঙ্কর দা? হঠাৎ এত জরুরী তলব যে?

বনমালী। যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়,
ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে,
সে কি আজ দিল ধরা, গন্ধে ভরা
বসন্তের এই সঙ্গীতে?

মিহির। শঙ্কর। একদিকে তোমার কর্ত্তব্যের আহ্বান, আর একদিকে এই সর্ব্বনাশের ইসারা। বল কোনটা বেছে নেবে?

মঞ্জু। কী অলুক্ষনে কথা বল দাদা? চাষার বিদ্যে শিখতে আমেরিকা ঘুরে এসে মনে কোরো না মস্ত পণ্ডিত হয়ে গেছ তুমি।

মিহির। এখন শঙ্কর হয়ত আমার কথা বুঝতে পারবে না। কিন্তু বিয়ে করবার পর হাড়ে হাড়ে টের পাবে আমার কথাটা কতখানি খাঁটি।

মঞ্জু। তুমি থাম তো। ধর যদি আমার বিয়ে হয়, তুমি ভাবছ, আমি স্বামীর উপার্জ্জনে ভাগ বসিয়ে স্বামীর হাত ধরে রঙ মেখে রাস্তায় বেড়াব আর সিনেমায় ঢুকব? আমার স্বামী সমস্ত দিন পরিশ্রম করে সন্ধ্যায় আসবে ঘরে। সেবা যত্ন করে তার ক্লান্তি দেব মুছিয়ে—হাসিতে গানে তার মুখে ফুটিয়ে তুলব হাসি। সুশৃঙ্খলে রাখব আমাদের সংসার। আমাদের ছেলে পুলে হবে, তাদের মানুষ করব, লেখাপড়া শেখাব আমি নিজে। শেখাব তাদের ভদ্র ব্যবহার, অভ্যেস করাব স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয় নীতিগুলি। একাধারে আমি হব স্বামীর অবসরের সঙ্গী, তার সংসারের গৃহিণী, তার ছেলে মেয়ের মা, ধাত্রী, শিক্ষয়িত্রী। সে তুলনায় স্বামীর কাছে কতটুকু আশা করতে পারি বল দেখি?

মিহির। স্বামী বস্তুটি যে আসলে তোমাদের কাছে কী, সেটা সবাই জানে খুকু। স্বামী হচ্ছে স্ত্রীর ব্যাঙ্ক, পুলিশ, ছেলে মেয়েদের শাসন করার, লেখাপড়া শেখাবার প্রাইভেট টিউটর; তার যে রূপ নেই তারই স্তাবক; বাজার করা ফরমাস খাটার বিশ্বস্ত চাকর, এবং গঞ্জনা সহ্য করবার অধম সেবক। সত্যি কি না বল্?

মঞ্জু। তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারি না। শঙ্কর দা, আসুন আমরা চলে যাই এঘর থেকে। বকুক দাদা উজ্জ্বলাদির সঙ্গে যত খুসি।
(শঙ্করের হাত ধরে টেনে নিয়ে চল্‌ল।)

মিহির। শঙ্কর! শেষকালে আমাকে ডুবিয়ে যেতে চাও? বনমালী, মাসিমা আমাকে ডাকছেন, না?

মঞ্জু। (খানিক চিন্তা করে) ও মাই গুডনেস্। বুঝেছি। চলে আসুন শঙ্করদা, এস বনমালীদা আমরা এ ঘর থেকে যাই। উজ্জ্বলাদি, দাদাকে একটু শিক্ষা দিয়ে দিওতো।
(বনমালী ও শঙ্করকে দুহাতে ধরে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। উজ্জ্বলা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে দাঁড়াল।)

মিহির। ও কি? দরজাটা বন্ধ করলে কেন?

উজ্জ্বলা। (চোখে বাঁকা হাসির ঝিলিক টেনে) ভয় হচ্ছে?

মিহির। নিশ্চয়ই। এ, মানে, আমি ভীতু নই, এ কথা বলেছি কখনো?

উজ্জ্বলা। ভয় নেই, আপনার অসম্মতি থাকলে গায়ে হাত দেবোনা আপনার।

মিহির। বেশতো, তাহলে আর দরজা বন্ধ করে লাভ কী? ওটা খুলেই দাও, প্লিজ।

উজ্জ্বলা। আমার কথাগুলো কারো সাক্ষাতে বলা চলে না।

মিহির। সে কথা কারও অসাক্ষাতে আমার শোনা চলে কী?

উজ্জ্বলা। উপায় নেই। শেষ হলে চলে যাবেন, বাধা দেবো না।

মিহির। তোমার বাড়িতে যখন রয়েছি, তখন জুলুম সইতেই হবে। বেশ, শুরু করে দাও, কে কখন আবার এসে পড়বে বলা যায় না তো। হয়ত মিথ্যে দুর্নাম সহ্য করতে হবে।

। মিথ্যে কেন? আমার জন্যে যদি দুর্নাম সহ্য করতে হয়, সেটা কী অগৌরবের হবে?

মিহির। নিজের সম্বন্ধে তোমার দেখছি খুব উঁচু ধারণা!

কেন হবে না? একুশ বছর ধরে তিলে তিলে যে মাধুর্য্য সঞ্চয় করেছি দেহে মনে, সে শুধু আপনার উপহাসেই মিথ্যে হয়ে যাবে?

মিহির। স্বীকার করে নিলাম। কিন্তু তার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই, এইটুকু জানাতে চাই। বহু ভাল ছেলে তোমার একটু কৃপা দৃষ্টি পেলে ধন্য হয়ে যাবে। তাদের বঞ্চিত করে এই উলুবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ কি উজ্জ্বলা?

না। আমার লাভ ক্ষতির হিসেব নাই বা করলেন। আপনার আকর্ষণের কিছু কি নেই আমার মধ্যে?

মিহির। যদি রাগ না করতো বলি, কি করে তোমায় অসাধারণ কিছু ভাবি বল? আর সাধারণের উপর লোভ করতে যাব, এ তুমিও নিশ্চয়ই চাও না। দেহের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে তোমাতে রাণীতে বিশেষ তফাৎ কই? তফাৎ যেটুকু তা কেবল রুচি অনুসারে দেহ সাজানর পার্থক্য। বিরাট কল্পনাশক্তি, কিংবা অসাধারণ মনের জোর, কোনটারই পরিচয় পাইনি তোমার কাছ থেকে। তাছাড়া স্নেহ, দয়া, মায়া, প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদি বহু বিজ্ঞাপিত কতকগুলো ধোঁওয়াটে জিনিষ যা আশা করতে পারি, সেতো ষাট টাকা মাইনের কেরাণীর শ্যামবর্ণা সেজ

মেয়েটার কাছেও তুল ভ হবে না। তোমায় বিয়ে করে যে সমাজে একটা মহাসম্মানিত উঁচু আসন লাভ করব, সে কথাও মিথ্যে। সুতরাং আব কী আকর্ষণ থাকতে পারে বলে দাও।

উজ্জ্বলা। ( কপট ক্রোধের ভঙ্গীতে ) কিছু নেই আমাব। কিন্তু আপনিই বা কী অসাধারণ শুনি ?

মিহির। আত্ম প্রচারের অভ্যেস আমাব আছে, বিশেষতঃ এসব ক্ষেত্রে আত্ম-প্রচার শাস্ত্র সম্মত। আমাব কথা বলতে পারি এইটুকু, আমি ভবিষ্যতে বিশ্বাসী। আমার স্বচ্ছদৃষ্টি অনাগত দিনেব পানে মেলে দিয়েছি, আব নিজেকে প্রাণপণে সেই অনাগত বিধাতার যোগ্য পূজাবী করে তুলতে চেষ্টা করছি। তোমাদের কল্পনা বর্ত্তমানেব বাঁধা সীমানা পেরিয়ে যেতে পথ হারিয়ে ফেলে, তাই অত্যন্ত তফাৎ তোমাব সঙ্গে আমাব। শুধু তোমার সঙ্গে কেন, বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে।

উজ্জ্বলা। ( হেসে ) আপনাব সেই ভবিষ্যতেব সমাজের রূপটি কেমন ? বুঝিয়ে দিলে বুঝতে পারব, না কথার জালে আরও গুলিয়ে যাবে ?

মিহির। উপহাস করে যাও উজ্জ্বলা, সে বরং সহ্য হবে। সত্যি সত্যি আর সে দিনের কথা জানতে চেওনা। সেদিন তোমাদেব মঙ্গল ডেকে আনবে না। মিথ্যে শিউবে উঠবে সে কথা কল্পনা করে।

উজ্জ্বলা। সেদিন যদি আমাদের অমঙ্গল সূচনাই করে, তবে সে কথা কল্পনা করে মিথ্যে স্বস্তি ঘুচিয়ে লাভ কী ?

মিহির। তাইতো বলছি, আমার আশা ছেড়ে দাও উজ্জ্বলা। আমি ভবিষ্যতে বেঁচে থাকতে চাই, তাই আগে থেকে সেই দিনেব মানুষ হবার জন্যে প্রাণপণ করেছি। আমি সুখ চাইনে, স্বস্তি চাইনে, চাই বেঁচে থাকতে, প্রচণ্ড পরিপূর্ণ ভাবে।

উজ্জ্বলা। ( কাছে এসে গাঢ় স্বরে ) আমায় তুমি শিখিয়ে নিতে পারবে না, আমিও সুখের আশা করব না, আমিও চাইব বেঁচে থাকতে ভবিষ্যতে, তোমার সঙ্গে তোমার যোগ্য সঙ্গিনী হয়ে। আমাকে তুমি নাও।

মিহির। ( হো হো করে হেসে ) পাগল হয়েছ ? তোমাদের চিনতে বাকি নেই উজ্জ্বলা। তোমার ওই সামান্য উচ্ছ্বাসে গলে গিয়ে যদি শেকলটা একবার পায়ে জড়িয়ে নিই, তারপর কি আর রক্ষে থাকবে ভেবেছ ? তখন কোথায় থাক্‌বে ভবিষ্যত, কোথায় থাক্‌বে কল্পনা ; তোমার ওই দুখানা হাতেই আমার জীবন মৃত্যু হবে নির্দ্ধারিত। তোমাদের ওই ফ্যাশানেবল সমাজের একজন মেম্বার বাড়বে, তাছাড়া আর কিছু না।

উজ্জ্বলা। তাহ্‌লে বলব তোমার নিজের উপর বিশ্বাস নেই।

মিহির। বলতে পার, কিন্তু ভুল বলবে। কারণ পৃথিবীতে এক নিজেকে ছাড়া আর কাকেও বিশ্বাস করিনে আমি। আত্মবিশ্বাস শিথিল নয় আমার, কিন্তু ভয় করি তোমাদের—পুরুষের দুর্ব্বল মূহুর্ত্ত ঘনিয়ে আসে তোমাদের শয়তানিতে। যুগে যুগে তোমরা ধ্যান ভঙ্গ করেছ পুরুষের। তাই এমন মেয়ে চাই সঙ্গিনী রূপে, যে আকর্ষণ করবে না—রূপ ঐশ্বর্য্য বিত্ত-বিভব দিয়ে। আর সে মেয়ে তো তুমি নও উজ্জ্বলা। (দরজার কাছে গিয়ে সেটি খুলে দিয়ে দাঁড়াল।)

উজ্জ্বলা। এ তোমার অন্যায় অভিযোগ। কতটুকু জান তুমি মেয়েদের ? এমন কোন অবস্থা নেই, বা আসতে পারে না, যার সঙ্গে মেয়েরা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারবে না। আমি দেবনা তোমায় শুধু ওই ছলে সরে যেতে। দূরে থেকে শুধু আকর্ষণ করবে এ হতে দেবো না।

মিহির। (নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে) দোহাই তোমার উজ্জ্বলা, দয়া কর। তোমার ভার বইবার মত ক্ষমতা আমার নেই।

উজ্জ্বলা। (মিহিরের কণ্ঠ প্রায় বেষ্টন করে) কোন দয়া নেই তোমার ওপর।

(সুলোচনা এসে পড়লেন)

সুলোচনা। মিহির! এ ঘরে এস বাবা—এ কী! (তাড়াতাড়ি ফিরে পালালেন)

মিহির। (উজ্জ্বলা লজ্জা পেয়ে ছেড়ে দিতেই) এই যে যাই মাসীমা। (পালাতে পালাতে) এস উজ্জ্বলা। (দরজার কাছে দাঁড়িয়ে) তোমাদের কেন বিশ্বাস করিনে দেখেছ তো?

(মিহির চলে গেল ঘর ছেড়ে। অপমানে অভিমানে রাঙা মুখে দাঁড়িয়ে রইল উজ্জ্বলা। তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সেও গেল ঘর ছেড়ে। )

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক

"খ"

[ লাইব্রেরিতে বসে ছিলেন ডাক্তারবাবু ও সুলোচনা দেবী। আধুনিক ডিজাইনের অনেকগুলি বই ভর্ত্তি আলমারী, কৌচ, রকিং চেয়ার ও গোটা তিনেক টেবিল আছে ঘরটিতে। একটি টেবিলে একজন আগন্তুক বসে আছেন। বয়স মিহিরের মতই, —অভাবগ্রস্ত চেহারা, জামার পিঠে একটা তালি চোখে পড়ে। চোখের দৃষ্টি শানিত উজ্জ্বল। আর একটি টেবিলে বসে আছেন ডাক্তার ও সুলোচনা দেবী। মিহির ঘরে এল।]

মিহির। (আগন্তুককে লক্ষ করে) আরে অজিত বাবু যে, কী খবর?

অজিত। কী খবর জানতে চাও?

মিহির। ওকালতি কর বলে আমাকেও জেরা করবে নাকি? তোমা-দের সংসারের খবর কী তাই বল?

অজিত। সত্যি সত্যি আমাদের সংসারের খবর জানতে চাও, না এও তোমার অন্যতম রসিকতা?

মিহির। না:— আদালত তোমাদের অমানুষ করে তুলল দেখছি। আমি স্বনামধন্য মিহির চাটুয্যে, আমাকেও অবিশ্বাস করছ?

অজিত। জানতো মধ্যবিত্ত আমরা। নিজেদের পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিনে। সংসারের খবর জানতে চাও—সেতো শুনতে ভাল লাগবে না।

মিহির। কুন্ঠিত হবার কোন কারণ নেই। বড়লোক হলেও [illegible] তোমার বাল্য বন্ধু, সেটা স্বীকার কর তো? সত্যি, তোমাদের সংসার কেমন চলছে?

অজিত। শতকরা নিরানব্বইটা মধ্যবিত্তের সংসার যেমন চলে। বাবা বাতে শয্যাশায়ী। ভাঙ্গা তক্তাপোষের ওপর ময়লা বিছানায় শুয়ে দিন রাত কাতরাচ্ছেন আর অভিশাপ দিচ্ছেন তোমাদের। এত কাল তোমাদের সেবা করেও স্বাচ্ছন্দ্য জুটলোনা তাঁর কপালে। মা তার পোড়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিচ্ছেন দিন রাত। ভাই তিনটির, একটি বেকার, একটি পশ্চিমে কী একটা চাকরী নিয়ে চলে গেছে সংসার থেকে পালিয়ে. তৃতীয়টি কলেজে পড়ে আর বড় বড় কথা বলে। বোন দুটির কথা না বলাই ভাল, আর আমার অবস্থা চোখেই দেখতে পাচ্ছ।

মিহির। তাহলে বাবাকে বিশ্রাম দিয়ে নিজেই কাঁধে নিয়েছ সংসারের জোয়াল ?

অজিত। উপায় কী ? জানি আমাদের সংসারে—কাজ না করে, আয় না বাড়িয়ে, শুধু বসে খাওয়ার অধিকার তার নেই। বুড়ো হয়েছেন বলে পার পাবেন না তিনি। কারণ তাহলে বুড়ো মানুষ খুন করলে বা চুরি ডাকাতি করলে সাজা না হওয়ার কথা। ছেলে, মেয়ে, সংসার—এ সব দায়িত্ব পরের কাঁধে চাপিয়ে তিনি অতীতের চর্ব্বিত চর্ব্বণ করবেন এ আমরা সহ্য করতে পারি না। তাই সংসার বলতে আমরা বুঝি, অভাব—অভিযোগ, অশান্তি—অসুখ। শুনতে চাও সে কথা ?

মিহির। একদিক দিয়ে তবু তো তোমরা ভাল আছ, দলে তোমরা বেশী। আমাদের অশান্তিটা কল্পনা করেছ একবারও ? ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞেস্ কর, সব সময় কী ভয়ে ভয়ে আমরা আছি। তোমাদের মত সব অভাবগ্রস্তরা অকস্মাৎ যদি দল বেঁধে আমাদের ওপর চড়াও হয়, সে ভাবনায় ঘুম নেই আমাদের চোখে।

অজিত। অভাবগ্রস্তদের শায়েস্তা করবার মত যথেষ্ট ক্ষমতা নেই তোমাদের, এ কথা বিশ্বাস করতে বল ?

মিহির। আমাদের ক্ষমতার চেয়ে তোমাদের শক্তি যে বেশী হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন।

সুলোচনা। মিহির! এখন আমরা সেই জমিটা সম্বন্ধে কথা বলব। অজিত কোর্ট কামাই করে এসে বসে রয়েছে।

ডাক্তার। হ্যাঁ। তোমাদের ওসব বাজে তর্ক ছেড়ে কাজের কথায় আসা যাক এবার।

অজিত। এই যে, উজ্জ্বলা দেবী এলেই হয়। মুখুজ্যে মশাইয়ের উইলটা আপনারা সকলে জানেন নিশ্চই। তবু আমি একবার আপনাদের সেটা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিই। স্বর্গীয় মুখুজ্যে মশাই ও মিহিরের যুক্ত বিবৃতিতে দেখছি, কল্যানপুরের যে পাঁচশো বিঘে জমি সমান বখরায় দুজনে কিনেছিলেন, সেই জমিটায় কোন কিছু করতে গেলে, একত্র ভাবে, দুজনে একমত হয়ে করছি বলে ষ্ট্যাম্পড্ কাগজে সই করে তবেই করা যাবে। দুজনের মতের মিল না হলে সে ক্ষমতা চলে যাবে ট্রাষ্টির হাতে। মুখুজ্যে মশাই মারা যাওয়ার পর তাঁর উত্তরাধিকারীণী উজ্জ্বলা দেবীর হাতে জমিটার অর্দ্ধেক মালিকানা স্বত্ব এসেছে। এখন মিহির ও উজ্জ্বলা দেবীর ওপরে নির্ভর করছে, তাঁরা একমত হয়ে এ জমিটার কোন ব্যবস্থা করবেন, না ট্রাষ্টির হাতে সে ক্ষমতা দেবেন।

ডাক্তার। মুখুজ্যে দেখছি বেশ বুদ্ধিমানের মত কাজ করে গেছে।

মিহির। একটু ভুল হ'ল ডাক্তার বাবু। মাসীমা হয়ত জানেন, মুখুজ্যে মশাই এ জমিটার ভার সম্পূর্ণ আমার ওপর দিতে চেয়েছিলেন। এই যে ট্রাষ্টির ব্যবস্থা দেখছেন, এটা সম্পূর্ণ মিহির চাটুয্যের কীর্ত্তি। অজিত, ট্রাষ্টির সর্ত্তগুলো বলে দাও এঁকে।

অজিত। এই যে বলছি। ট্রাষ্টির নমিনিও ঠিক করে রেখেছেন এঁরা। সব সমেত পাঁচ জন থাকবেন ট্রাষ্টিতে। তার মধ্যে মিহির, মুখুজ্যে মশাই অথবা তাঁর অবর্ত্তমানে উজ্জ্বলা দেবী এবং সুলোচনা দেবী, এই তিন জন। এ ছাড়া একজন উকিল ও একজন ডাক্তার থাকবেন। মুখুজ্যে মশাই ও মিহির আমার বাবাকেই উকিল হিসেবে এ ট্রাষ্টির মেম্বার করে নেবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন এক সময়। বাবার অনুপস্থিতিতে আমাকে সে অধিকার দিতে সম্ভবতঃ আপত্তি থাকবে না কারো।

সুলোচনা। তোমার বাবা বহুদিন আমাদের কাজ কর্ম্ম করেছেন— সেই হিসেবেই উনি তোমার বাবাকে ট্রাষ্টির মেম্বার করতে চেয়ে ছিলেন। তোমরা আজ কালকার ছেলে, এই সমস্ত ঝঞ্ঝাটে—

অজিত। এটা আমার প্রতি অবিচার হবে সুলোচনা দেবী। সকালে আপনাদের এখানে না আসতে পারার যে কৈফিয়ৎ দিয়েছি, তাতে আপনার অবিশ্বাস করা উচিত নয় আমাকে।

মিহির। তোমার চিন্তা করার কারণ নেই অজিত। মাসীমা তোমার আবেদন নামঞ্জুর করতে পারেন কী? তুমি ফী-টার কথা শুনিয়ে দাও।

অজিত। দলিলে লেখা রয়েছে, জমিটার উপস্বত্বের অর্দ্ধেক অংশ বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দের ও রিজার্ভ ফাণ্ডের জন্যে রাখা হবে। বাকি অর্দ্ধেক অংশ পাঁচটি সমান ভাগে ভাগ হয়ে পাঁচ জনের ফী নির্দ্দিষ্ট হবে।

মিহির। জমিটার উপস্বত্বের ওপর আমার কিংবা উজ্জ্বলার যে পরিমাণ অধিকার থাকবে, ট্রাষ্টির অপরাপর মেম্বারদের তার থেকে কিছু

কম থাকবে না। অজিতকে ট্রাষ্টি হিসেবে নিতে যদি মাসীমার আপত্তি না থাকে, তাহলে পঞ্চম ব্যক্তি অর্থাৎ একজন ডাক্তার যিনি আমাদের ট্রাষ্টির মেম্বার হবেন, সে পদের জন্য আমি ডাক্তার বাবুর নাম প্রস্তাব করছি। মাসীমা কী বলেন ?

সুলোচনা। তোমার কথায় আমার আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু এ সবতো উজ্জ্বলার ও তোমার মতের মিল না হলে তবে। সারা জীবন তোমাদের একসঙ্গে কাটাতে হবে যখন, তখন এই ব্যাপারে মতের অমিল হবে কেন বুঝতে পারছি না।

মিহির। (হেসে) সারাজীবন উজ্জ্বলার সঙ্গে একত্রে কাটাতে পারব, এত আশা আমি করিনে মাসীমা। আপনি যে ইঙ্গিত করছেন তার উত্তরে শুধু এইটুকু বলতে পারি, আমরা এক সমাজের মানুষ হয়েও পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন প্রকৃতির। আমার মতামত মেনে নেওয়া উজ্জ্বলার পক্ষে সম্ভব হবে না। যাই হোক, সেটা ভবিষ্যতের কথা, এখন আপাতঃ সমস্যাটার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। আমরা এই পাঁচজনই অফিসিয়ালি ট্রাষ্টি হিসেবে গণ্য হব। সুতরাং পাকাপোক্তভাবে রেজিষ্ট্রেশনের আগে ইন-ফরমাল আলোচনায় বোধ হয় কারো আপত্তি থাকবে না।

ডাঃ। আমাকে তোমরা ডাক্তার হিসেবে ট্রাষ্টির মেম্বার মনোনিত করলে কিন্তু আমার সম্মতি নেওয়ার প্রয়োজন আছে নাকি ?

সুলোচনা। তোমার আবার অসম্মতি থাকতে যাবে কেন দাদা ? মিহির জানে তুমি ওদের শুভাকাঙ্খী, সুতরাং তোমার নাম প্রস্তাব করেছে।

ডাঃ। কিন্তু আমার প্ল্যানটাতো ওর পছন্দ নয়।

মিহির। বেশতো, আমার প্ল্যানটাও আপনি পছন্দ করবেন না। ট্রাষ্টি হিসেবে আপনার নিজস্ব মত ব্যক্ত কববার অধিকার রয়েছে।

অজিত। ডাক্তার বাবুর কলোনী তৈরী করার প্ল্যানটা আমি দেখেছি। ওটা আসলে আমার এবং ডাক্তার বাবুর দুজনের মাথা থেকে বার করা। তোমার যদি সেটা অপছন্দ হয়, তোমার নিজের প্ল্যানটা দেখাও আমাদের। (উজ্জ্বলা একটু আগেই ঘরে এসেছিল। শেষের কথাগুলো তার কানে গেল)

উজ্জ্বলা। আমাদের প্ল্যানটা বাতিল হয়ে গেলে তবেই উনি নিজের প্ল্যান দেখাবেন।

মিহির। (একটু হেসে) অনেকটা ওই রকম ইচ্ছেই ছিল আমার। তবে সকলে যদি চান, তবে আগেই আমার প্ল্যান দেখাতে আমি বাধ্য। শুধু একটা কথা বলে রাখি, মুখুজ্যে মশাই মারা না গেলে এই প্ল্যান অনুসারেই ব্যবস্থা করা হত জমিটার।

অজিত। আজ যখন তিনি নেই, এবং যখন তোমরা জমিটার ভার আইন অনুসারে ট্রাষ্টির ওপর ছেড়ে দিতে বাধ্য, তখন ওই রকম একটা দুর্ব্বল যুক্তি দেখিয়ে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা ঠিক হবে না তোমার।

সুলোচনা। এ তোমার ভুল কথা অজিত। শুধু ভুল কথা নয় অন্যায় কথা আমি জানি, কল্যাণপুরের ওই পাঁচশো বিঘে জমিকে কী চোখে তিনি দেখতেন। টাকার অভাব ছিল না তাঁর; টাকা দিয়ে অন্য জায়গায় বহু হাজার বিঘে জমি তিনি কিনতে পারতেন। কিন্তু তিনি বলতেন মিহির তাঁর চোখ খুলিয়ে দিয়েছে, চিনিয়েছে কল্যাণপুরের জমি। মিহিরও তাছাড়া ওরকম দু'পাঁচ হাজার বিঘে জমি অনায়াসেই কিনতে পারত একা। পরস্পরের প্রতি যে বিশ্বাস নিয়ে, যে সৌহার্দ্দ নিয়ে ওঁরা কাজে নামতে যাচ্ছিলেন, তাকে আমল না দিতে চাইলে আমার পক্ষে অন্ততঃ মহা অপরাধ হবে।

মিহির। এ আপনার অন্যায় যুক্তি মাসীমা। ট্রাষ্টির মেম্বারদের প্রত্যেকের ব্যাক্তিগত মতামত ব্যক্ত করবার স্বাধীনতা থাকবে, এইটাই তো উচিত হবে, নয় কি? আপনি আমায় স্নেহ করেন বলেই—

উজ্জ্বলা। (কথা কেড়ে নিয়ে) স্নেহের কোন কথা নয়। বাবা যাঁকে বিশ্বাস ক'রে আমেরিকা পাঠিয়ে, শিখিয়ে পড়িয়ে জমিটার ভার সম্পূর্ণরূপে দিতে চেয়েছিলেন তাঁকে আমরাও বিশ্বাস করতে পারি। অন্ততঃ না করলে বাবার ইচ্ছেকে অপমান করা হয়।

মিহির। ভ্যাখো উজ্জ্বলা, শান্তিনিকেতনে কিছু দিন ছিলে বলে মনে করো না মস্ত পণ্ডিত হয়ে গেছ। তোমার বাবাকে তুমি যত খুসি শ্রদ্ধা কর, আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে আমায় যদি ছোট করতে চাও, তা কখন ক্ষমা কোরব না বলে দিলাম।

ডাক্তার। হঠাৎ ব্যাপারটা কী হল মিহির? কিছু বুঝতে পারছি নাতো।

মিহির। (উজ্জ্বলাকে) আমেরিকা পাঠিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে জমির ভার দিতে চেয়েছিলেন ইত্যাদি কথাগুলো আসে কী করে? যে টাকাটা আমরা এ জমিটায় ইনভেষ্ট করব ঠিক করেছিলাম তার বখরাও ঠিক সমান ভাগে দিতে হয়েছিল আমাদের। সেই টাকার অংশ নিয়েই আমার আমেরিকা যাওয়া সম্ভবপর হয়েছে। বাকি টাকা আমার একাউণ্টে ব্যাঙ্কে জমা আছে। অফিসিয়ালি ট্রাষ্টির রেজিষ্ট্রেশন হয়ে গেলে তার হিসেব দাখিল করব আমি।

উজ্জ্বলা। আমি বলতে চাইছিলাম বাবা যাঁকে অত বিশ্বাস করে জমির ভার দিতে চেয়েছিলেন—

মিহির। তাঁর ও অভিসন্ধির পেছনে কী ছিল তার কিছু জান তুমি? যদি বলি তাঁর মতলব ছিল এই, যে জমিটার অর্দ্ধেক অংশ যখন

আমার, তখন বেঘোরে নষ্ট হতে দেব না সেটা নিশ্চয়ই। আর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে নিজের কোলে যে ঝোল টানব তারও উপায় থাকবে না। অর্থাৎ পরিশ্রমের ভাগটা সম্পূর্ণ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে উপস্বত্বের অর্দ্ধেক তিনি ভোগ করবেন,—তখন কী বলবে তুমি?

সুলোচনা। মিহির! বাবা তিনি তোমায় অত্যন্ত ভালবাসতেন।

মিহির। তারই সুবিধে নিয়ে তিনি জোর করে এ ভার আমার কাঁধে চাপাতে পেরেছিলেন। আপনাকেও তিনি কম ভালবাসতেন না। এত ভালবাসতেন যে পাছে সন্তান ধারণে আপনার কষ্ট হয়, তাই একটি ছেলে আপনাকে দিতে কুণ্ঠায় তিনি মারা গেলেন। কিন্তু উজ্জ্বলার বিয়ে হয়ে যাবার পর বিধবা অবস্থায় কে আপনাকে দেখবে সে চিন্তা তিনি করেছিলেন কী?

উজ্জ্বলা। (চিৎকার করে) মিহির বাবু!

মিহির। ব্যস্ত হয়োনা, তোমার কথাও হচ্ছে। তোমাকেও তিনি খুব ভালবাসতেন—তাই কুড়ি বছর বয়েস পর্যান্ত বিয়ে না দিয়ে নিজের কাছে রেখেছিলেন। এখন যৌবনের ভাঁটার টানে নোঙর করবার জায়গা খুঁজতে ঘাট আঘাট বাছবার তর সহ্য হচ্ছে না।

উজ্জ্বলা। (প্রায় কেঁদে ফেলে) আমি থাকতে পারব না মা এখানে। (উঠতে উদ্যত হল)।

মিহির। (ধমক দিয়ে) বস চুপ করে। বড় বড় কথা বলে বাহাদুরী নেবার সময় মনে ছিল না অনেক সত্যি কথা শুনতে হবে?

সুলোচনা। মিহির! একটু ঠাণ্ডা হও বাবা।

অজিত। শুধু কথা কাটাকাটি করে লাভ হবে কী? আজকের মধ্যেই ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হয়ে গেলেই ভাল হত। ডাক্তার বাবু কী বলেন?

ডাক্তার। আমি আর কী বলব। উজ্জ্বলাকে জিজ্ঞাসা কর বরং।

উজ্জ্বলা। আমায় একটু সময় দিন আপনারা।

মিহির। (হেসে) একটু সময় নিয়ে তুমি কি বেশী বুঝে ফেলবে আশা কর?

উজ্জ্বলা। (ডাক্তার বাবুকে) আমার কথা হচ্ছে, বাবা চেয়েছিলেন মিহির বাবুর ওপর সমস্ত ভার দিতে, আমিও সেই কথা বলব। উনি যে প্ল্যানেই কাজ করতে চান না কেন, আমার কোন আপত্তি নেই।

মিহির। একটু আগেই বলছিলে, তোমার নিজস্ব কোন মতামত নেই। অবশ্য একুশ বছর পূর্ণ হয়েছে তোমার।

উজ্জ্বলা। একুশ বছর বয়েস হয়েছে বলেই বাবার ইচ্ছে অনিচ্ছেকে আমল না দিয়ে নিজের মতকে প্রাধান্য দেব, এতটা স্বাধীন হইনি এখনও।

মিহির। কিন্তু ধর, অতবড় সম্পত্তিটা আমি খেয়াল খুসি মত উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলাম—তখন কী করবে?

উজ্জ্বলা। জানিনা। তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারি না আমি। (সকলে আশ্চর্য্য হয়ে গেল।) তোমার জিনিষ তুমি উড়িয়ে পুড়িয়ে দেবে তাতে আমার কী?

মিহির। আমার জিনিষ সত্যি কথাই। তবে সবটা নয়, অর্দ্ধেকটা।

উজ্জ্বলা। কানাকে চোখ মেলে দেখতে বলবার মত বিড়ম্বনা শুধু মেয়েদেরই হয়। এই চিঠিখানা পড়ে দেখ। (ব্লাউজের ভিতর থেকে চিঠি বার করল।) এ চিঠিটা বাবা মারা যাওয়ার কিছু দিন আগে আমেরিকার ঠিকানায় তোমায় লিখেছিলেন। তুমি তখন জাহাজে উঠেছ ফিরে আসবার জন্যে। চিঠিটা ফিরে এল তিনি মারা যাওয়ার পরে। পড়ে ছাখ চিঠিখানা। (এগিয়ে দিল টেবিলে)

মিহির। (নির্লিপ্ত হয়ে) পুরোনো চিঠি পড়বার মত মেয়েলি কৌতূহল আমার নেই।

সুলোচনা। আমি বলছি কী আছে ও চিঠিতে। ওঁর ইচ্ছে ছিল, এই বাড়িটা আর লাখ দুই টাকার সেভিংস সার্টিফিকেট আমার নামে রেখে বাকি সমস্ত তোমায় দিয়ে যাবেন। ওঁর বিশ্বাস ছিল আমেরিকা থেকে এসে তুমি উজ্জ্বলাকে বিয়ে করবে।

মিহির। আমরা কী পঞ্চাশ বছর আগের যুগে বাস করছি বলতে চান? পাঁচ জনের ইচ্ছেয় আত্মহত্যা করা পর্যন্ত চলে, বিয়ে করা চলে না।

অজিত। এ তোমার অন্যায় কথা মিহির। উনি তোমায় ভালবাসেন, সেটা ভুলে যেওনা।

মিহির। বেশতো বাসুননা যত খুসি। কিন্তু উনি ভালবাসেন বলে ওঁকে বিয়ে করতে হবে, এ যে ভালবাসার ওপর অন্যায় জুলুম। যাই হোক—এ সমস্ত বাজে আলোচনায় সময় নষ্ট করার মানে হয় না কোনো। আমার প্ল্যানটা আপনাদের দেখাতে আমি প্রস্তুত। দেখান হয়ে গেলে তারপর যা ঠিক করা উচিত তাই করা যাবে সকলে মিলে। (চেঁচিয়ে) তিনকড়ি। তিনকড়ি। (তিনকড়ি ঘরে এল)

তিনকড়ি। ডাকছিলেন মিহির বাবু?

মিহির। হ্যাঁ। কল্যানপুর কৃষি-উন্নয়ণ পরিকল্পনাটা নিয়ে এসো তো। (তিনকড়ি চলে গেল) আজ পাঁচ বছর ধরে এই পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি। ছুটেছি দূর আমেরিকায় কৃষিবিদ্যা শিখে আসতে হাতে কলমে। (তিনকড়ি সেই ম্যাপটি নিয়ে এল) এই যে দাও আমাকে, আর তুমি এই চেয়ারটায় বস তিনকড়ি, তোমাকে দরকার হবে।

সুলোচনা। ছিঃ ছিঃ মিহির, চাকর বাকরের সঙ্গে এতটা মেশামেশি আমি পছন্দ করি না বলে দিচ্ছি।

মিহির। চাকর বাকর কে? তিনকড়ি বনেদি চাষা, আমি তো ওর কাছে শিক্ষানবিশী করতে যাচ্ছি। তাছাড়া ও আমাদের কৃষি-বিদ্যালয়ের রেক্টারের কাজও করবে। সে জন্যে মাইনে দেওয়া হবে ওকে তিনশ'টাকা। আমাদের সঙ্গে ওর চেয়ারে বসবার অধিকার নেই বলতে চান?

সুলোচনা। কী যে পাগলামি কর তোমরা বুঝি না।

মিহির। নদীর স্রোতকে বেঁকে যেতে দেখেছেন মাসীমা? সেও নদীর পাগলামী, কিন্তু সে পাগলামী বন্ধ করবার মত বৈজ্ঞানিক আজও জন্মায়নি পৃথিবীতে।

তিনকড়ি। (চেয়ারে বসে) আপনি কাজের কথা আরম্ভ করতে পারেন। আমায় যখন পরামর্শ দিতে হবে, তখন আপনারা বসে থাকবেন আর আমি থাকবো দাঁড়িয়ে, এ তো হতে পারে না। কাজেই আপনাদের আপত্তি থাকলেও আমাকে বসতে হবে বইকি।

মিহির। (ম্যাপটা খুলে) এই হচ্ছে কল্যানপুর কৃষি-পরিকল্পনা। উজ্জ্বলা! সকালে তোমায় বলছিলাম না, যদি জমিটা গিয়ে একবার দেখে আস, আশ্চর্য্য হয়ে যাবে ওর উর্বরতা দেখে। সমস্ত জায়গাটি জুড়ে একটি নিবিড় বন তৈরী হয়েছে—আর কী তেজ সেই গাছ পালার। দু'পাশ দিয়ে খাল বয়ে গেছে, তার থেকে ছোট ছোট নালা কেটে সেচের বন্দোবস্ত করা যায় যদি, তবে সে যা জমি হবে, আমার মনে হয় উর্বরতার প্রতিযোগিতায় সারা ভারতবর্ষে ওর কাছে কোন জমি দাঁড়াতে পারবে না। মাটি আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। নতুন ধরনের ফসল ফলানোর পরীক্ষায়, শস্যের

উৎকর্ষতা বাড়ানোর পক্ষে ও হবে আদর্শ জমি। আমেরিকার কৃষিবিদরা অমন জমি পেলে ধন্য মনে করত নিজেদের। আবহমান কাল থেকে চাষ-বাসের ওপর নির্ভর করে রয়েছে দেশের কোটি কোটি মানুষ--অথচ উন্নত প্রণালীতে চাষ করে দেখবেনা, মেনে চলবে অন্ধের মত সেই গতানুগতিকতা। আমেরিকায় দেখেছি যুদ্ধ ও বিলাসের পেছনে ওরা যে পরিমাণ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি নিযুক্ত করেছে, ঠিক সেই পরিমাণ বুদ্ধি নিযুক্ত করেছে চাষ-বাসের পেছনে। আমাদের দেশে লেখাপড়া জানা পুলিশ, পেয়াদা, ড্রাইভার, কণ্ডাকটার, মজুর, শ্রমিক এমন কি ভিখিরি পর্য্যন্ত দেখতে পাই। কিন্তু লেখাপড়া জানা কাউকে লাঙ্গল ঠেলতে দেখলাম না। কম দুঃখের কথা এটা? অথচ পশ্চিম বাংলার তিন কোটি লোক সংখ্যার প্রায় এক কোটির কাছাকাছি লোক লেখাপড়া জানে।

তিনকড়ি। লাঙ্গল ধরা যাদের ব্যবসা, তাদের লেখাপড়া শেখায় বাধা দিয়েছেন আপনারাই, কারণ তা'হলেই তারা নিজেদের পাওনা গণ্ডা বুঝে নিতে শিখবে।

মিহির। কিন্তু সময়ের স্রোতের মুখে বাঁধ দিতে পারবে কে? আজ না বুঝতে শিখুক, কাল তারা নিজেদের পাওনা গণ্ডা বুঝে নিতে আসবে, তখন ঠেকাবে কী দিয়ে? যাদের আমরা অবহেলা করে এসেছি, যাদের দিকে ফিরেও তাকাইনি, তারা যদি অন্যের প্ররোচনায় ভুলপথে এগিয়ে যায়, সে দায়িত্বও কি আমাদের নয়? দেশের জনসাধারণের সম্মিলীত প্রতিবাদে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে পর্য্যন্ত এ দেশ থেকে চলে যেতে হ'ল। কাল যে এই সব ভূমী-হীন বুভুক্ষু চাষি-মজুরের সম্মিলীত হুমকিতে আমাদের সরে যেতে হবে না, তা কে বলতে পারে?

ডাক্তার। দেখ মিহির, এ সব ব্যাপার নিয়ে আমাদের মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আমাদের মনোনিত ব্যক্তিরাই আজ রাষ্ট্রের কর্ণধার। তাঁরা এ বিষয়ে যা ভাল বোঝেন তাই করেন। এখন জমিটায় কী ভাবে চাষ করবে, তার লাভালাভের কথা বলতে চাও, তো শুনতে রাজি আছি।

তিনকড়ি। দেখুন খাঁটি কথা আপনারা বুঝতে চান না, অথবা বুঝতে পারেন না। মিহিরবাবুর পরিকল্পনা দেখেছি আমরা দুজনে খুঁটি নাটি বিচার করে। এ কথা বলা যেতে পারে, পাঁচ বছর পরে বেশ মোটা টাকাই উঠে আসবে জমি থেকে।

মিহির। তাছাড়া নতুন নতুন পরীক্ষায় আমরা এই দেশের মাটির উপযোগী নানা প্রকারের নতুন শস্য তৈরী করব। যার খরচ হবে অল্প, অথচ ফসল হবে বেশী।

অজিত। তাহলে তেমাদের উদ্দেশ্য হ'ল আমেরিকার থিয়োরী অনুযায়ি জমিটা চাষ করা।

মিহির। অনেকটা তাই। এ ছাড়া আরও ইচ্ছে আছে একটি স্কুল খোলার। সাধারণ লেখা পড়া শেখাব সঙ্গে সঙ্গে যেখানে চাষার ছেলেরা সত্যিকারের চাষ করা কাকে বলে তাই শিখবে। তোমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদেরও ভর্তি করা যেতে পারে সে স্কুলে। হীনমন্যতা, যা আমাদের চাষিদের জন্মগত মালিন্য, তাকে সাফ করে পরের জেনারেশনের চাষিরা যাতে নতুন আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে, সেইটেই হবে আমাদের আদর্শ। আমাদের সেই স্কুলের অধ্যক্ষের পদের যোগ্যতা সব চেয়ে বেশী আছে তিনকড়ির। এক সময়ে সে চাষা ছিল, এবং এখনও সে নিজেকে চাষা বলে পরিচয় দিতে সে কুণ্ঠিত নয়। সুতরাং আমাদের প্ল্যান শুধু অলস চিন্তার বিলাসিতা নয়, তা বুঝতে পারছ?

উজ্জ্বলা। বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আগেই তো বলেছিলাম, বাবার নির্দ্দেশকে উপেক্ষা করবার মত স্বাধীন হইনি আমি। অজিতবাবু, আপনার কগজ পত্র বার করুন, কোথায় কী সই করতে হবে করে দিই।

অজিত। তাহলে ট্রাষ্টির হাতে এ ক্ষমতা দিতে চান না আপনি?

উজ্জ্বলা। (একটু চড়া গলায়) বললামতো না।

মিহির। কিন্তু এই ট্রাষ্টির মেম্বারশিপের ওপর অজিতের কতটা নির্ভর করছিল তা ভেবে দেখলে না উজ্জ্বলা? তবু যাই হোক একটা ডেফিনিট ইনকাম সে আশা করছিল।

উজ্জ্বলা। অনেকেই ওরকম অনেক আশা করে থাকে। তাহলে সকলের আশাই পূরণ করা উচিত। সেটা কী পছন্দ হবে তোমার?

(বনমালী ও শঙ্করকে দুহাতে ধরে মঞ্জু ঘরে এল লাফাতে লাফাতে)

মঞ্জু। উঃ কথা আর শেষ হতে চায় না আপনাদের। হ্যাল্লো, অজিতদা। খবর কী আপনার? আপনার বাবা কেমন আছেন?

অজিত। আমাদের খবর তো তোমার অজানা নয়। বাবা সেই রকমই আছেন।

মঞ্জু। বললাম একটা বড়লোকের মেয়ে ঢেঁয়ে পটিয়ে বিয়ে করে ফেলুন, তা নয় সেই একঘেয়ে নেই নেই আর হায় হায়। কী করে যে দিন কাটান আপনারা।

সুলোচনা। মঞ্জু! মা, আমরা এখন কাজের কথা কইছি।

মঞ্জু। আপনাদের কাজের কথায় আমার কোন অংশ নেই মনে করবেন কেন? জমিটা ট্রাষ্টির হাতে গেলে (শঙ্করকে দেখিয়ে) ওর বাবাও একজন ট্রাষ্টির মেম্বার হবেন। তার মানে ভবিষ্যতে আমরাও ট্রাষ্টি হব। (শঙ্করকে) সে কথা বলনা বাপু।

ডাঃ। (প্রচণ্ড গলায়) না। শঙ্করেব সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই তোমার।

মঞ্জু। (অভিমানে) নেই বইকি। জিগেস করে দেখুন না আপনাব ছেলেকে, মার মত নেওয়া হয়ে গেছে আমাদের। এখুনি ফোন করেছিলাম মার কাছে।

ডাঃ। উঃ মিহির, কী মেয়েই তৈরী করেছেন তোমার বাবা।

মঞ্জু। (কাছে এসে) কেন বাবা? আমি আপনার খুব ভালো মেয়ে হব দেখবেন। আমি ছাড়া আপনাব মাথায় হাত বুলোবে কে শুনি? কে আপনার পাকা চুল তুলে দেবে? এই বয়সে ঝি চাকরেব সেবায় মন উঠবে আপনার? খেটে খুটে এলে ইলেকট্রিক ফ্যান বন্ধ করে দিয়ে হাত পাখার বাতাস কে করবে আমি ছাড়া? কে বলবে, বাবা বেলা হয়ে যাচ্ছে চান করবেন চলুন? চান করা হয়ে গেলে শুকনো কাপড় জামা নিয়ে কে এসে দাঁড়াবে বাথ-রুমের দরজায়? আমার ওপর রাগ করতে পারেন বাবা? নিজের হাতে নিম-বেগুন আর সজনে ডাঁটার চচ্চড়ি রেঁধে কে আপনাকে খাওয়াবে শুনি? বলুন না আমি না হলে কে করবে এসব?

শঙ্কর। (ব্যস্ত ও অপ্রস্তুত হয়ে) মঞ্জু মঞ্জু দোহাই তোমার—

মঞ্জু। (সকলের বিস্ফারিত মুখের দিকে এক বার চেয়ে নিয়ে) বলুন না বাবা, এই যে আপনার শবীরটা ভেঙ্গে যাচ্ছে—কে দ্যাখে বলুনতো? আপনাকে এত পরিশ্রম করতে দেবনা আমি—সে কথা বলে দিলাম।

ডাঃ। থাক মা, আমার কথা আর চিন্তা করতে হবে না।

মঞ্জু। তাহলে এই যে ঝি চাকরের সেবায় আপনার দিন কাটছে, কাউকে আদর করবার নেই, কারো ভালবাসা পাওয়া নেই—এই করেই কাটবে আপনার জীবনটা? আর ওদিকে আপনার ছেলে মনের দুঃখে লেকের জলে ডুবে মরুক? এই আপনি চান?

সুলোচনা। বালাই ষাট—

ডাক্তার। তুমি থাম দিকি মা।

মিহির। ডাক্তার বাবুর কাছে চালাকি খাটবে না মঞ্জু।

মঞ্জু। আঃ দাদা, (কান্নার সুরে) আমার মা নেই কিনা তাই সবাই মিলে অমন করছ।

ডাক্তার। (বিপদে পড়ে) তা কাঁদবার কী আছে এতে?

মঞ্জু। (ডাক্তারের কোলে মুখ গুঁজে কোমরটা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে) ও—মা—আঁ—আঁ—আঁ। মা গো।

শঙ্কর। (দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এসে) উঠে এস মঞ্জু—ওঁদের হৃদয় নেই। বাবা যদি নিষ্ঠুর হন, দরকার নেই, দরকার নেই ওঁর সম্মতির।

মঞ্জু। (কাঁদতে কাঁদতে মুখ তুলে)—না—আঁহ্—আঁহ্। বাবার কাছে আমি মেয়ের মত। উনি আমায় বকুন যাই করুন, তুমি সরে যাও এখন। বাবার শরীর ভাল না, আমি রাগ করে চলে যেতে পারি কখনো?

ডাক্তার। আচ্ছা, আচ্ছা, ওঠো মা এখন।

মঞ্জু। (উঠে দুহাত দিয়ে দুটো চোখ মুছে) আসুন বাবা— (ডাক্তার বাবুর হাত ধরে) চলুন আমরা চলে যাই এখান থেকে। চা খাবার সময় হ'ল আপনার। আমি নিজে হাতে আজ চা করে দোব আপনাকে।

ডাক্তার। টানাটানি কোরো না মা।

মঞ্জু। (ডাক্তার বাবুর মুখে হাত চাপা দিয়ে) থাক বাবা, এঁদের সামনে কিছু বলবেন না, আস্কারা পেয়ে যাবে এরা। (ডাক্তারকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে যেতে) বয়ে গেছে এদের এখানে থাকতে। (শঙ্কর ও ডাক্তারকে ধরে নিয়ে চলল। )

সুলোচনা। মঞ্জু, মা, সন্ধের আগেই ফিরো কিন্তু। দাদা ভুলে যেও না।

মঞ্জু। ভুলবোনা মাসীমা। (তিনজনে চলে গেল।)

তিনকড়ি। হ্যাঁ, ক্ষমতা আছে মঞ্জুদিদির।

মিহির। এ উয়োম্যানস্ পারপাস্।

অজিত। তাহলে এখন আর আমার কোন প্রয়োজন নেই নিশ্চই।

সুলোচনা। তুমি কিন্তু সন্ধে-বেলা আসতে ভুলোনা অজিত।

উজ্জ্বলা। সই টই যা করবার এখন করলে হত না?

অজিত। ডাক্তার বাবুর সাক্ষ্য দরকার হবে। সে তো এখন হতে পারে না। আমি না হয় সন্ধে-বেলায়ও কাগজ পত্র নিয়ে আসব। (কাগজ পত্র গুছিয়ে নিয়ে সে উঠল যাবার জন্তে।)

সুলোচনা। বেলা হয়ে যাচ্ছে। চল তিনকড়ি হলটা সাজান দরকার। বনমালী একলা সব পেরে উঠবে না। এস বনমালী। (অজিত তিনকড়ি ও সুলোচনা চলে গেলেন।)

বনমালী। দিদি আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের এ কথাটা যেন ভুলে যেও না,

কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া
লোহার শিকল ডোর।

এ কথা বলার জোর যেন থাকে—প্রাণের বাঁধন দিয়েছি প্রাণেতে দেখি কে খুলিতে পারে। (চলে যাচ্ছিল)

মিহির। বনমালী! আমার কথাটা বলে গেলে না?

বনমালী। (ফিরে দাঁড়িয়ে) রাণীকে ডেকে দিচ্ছি দাদাবাবু। (চলে গেল ঘর ছেড়ে)

উজ্জ্বলা। ভাই বোনে তোমরা ভেঙে চুরে দেবে এই মতলব তোমাদের। কিন্তু আমিও সাধারণ মেয়ে নই—এ কথাটা জানিয়ে দিলাম।

মিহির। (হো হো করে হেসে) কেন, তুমি চোখ পাকিয়ে আমার সামনে দাঁড়াতে পারছ বলে? সাধারণ মেয়ের থেকে প্রভেদটা অকস্মাৎ কোনখানে আবিষ্কার করলে? তোমার মাথার ওই রেশমের মত চুল, ওই পাতলা দুটি ঠোঁট, বুকের ওই উদ্ধত ঐশ্বর্য্য—আর বর্ণনা করে কাজ নেই, কী বল? এ ছাড়া আর কী সম্পদ আছে তোমার উজ্জ্বলা দেবী? এগুলো তোমার অসাধারণ কিছু বলে মনে করো নাকি? মনে রেখ শ্রীমতী, বড় জোর বছর দশেক, তারপর তোমার এই সম্পত্তি পরিষ্কার তামাদি হয়ে যাবে। এই তুচ্ছ জিনিষের এত মূল্য দিওনা, বুঝলে?

উজ্জ্বলা। তোমাকে উপদেশ দিতে হবে না। শুনে রাখ, রাণী তোমার সঙ্গে কলকাতা যাবে না। ঝিয়ের মেয়ের সঙ্গে কেলেঙ্কারী না করলেও চলবে।

মিহির। মনিবের মেয়ের সঙ্গে কেলেঙ্কারী করতে বাধা নেই তাহলে? আর কত নিচে নামতে পার তোমরা শুনে নিই।

উজ্জ্বলা। যত নিচেই নামতে হোক—তোমাকে আমি ছাড়বো না মনে রেখ।

মিহির। বাহাবা, নাটক জমে উঠেছে দেখি। দাঁড়াও, তাহলে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই—তখন তোমায় রঙীন, আরও রঙীন লাগবে। (পকেট থেকে একটা চ্যাপ্টা শিশি বার করল।)

উজ্জ্বলা। (শিউরে উঠে) ওই ন্যাষ্টি ওয়েতে ড্রিঙ্ক করবে? উঃ— ভাল্গার হতে কিছুই বাকি নেই দেখছি।

মিহির। একলা খাবনা সখী। তোমাকেও ভাগ দোব বই কি। বলত তোমার মাকেও ডেকে নিয়ে আসি। (শিশিটার ছিপি খুলতে উদ্যত হ'ল। রাণী এল ঘরে।)

উজ্জ্বলা। (এক ঝটকায় শিশিটা কেড়ে নিয়ে) ইতর, জানোয়ার, মাতাল, লম্পট। (শিশিটা ছুঁড়ে মারল। মিহির কাৎ হয়ে এড়িয়ে গেল। শিশিটা দেওয়ালে লেগে ভেঙে গেল। )

রাণী। (চিৎকার করে) ওমা, কী হবে গো। (মিহির পালিয়ে গেল) দেখি দেখি কিসের শিশি। (আনন্দে) ওমা, এ যে কোটির সেণ্ট! (হাতে নিয়ে) উঃ--- পাঁয়ষট্টি টাকা দাম? দিদিমণি! ভেঙে ফেললে তবু আমায় দিলে না?

উজ্জ্বলা। (চমকে উঠে) কই দেখি? (রাণীর হাত থেকে ভাঙা শিশিটা নিয়ে গুম হয়ে রইল, তারপর ফেলে দিল শিশিটা। )

---

# তৃতীয় অঙ্ক

"ক"

[সন্ধ্যা সাতটা। বাইরের সেই বাগানটি শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় অপূর্ব্ব হয়ে উঠেছে। মাধবী কুঞ্জটি ফুলে ভরে গেছে, উজ্জ্বলা আপন মনে গোলাপের ঝাড়ের পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার কাছে রয়েছে রাণী। রাণীর গায়ে মোটামুটি ভাল কাপড় জামা। উজ্জ্বলার দেহে পাতলা দামী পোষাক। ফুল তুলছে তোড়া বাঁধবার জন্যে। তিনকড়ি গোটা চারেক চেয়ার ঘাড়ে করে শ্বেত পাথরের টেবিলটার কাছে এসে দাঁড়াল। ]

বনমালী। ও আমার চাঁদের আলো আজ ফাগুনের সন্ধ্যা কালে,
ধরা দিয়েছো যে আমায় পাতায় পাতায় ডালে ডালে।

তিনকড়ি। ধ্যাত্তোর চাঁদের আলো, থাম দিকি, এগুলো কোথা রাখি বল।

বনমালী। কবিতা বুঝি পছন্দ হয় না তোমার ?

তিনকড়ি। (ঝাঁঝিয়ে উঠে) ওরে আমার কবিয়াল রে। আমার ঘাড় ভেঙ্গে যাবার জোগাড়, আর উনি কাব্যি করছেন মনের আনন্দে।

উজ্জ্বলা। (তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে) এই যে, এই পাশে সাজিয়ে রাখ।

তিনকড়ি। এই চেয়ারটা ধরুন তাহলে একটু। অসুবিধে হচ্ছে নামাতে। (উজ্জ্বলা ধরতে গেল, বনমালী ছুটে এল। ততক্ষণে উজ্জ্বলার সহায়তায় নামিয়ে ফেলেছে তিনকড়ি। চেয়ারগুলো সাজিয়ে রাখতে রাখতে )

তিনকড়ি। (বনমালীকে) ফুলের কাছে গিয়ে কাব্যি করগে দাদা, এ পরিশ্রমের কাজ তো তোমায় দিয়ে হবে না।

রাণী। সবাইতো আর তোমার মত খুনে নয়। অত জোর নেই কারো গায়ে।

উজ্জ্বলা। সত্যি, বউকে খুন করতে গেলে কেন তিনকড়ি?

তিনকড়ি। চাষার ঘরে পটের বিবিটি সেজে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ালে কার না খুন করতে ইচ্ছে যায় বলুনতো?

রাণী। একবারই বরাত জোরে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছ মনে রেখ।

তিনকড়ি। ছাড়া পাব, এ আশায় তো খুন করিনি। বেয়াদবি দেখলে আবার ঠেঙিয়ে জেলে যেতে হবে বইকি। (মিহির পর্দা সরিয়ে বাগানে এল)

মিহির। উঁহু, সেটা ঠিক হবে না তিনকড়ি। একা একা তুমি আর কটা খুন করতে পারবে? যদিও খুন করতে পারাটাই এখনকার যুগে সভ্য হওয়ার লক্ষণ, ব্যবসাও বলতে পার। কোটী কোটী টাকা লুটে নিল কত দেশ খুন করার ব্যবসা ফেঁদে। পার তুমি দেশের সমস্ত মেয়েদের খুন করতে?

বনমালী। মেয়েদের দোষটা কী দাদাবাবু?

তিনকড়ি। তুমি থামতো হে। কী জান তুমি মেয়েদের? বলি, বিয়ে করেছো কখনো? তাহলে বুঝতে শুধু পুরুষের কাজে বাগড়া দিতে আছেন ওঁরা। দেখাতে পার একজনাকে, যে বউকে সুখী করে দশ জনের একজন হতে পেরেছে?

উজ্জ্বলা। তুমি তো অনেক বোঝ দেখছি। বলতে পার সে দোষটা কাদের? পুরুষদের না মেয়েদের?

তিনকড়ি। সম্পূর্ণ মেয়েদের। নিজেদের ছোট স্বার্থে অন্ধ হয়ে পুরুষের পায়ে শেকল হয়ে দাঁড়ায় তারা। রাগ করে, অভিমান করে, আরও নানা রকম ছলনায় পুরুষকে ভুলিয়ে তার সব কিছুই জলাঞ্জলি দিয়ে তাকে সাধারণ করে ছেড়ে দেয়। হাতীর কয়েৎ-বেল খাওয়ার গল্প শুনেছেন? মেয়েরা ঠিক তেমনি অন্তঃসারশূন্য করে ছেড়ে দেয় পুরুষদের।

উজ্জ্বলা। তাহলে, এই যে এত মেয়ে পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েছেন, স্বামীর সহযোগিতা করে স্বামীকে বিখ্যাত করে তুলেছেন, তাঁদের কী বলবে?

তিনকড়ি। তাঁরা হচ্ছেন ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রমটাতো আর নিয়ম নয়।

রাণী। তুমি আর বড় বড় কথা বোলো না। বউকে ঠেঙিয়ে আবার বাহাদুরী করা হচ্ছে। তিনশ' টাকা মাইনে পেলেই কেউ আর ভদ্রলোক হয় না।

তিনকড়ি। বটে? বিয়ে করেছে অথচ বউকে ঠেঙাতে ইচ্ছে হয়নি কখনো, দেখিওতো ঠাকরুণ তেমনি একজন ভদ্দর লোককে।

মিহির। রাণী! তুমি জান না, উজ্জ্বলা জানে আমাদের সমাজে আমরা বউকে হিরে, জহরৎ, মোটর কিনে দিই; বেড়াতে নিয়ে যাই দার্জ্জিলিং-সিমলা-কার্শিয়াং. বড় বড় পার্টিতে খানা খেতে যাই একসঙ্গে—প্রকাশ্যে আমাদের ভালবাসার গভীরতা মেপে পাওয়া যায় না। কিন্তু উজ্জ্বলাকে জিজ্ঞাসা করো, আমাদের সমাজের বহু মেয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা আছে ওর,—স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের সমাজের পুরুষেরা বহু সময় যে ধরণের ব্যবহার করে থাকেন, তার চেয়ে ঠ্যাঙান ঢের ভালো।

উজ্জ্বলা। দ্যাখ, যে সমাজের মানুষ তুমি, সেই সমাজকে গালাগালি দেওয়ার মত মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি হয় কেন তোমার?

মিহির। ভুল করলে উজ্জ্বলা। আমার সঙ্গতি তোমাদের সমাজের মানুষদের মত, কিন্তু আমার মনটা এখনকার কালের কোন সমাজের নয়। আমি ভবিষ্যতের শ্রেণীহীন সমাজে বিশ্বাসী। পাঁকাল মাছ পাঁক ঘাঁটে, কিন্তু তার গায়ে পাঁক লেগে থাকে না জানো তো? অর্থের মালিন্য আমিও ঠিক তেমনি করেই আমার চরিত্রে লাগতে দিইনি।

(সুলোচনা দেবী পর্দ্দা সরিয়ে বাইরে এলেন।)

সুলোচনা। রাণী! বনমালী! তিনকড়ি! এখন গল্প করতে থাকলে চলবে কী? কত কাজ পড়ে রয়েছে খেয়াল আছে কী?

উজ্জ্বলা। রাণী! বেনারসীর জন্য কাঁদছিলি না সকাল বেলায়? আয় তোকে বার করে দিইগে।

মিহির। হঠাৎ এমন দয়ালু হয়ে উঠলে যে?

উজ্জ্বলা। কারণটা না জানলেও চলবে আপনার। এস বনমালী।

(বনমালী, রাণী ও উজ্জ্বলা চলে গেল।)

সুলোচনা। তুমিও ভেতরে এসে বসনা মিহির।

মিহির। মাপ করুন মাসীমা। এই চাঁদের আলো, দখিনা হাওয়া, ফুলের গন্ধ, এ ছেড়ে ভেতরে যেতে বলেন?

সুলোচনা। তবে বস একটু বাইরে। আমি জলিকে পাঠিয়ে দিচ্ছিখন্।

(সুলোচনা চলে গেলেন)

মিহির। তিনকড়ি! কেমন লাগছে সমস্ত কিছু।

তিনকড়ি। মন্দ নয়। যাত্রারদলে রাজা সাজার মত।

মিহির। আর কিছু নয়? এই যে কেমন নিঃঝঞ্ঝাটে দিনের পর দিন এরা কাটাচ্ছে, বিলাস আর আরামের এতটুকু ফাঁক রাখছেনা জীবনে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দৈনিক দুমুটো অন্ন জোগাড় করতে হয়, সে কথা একবারও না চিন্তা করে, হেসে কবিতা আউড়ে সময় কাটাচ্ছে গভীর আলস্যে, এ দেখে হিংসে হয় না তোমার?

তিনকড়ি। না।—বরং কষ্ট হয় ভেবে যে ঐশ্বর্য্যটা নেশার মত এদের ভুলিয়ে রেখেছে সমস্ত কিছু। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার যে শ্রান্তি, এদের তা জানা নেই। মিহির বাবু! হাঁফ ধরে যাচ্ছে আমার এখানে।

মিহির। উপায় নেই তিনকড়ি। তোমার ছেলে নেই, বউ নেই, কোন আকর্ষণ নেই। সেই জন্যেই তোমার কাছ থেকে অনেক বেশী আশা করি। আমাদের দেশে এই ধরনের সংসার বহু আছে জানোতো? আর আছে বলেই পাড়াগাঁগুলো আজও হয়ে রইল ম্যালেরিয়ার ডিপো, দেশের মানুষগুলো আধমরা, আর সামান্য দু-একটা সহর ছাড়া বাকিটা জঙ্গল। দেশের রক্ত শুষে এরা সহরে এসে বসেছে। এখন আমাদের নিতে হবে সেই প্রতিশোধ। ভোলাতে হবে এদের ছেলেদের মেযেদের, হাত করতে হবে ব্যাঙ্কের পুঁজি, ঢালতে হবে এদেব শুষে নেওয়া টাকা গ্রামে গ্রামে। খুব বেশী কষ্টকব হবে বলে মনে করোনা তিনকড়ি। গোটা চার পাঁচ দৃষ্টান্ত খাড়া কবে দাও এদের সামনে, দেখবে সেইটেই ফ্যাসান হয়ে উঠবে এদের কাছে। ফ্যাসানের খাতিরে ফকির বনতেও রাজি এরা।

তিনকড়ি। কিন্তু আপনি তো উজ্জ্বলাকে বিয়ে করতে রাজি নন।

মিহির। উজ্জ্বলাকে বিয়ে কবলে আর পরিবর্ত্তণটা হল কোথায বল? উজ্জলাকে বিয়ে করে যদি আমাদের দুজনেব টাকায় গ্রামের উন্নতি কববাব চেষ্টা করি, লোকে শুধু আমাদের বাহাবাই দেবে, তার বেশী নয়। মানুষের মনে দুঃসাহস কবার লোভও আছে জেনো তিনকড়ি, সেই লোভ জাগিয়ে দিতে হবে এদের মনে— তাহলেই দেখবে কাজ হবে।

তিনকড়ি। এ বিষয়ে আপনি বেশী বোঝেন।

মিহির। এক সময় কতকগুলো লোক দুঃসাহস করে ক্রীশ্চান, ব্রাহ্ম হয়ে গিয়েছিল বলেই আজ হিন্দুধর্ম্ম এমন সুবিধেবাদীর ধর্ম্ম হয়েছে জানোতো? এখন তুমি যা খুসি তাই করেও হিন্দু থেকে যাবে। জাত আর কেউ কেড়ে নিতে পারে না। এদেরও তেমনি জাত মেরে জাত রাখবার চেষ্টা করতে হবে তিনকড়ি। দাঁড়াও, শঙ্কর উজ্জ্বলা আসছে এদিকে, তুমি ভেতরে চলে যাও তিনকড়ি।

তিনকড়ি। কেন? কী হল? আপনি যাবেন কোথায়?

মিহির। যা বলছি তাই করোতো। (ঠেলে তাকে ভেতরের দিকে পাঠিয়ে দিল। উজ্জ্বলা ও শঙ্কর পর্দা সরিয়ে বাগানে এল। মিহির তাড়াতাড়ি মাধবী কুঞ্জের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।)

উজ্জ্বলা। সেই পুরোনো দিনে কী কিছুতে ফিরে যেতে পারিনা শঙ্কর?

শঙ্কর। অতীতকে শ্রদ্ধা করা চলে উজ্জ্বলা, তাকে বর্ত্তমানের পিঠে সেঁটে দেওয়া যায় না। সাপ যে খোলোসটা ছেড়ে ফ্যালে, আর কী তার ভেতরে গিয়ে ঢুকতে পারে?

উজ্জ্বলা। কিন্তু জীবনে একটা দিনের ঘটনাই এমন পরিবর্ত্তণ এনে দেবে, একটা দিনই হবে জয়ী—আর এত দিনের সখ্যতা, বন্ধন সব হবে মিথ্যে, এ কিছুতেই হতে পারে না।

শঙ্কর। উপায় নেই উজ্জ্বলা। পরিবর্ত্তণ অবশ্যম্ভাবী।

উজ্জ্বলা। তুমি এড়িয়ে যাইতে চাইছ। আজ মঞ্জু এসে তোমার মাথা খেয়েছে চিবিয়ে, তাই তুমি পুরোনো সম্বন্ধ অস্বীকার করতে চাইছ।

শঙ্কর। তুমি ভুল বুঝছো উজ্জ্বলা। আগেও যেমন আমরা পরস্পর বন্ধু ছিলাম, এখনও তাই থাকব। আমাদের সে সম্বন্ধ কী জন্যে অস্বীকার করতে যাব?

উজ্জ্বলা। মেকি জিনিষের ওপর এতটুকু লোভ নেই জেনে রাখ। মনে যখন তোমার এত লোভ, এত ভয়, এত সংশয়, তখন আর কোন আশা আমি করি না।

শঙ্কর দ্যাখ উজ্জ্বলা, মেয়েদের স্বার্থত্যাগ আমি শ্রদ্ধার চোখেই দেখি। কিন্তু যেখানে অপরাধ আমার নয়; সেখানে আমি তোমার কথা শুনব না। ভুলে যেওনা তুমি যদি মিহির বাবুর পিছনে অমন জ্ঞান হারা হয়ে না ছুটতে, তবে আমারও সরে যাওয়ার প্রয়োজন হত না।

(মঞ্জু ও বমমালী বাগানে এল। বনমালী আবৃত্তি করছিল আর তালে তালে নাচছিল মঞ্জু।)

বনমালী। পূর্ণিমা সন্ধ্যায়, তোমার রজনীগন্ধায়,
রূপ সাগরের পারের পানে উদাসী মন ধায়।
তোমার প্রজাপতির পাখা,
আমার আকাশ চাওয়া মুগ্ধ চোখের
রঙিন স্বপন মাখা।
তোমার চাঁদের আলোয়,
মিলায় আমার দুঃখ সুখের
সকল অবসান।

(একটা ঘুর্ণি নাচ নেচে শেষ করল মঞ্জু, তারপর ঘুরে এসে শঙ্করের দুটো কাঁধে হাত রেখে দাঁড়াল। )

মঞ্জু। পাগল করা রাত। কী ভাল লাগছে আজ—চাঁদের আলোয় যেন বান ডেকেছে। ইচ্ছে হচ্ছে একটা ইংরেজি গান গাই—কিস্ মি, কিস্ মি অন মাই লিপস্, মাই স্যুইটহার্ট। (শঙ্করকে প্রায় বেষ্টন করে ধরতে গেল। অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ করে ঢলে পড়ল উজ্জ্বলা একটা চেয়ারে। বনমালী চিৎকার করে উঠল।)

বনমালী। কী হ'ল? কী হ'ল দিদিমণি?

শঙ্কর। (নাড়া দিয়ে) উজ্জ্বলা! উজ্জ্বলা!

উজ্জ্বলা। সরে যাও, আমায় ছুঁয়োনা শঙ্কর।

শঙ্কর। হঠাৎ তোমার কী হ'ল উজ্জ্বলা?

উজ্জ্বলা। লজ্জা করলো না তোমার এই বেহায়াপনা বরদাস্ত করতে?

মঞ্জু। বেহায়াপনা? আই সি! বনমালীদা! তুমি ভেতরে যাওতো, কিছু হয়নি উজ্জলাদির।

বনমালী। (মাথা চুলকে) কিন্তু, এসময়ে—

মঞ্জু। (তাড়া দিয়ে) বলছি তুমি যাও এখন। (বনমালি চলে গেল) কী মনে করেছ তুমি উজ্জ্বলাদি? মতলবটা তোমার কী শুনি? চিরটা কাল ও আইবুড়ো থেকে পিসতুত বোনের ধ্যান করে কাটাক, এই চাও তুমি?

উজ্জ্বলা। শঙ্কর। তুমি ওকে থামতে বল।

মঞ্জু। কেন থামব শুনি? পিসতুত বোনের সঙ্গে প্রেম করা অন্যায় নয়, আর আমাকে বিয়ে করাই ওর অন্যায় হবে, নয়? ঈশপের গল্পে সেই ঘোড়াব আস্তাবলের কুকুরটার গল্প শুনেছিলাম, এখন দেখছি সেটা নেহাৎ গল্প নয়।

উজ্জ্বলা। আমি কুকুর? শঙ্কর। তুমি শুনছ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? তুমি পুরুষ মানুষ। একটা অসচ্চরিত্র অসামাজিক মেয়ে আমায় অপমান করছে—

মঞ্জু। খবরদার বলছি উজ্জ্বলাদি, গাল দিওনা। তোমাদের সংস্কৃতি-সম্মিলনীর সব চরিত্রবতীকেই জানা আছে আমার।

শঙ্কর। মঞ্জু, উজ্জ্বলা, ছি, ছি, ছি, শেষকালে তোমরা একটা কেলেঙ্কারী বাধাবে দেখছি।

উজ্জ্বলা। (কান্নার স্বরে) বুঝতে পারছ কেমন মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছ?

মঞ্জু। খুব বুঝেছে। (শঙ্করেব হাত ধরে) চলে এস তুমি। এ সব মেয়ের কাছে বেশীক্ষণ থাকলে অসুখ ধরে যাবে।

শঙ্কর। ছেলেমানুষি কোরোনা উজ্জ্বলা। একটু সুস্থ হয়ে নাও বরং।

(বাইরের গেট খুলে অজিত এল।)

অজিত। আসতে পারি উজ্জ্বলা দেবী?

শঙ্কর। এইযে আসুন। (উজ্জ্বলাকে) স্থীর হও উজ্জ্বলা, অজিতবাবু আসছেন।

অজিত। অসময়ে এসে আপনাদের ডিস্টার্ব করলাম না তো ?

শঙ্কর। কিছুমাত্র না। আমাদের কাজ ছিল একটু। আপনি বসুন, এস মঞ্জু, ভেতরে যাই আমরা। (শঙ্কর ও মঞ্জু চলে গেল।)

অজিত। আপনার শরীরটা কি ভাল নেই উজ্জ্বলাদেবী ? একটু যেন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। (মিহির বেরিয়ে এল মাধবী কুঞ্জ ছেড়ে)

মিহির। উনি সম্প্রতি দ্বন্দে পরাস্ত হয়ে বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন।

( অজিত চমকে উঠল। উজ্জ্বলা সাদা হয়ে গেল ভয়ে।)

উজ্জ্বলা। তুমি কোথায় ছিলে ?

মিহির। তোমার মাধবী কুঞ্জের আড়ালে। বেশ গোপনীয় ব্যবস্থা করে রেখেছ দেখলাম।

উজ্জ্বলা। আড়ালে দাঁড়িয়ে পরের কথা শুনতে লজ্জা করলো না ?

মিহির। এ সব ব্যাপারে লজ্জা পাবার মত মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি আমার নেই। আর তাছাড়া পরের কথা কোথায় ? তুমি কি আমায় পর মনে কর ?

উজ্জ্বলা। অজিতবাবু, দয়া করে মাকে ডেকে নিয়ে আসবেন ? কাগজ পত্রগুলো কী সব সই টই করতে হবে—

অজিত। (উঠে দাঁড়িয়ে) নিশ্চয়ই, এখুনি যাচ্ছি আমি। (চলে গেল)

উজ্জ্বলা। (গাঢ় স্বরে) তোমাকে যে কী মনে করি সে কথা বলতে লজ্জা নেই আমার। তুমি আমার আপনের চেয়ে আপন, (মিহিরের হাত ধরে প্রায় পিষে ফেলে) তুমি আমার পরের চেয়ে পর। তোমায় ভয় করি, তোমায় শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, ঘৃণা করি। (গলা জড়িয়ে ধরে) তুমি আমায় কী করেছ ? (কান্নার স্বরে) আমায় তুমি নাও, একেবারে সম্পূর্ণভাবে, আমার দেহ মন গুঁড়িয়ে দাও তোমার নিস্পেষণে। আমি যে আর সহ্য করতে পারছিনে।

মিহির। (উজ্জ্বলার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে) কিন্তু শঙ্করকে ছাড়তে পারবে ?

উজ্জ্বলা। (মিহিরকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে) শঙ্কর আমার এতদিনের জীবন পূর্ণ করে আছে, ওকে আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। কিন্তু তোমার জন্যে আমি সব ছাড়তে রাজি আছি,—তুমি আমায় ভুলিয়ে দাও সমস্ত কিছু। তোমায় ছাড়া আর কাকেও যেন না চিন্তা করি— , (অজিত এল)

অজিত। সুলোচনা দেবী এক্ষুনি আসছেন।

মিহির। বেশতো, তুমি এসে বস অজিতবাবু। উজ্জ্বলা, আমার ফাউণ্টেন পেনটা নিয়ে আসবে দয়া করে ?

(উজ্জ্বলা বিস্মিত চোখে মিহিরের দিকে চেয়ে চলে গেল।)

অজিত। তাহলে ট্রাষ্টির হাতে জমিটা দেওয়ার সম্পর্কে—

মিহির। কোন চান্স নেই।

অজিত। (বিস্ময়ে, ক্ষোভে) সেকি ? আমি যে অনেক আশা করে আছি মিহির। বাবা অসুখে পড়ে থেকে অবধি সংসার যে কী করে চলছে, কী আর বোঝাই তোমাকে। উঃ বরাত, বরাত।

মিহির। হতাশ হয়োনা বন্ধু। সব দিকতো এখনো যায় নি তোমার। জানোতো, উজ্জ্বলা বহু লক্ষ টাকার মালিক। চেষ্টা করে ছাখনা যদি বাগাতে পার।

অজিত। কেমন করে ?

মিহির। ফুঃ, এই বুদ্ধি নিয়ে ওকালতি করলে কখনও পয়সা হয় ? প্রেম করে হে বোকা, এবং ভবিষ্যতে পাকাপোক্তভাবে বিয়ে করে। যেমন করে সমস্ত পুরুষ মানুষই বাগিয়ে থাকে।

অজিত। কিন্তু আমি যে গরীব মিহির। তাছাড়া সে তোমার বাকদত্তা।

মিহির। তবে উৎসন্নে যাও। জেনে রাখ অজিতবাবু, মেয়েদের-ভোলাতে পয়সার দরকারটাই সব চেয়ে বড় কথা নয়। পুরুষের আর যে যে গুণগুলো থাকা আবশ্যক, সেইগুলো থাকলেই চলে। আর তুমি জানই, উজ্জ্বলা আমার বাকদত্তা নয়।

অজিত। বেশ, তোমায় ধন্যবাদ মিহির। টাকার প্রয়োজন আমার অত্যন্ত। সুতরাং শেষ চেষ্টা আমাকে করতেই হবে। তোমার দিক থেকে কোন আপত্তি নেইতো?
(অকস্মাৎ বাইরের ফ্লাড্‌লাইট জ্বলে উঠল। চাঁদের আলোয় যে স্বপ্নময় পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো, একটা চাবুকে যেন তা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। সুলোচানা ও উজ্জ্বলা বাইরে এল।)

মিহির। আপত্তি? আপত্তি থাকতে যাবে কেন? উজ্জ্বলার সম্বন্ধে আমার মনোভাব তোমার অজানা নয়। আপত্তি থাকলে যদি পিছিয়ে যেতে চাও, তবে মধ্যবিত্ত মনে অত দুঃখের বিলাস জাগা উচিত নয় তোমাদের।

সুলোচনা। কিসের আপত্তি মিহির?

মিহির। উজ্জ্বলা যদি জমিটাকে ট্রাষ্টির হাতে না দিতে চায়, তাহলে অজিতের তো পাওনা হয় না কিছুই। তাই ভাবছি কল্যাণ-পুরের ফার্মের লিগ্যাল এডভাইসার করে দেওয়া যাক ওকে। পনেরদিন অন্তর কল্যাণপুরে গিয়ে ও দেখাশুনো করে আসবে। আর যখন মামলা তদ্বির টদ্বির করতে হবে, সে সময় সম্পূর্ণভাবে সে দায়িত্ব নিতে হবে ওকে। মাইনেটা একটু ভদ্রগোছের হলেই ভাল। সেই কথাতেই তো ওর আপত্তি। আপনি একটু বুঝিয়ে বলুনতো মাসীমা।

সুলোচনা। মিহিরতো ভাল কথাই বলেছে অজিত। তোমাদের সংসারের যে রকম অবস্থা বললে দুপুরে, তাতে কিছু সাহায্য করাই উচিত নয় কি আমাদের? হাজার হোক তোমার বাবা আমাদের কাজকর্ম্ম করেছেন বহুদিন।

মিহির। বলুনতো মাসীমা। ওই যে ডাক্তারবাবু আসছেন দেখছি।

(গেটখুলে ডাক্তারবাবু এলেন, হাতে একটি সুন্দর বাক্স)

সুলোচনা। এত দেরী করলে কেন দাদা? মঞ্জুকে নামিয়ে দিয়ে কোথায় গিয়েছিলে?

ডাক্তার। (হেসে) আর বলিসনে বুড়ি। মায়ের আমার খেয়াল হয়েছে আজই ওঁকে আশীর্ব্বাদ করতে হবে। তাই ছুটতে হল একটু গয়নার দোকানে। দ্যাখতো এগুলো পছন্দ হয় কিনা। (বাক্সখুলে) মানাবেতো মঞ্জুমাকে?

(সুলোচনা আগ্রহের সঙ্গে বাক্স নিয়ে দেখলেন, উজ্জ্বলা নির্লিপ্ত রইল)

সুলোচনা। বাঃ, বেশ মানাবে, তা এত তাড়াতাড়ি— ?

ডাক্তার। কী করি বল্না? মা আমায় একেবারে ভুলিয়ে দিয়েছে। যখন বললে মুখফুটে আজই আশীর্ব্বাদ করতে হবে, তখন আর ভাববার সময় পেলাম কই?

মিহির। তা তিনলাখ টাকা তো আর কম কথা নয়।

ডাক্তার। তুমি আমায় যাই বলো মিহির, মা আমার ভুল ভেঙ্গে দিয়েছে। বুঝতে পেরেছি আমি, তোমার বোনটির দাম তিন লাখ টাকার অনেক বেশী।

মিহির। হ্যাঁ, তাছাড়া গয়না পত্তর আরও হাজার পঞ্চাশেক টাকা দেবেন নিশ্চয়ই বাবা। চাইকি, একটু জোর করলে মানিকতলার ছ'বিঘে জমির ওপর বাগানবাড়িটাও দিয়ে দিতে পারেন— সেতো আপনার জানাই আছে।

সুলোচনা। (হেসে) শুভকাজে আর বাগড়া দিওনা বাবা। অজিত, তাহলে তোমার কাগজপত্র এইবেলা বার করে ফেল। এখুনি সব গেষ্টরা আসবেন।

অজিত। (বিহ্বল হয়ে) হ্যাঁ, এইযে বার করি। (কাগজপত্র সামনে মেলে ধরল।) এইখানে মিহির সই করবে ও তার নিচে সই করবেন উজ্জ্বলাদেবী। সমস্ত কিছুই লেখা আছে, অতিরিক্ত কথাগুলো কেবল কেটে দিলেই চলবে।

মিহির। (কাগজটি নিয়ে পড়ে) হুঁ, ঠিক আছে। কিন্তু ভেবে ছাখ উজ্জ্বলা, আমার মতে সই দেবার আগে আর একবার চিন্তা করা উচিত।

উজ্জ্বলা। আমার চিন্তা করা হয়ে গেছে। বাবার ইচ্ছেকে ক্ষুন্ন করতে পারবনা আমি প্রাণ গেলেও। (ফাউন্টেনপেন এগিয়ে দিল, মিহির নিল সেটা)

মিহির। (একনজর তাকিয়ে) বেশ, তবে সই করতে আপত্তি নেই আমার। দলিলের কিছু অংশ কেটে দিয়ে সই করল।)

অজিত। দেখি কাগজটা। (দেখে) হ্যাঁ, এবার আপনি সই করুন।

(কাগজটা উজ্জ্বলাকে দিল, উজ্জ্বলা নির্ব্বিবাদে সই করে দিল।)

ডাক্তার। আমাদের বোধ হয় উইট্‌নেস্‌ লাগবে? দাওহে অজিত, সই করে দিই চট্‌পট্‌। একবার মঞ্জুমাকে জিনিষগুলো না দেখিয়ে এলে মন মানছে না কিছুতে।

(উজ্জ্বলার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে একটু দেখে শুনে সই করে দিলেন। সুলোচনা দেবী ও অজিত পরপর সই করলো কাগজটায়। মিহির কাগজটি নিয়ে যত্ন করে পকেটে রাখল।)

মিহির। তাহলে মঞ্জুর বাহাদুরীটা আমারা যা চিন্তা করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশী? কী বলেন ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার। (উঠে) মা আমায় একেবারে ভুলিয়ে দিয়েছে। আর বুড়ি, চল মিহির, আর দেরী করে লাভ নেই, এই বেলাই আশীর্ব্বাদ সেরে ফেলে যাক।

সুলোচনা। বেশতো, এস মিহির তুমি দাদা হও, তোমার দায়িত্বই তো সব চেয়ে বেশী। (ডাক্তার ও পিছন পিছন সুলোচনা দেবী গেলেন।)

মিহির (আপন মনে) বিরাট দায়িত্ব। আচ্ছা চলি অজিত, আবার দেখা হবে খানিক পরেই। বাই-দি-বাই, মনে রেখ, নষ্ট করবার সময় নেই তোমার। শুভস্য শীঘ্রম্ তোমার পক্ষেও প্রযোজ্য নয়কি? (মিহির চলে গেল।)

অজিত আপনি কি মিহিরকে এখনও ভালবাসেন উজ্জ্বলা দেবী?

(চমকে উঠে) কেন বলুনতো? (হেসে) হঠাৎ এ প্রশ্ন যে?

অজিত। কারণ আছে উজ্জ্বলা দেবী। আপনি জানেন, মিহির এতটুকু শ্রদ্ধা করে না আপনাকে। তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-অশান্তি সম্পূর্ণ ভাবে তার নিজের। সেখানে সে কাউকে ভাগ দিতে রাজি নয়। এ আমার অন্যায় উক্তি নয়, অত্যন্ত সত্যি কথা। কথা-সর্ব্বস্ব মিহিরকে কেউই ভালবাসতে পারে না। যেটাকে ভালবাসা বলে ভুল করেন, সেটা আসলে তার দুর্ব্বার আকর্ষণ।

উজ্জ্বলা। (হেসে) কিন্তু উপায়টা কী বলুন? আপনি জানেন আমি বাকদত্তা।

অজিত। কে বললে আপনি বাকদত্তা? আপনার বাবার সেই চিঠি-খানার কথা বলছেন তো? সেই চিঠিতে তিনি মিহিরের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন মাত্র। আর মিহির যে সম্মান দেখিয়েছে আপনার বাবার সেই প্রস্তাবকে, তাতে আপনার কোন মোহ থাকা উচিত নয় তার ওপর।

উজ্জ্বলা। মিহিরবাবু আপনার বন্ধু, সেটা ভুলে যাবেন না।

অজিত। কিসের বন্ধু সে? আমি গরীব, সে ধনী। সে মনে করে তার বিচারবুদ্ধি, তার চিন্তাধারা, আমার চেয়ে অনেক উঁচুস্তরের। বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। যেখানে সে মহত্ত্বের মুখোস পরে পণ্ডিতের ভান করতে চায়, সেখানে আর যার সঙ্গেই থাক, আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকে না।

উজ্জ্বলা। আপনি কী বলতে চাইছেন, তাতো বুঝতে পারছি না।

অজিত। সেটা আমার দুর্ভাগ্য উজ্জ্বলাদেবী। আমি গরীব, এইটেই মাত্র আমার অপরাধ। তবে বলতে পারি, আমি হৃদয়হীন নই। সারা জীবন আমি আপনাকে দেবীর আসনে বসিয়ে পূজো করতে পারতাম।

উজ্জ্বলা। হঠাৎ এ কথা কেন?

অজিত। কেন? তবে মুখ ফুটেই বলি, আমি আপনাকে ভালবাসি উজ্জলাদেবী। মঞ্জু আমার চোখ খুলে দিয়েছে। ভালবাসা যে সমস্ত বাধা বিপত্তি জয় করে প্রাণের সংযোগ ঘটাতে পারে, এ ধারণা আগে আমার ছিল না। আমায় বিশ্বাস কর উজ্জ্বলা, জীবনে আমার একমাত্র কাম্য তুমি। আজ আমি সামান্য উকিল। কিন্তু কাল তোমার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি কী যে হতে পারি না পারি, সে কল্পনা করাও অসম্ভব। আমি সাধারণ মানুষ, অহঙ্কার নেই আমার। আমি ভালবাসতে চাই, ভালবাসা পেতে চাই। আমার শক্তি সামর্থ্য, স্নেহ প্রেম, বুদ্ধি বিচার, সমস্ত আমি তোমার পায়ে অঞ্জলি দিতে চাই উজ্জ্বলা, এতটুকু ছলনা কপটতা নেই তার মধ্যে। (উঠে উজ্জ্বলার হাত ধরে) তোমার আকর্ষণ আজ আমার কাছে দুরতিক্রম্য উজ্জ্বলা।

নিজেকে সংযত করে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। (উন্মত্তের মত উজ্জ্বলাকে জড়িয়ে ধরে) বল, বল উজ্জ্বলা তুমি আমার। (উজ্জ্বলা বাধা দিল না) তুমি আমার স্বর্গ, নরক, ইহকাল, পরকাল, তুমি আমার সমস্ত কিছু। কথা কও উজ্জ্বলা, বল তুমি আমায় ভালবাস। (তিনকড়ি পিছনে এসে দাঁড়াল।)

উজ্জ্বলা। (নিজেকে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে) সাধারণের ওপর কোন লোভ নেই আমার। আপনি বাড়ী যান।

অজিত। তা হয় না উজ্জ্বলা, তুমি এত নিষ্ঠুর হ'য়ো না। আমি তোমায় ভালবাসি।

উজ্জ্বলা। সেই জন্যইতো আপনি গায়ে হাত দিতে কিছু বলিনি আমি। কিন্তু আর নয়, এবার চলে যান শিগ্‌গির।

তিনকড়ি। হ্যাঁ, আর কেন? দুটো মিষ্টি কথা বলে যথেষ্ট পেয়ে গেছেন। এবার ভাল ছেলেটির মত বাড়ি যান। নইলে দেখছেনতো আমার শরীরটা।

অজিত। (চমকে উঠে) কী বললে? উজ্জ্বলা, তুমি আমায় এই লোকার-টাকে দিয়ে অপমান করাতে চাও?

তিনকড়ি। দেখুন, মাটি আর মেয়েমানুষ শুধু বীরের ভোগে আসে। অমন মিউ মিউ করে পাওয়া যায় না। কথা না বাড়িয়ে এখুনি সোজা রাস্তা দেখুন।

অজিত। বটে, আমার অপমান? আচ্ছা দেখা যাবে এর কোন প্রতিকার করতে পারি কি না। (রাগে ফুলতে ফুলতে চলে গেল

উজ্জ্বলা। তোমার এ বাড়াবাড়ি না করলেও চলত তিনকড়ি। আমি একাই ওঁকে সরিয়ে দিতে পারতাম এখান থেকে।

তিনকড়ি। যাদের শরীরে আর মনে জোর আছে, তারা একটু বাড়াবাড়ি করে থাকেই। যারা সহ্য করবার, তাদের সহ্য করতেই হয়।

উজ্জ্বলা। একথা কে শেখালে তোমায়, মিহিরবাবু বোধ হয় ?

তিনকড়ি। তার চেয়েও মস্ত লোক, সে আমার অভিজ্ঞতা। (মিহির এল)

মিহির। একি ? অজিত গেল কোথায় ?

তিনকড়ি। তাঁকে ভাগিয়ে দিতে হল। ভদ্রলোকের ইচ্ছে, জোর করে এঁকে বিয়ে করেন। প্রায় কায়দা করে এনেও ছিলেন। সুতরাং আমায় কর্ত্তব্য করতে হল।

মিহির। কর্ত্তব্য ? পাজি, নচ্ছার, তুমি কর্ত্তব্য শেখাচ্ছ আমাকে ? মেয়েদের একমাত্র পেশা হচ্ছে বিয়ে করা। আজ উজ্জ্বলাকে তুমি তার আইন সম্মত পেশার থেকে বঞ্চিত করেছ ? বল তুমি কী জবাব্ দেবে ?

তিনকড়ি। উজ্জ্বলাকে জিজ্ঞেস করুন, তার সম্মতি ছিলনা এ বিয়েতে।

মিহির। দ্যাখ তিনকড়ি, বউকে খুন করেছ বলে মনে ক'রোন। স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হয়ে পড়েছ তুমি। মুখে ওই রকম সব মেয়েই না বলে থাকে। প্রথম প্রথম সব মেয়েই অসম্মতি জানিয়ে থাকে, সেটা ওদের চরিত্রের বৈশিষ্ট। উজ্জ্বলা কি সাধারণ মেয়ের থেকে ভিন্ন কিছু বলতে চাও ?

তিনকড়ি। আমি কিছু বলতে চাই না। আমার অন্যায় হয়ে থাকে আমি তার ক্ষতিপূরণ করতে রাজি আছি। বিয়ে করাই যদি ওঁদের একমাত্র কাজ হয়, আর সেই বিয়ে করায় বাধা দিয়েছি যখন আমিই, তখন আমাকেই বিয়ে করতে হবে ওঁকে।

মিহির। নিশ্চয়ই, একশোবার, হাজারবার।

উজ্জ্বলা। ( দুহাতে মাথা চেপে চেয়ারে বসে পড়ল। ) উঃ, নাঃ, আর পারি না।

মিহির। দ্যাখ তিনকড়ি, স্বীকার করি তোমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, পৃথিবীর হাল চাল সম্বন্ধে বোঝও বেশ কিছু, তোমার মনের এবং দেহের জোরও যথেষ্ট। কিন্তু একসময় তুমি বউকে ঠেঙিয়ে জেলে গিয়েছিলে। আমার মনে হয়, উজ্জ্বলা সেই কারণেই ভয় পাচ্ছে। (পকেটে হাত দিয়ে) সিগারেট, আমার সিগারেট কই? নিশ্চয়ই ভেতরে ফেলে এসেছি। তোমরা পালিয়োনা, একটা নিষ্পত্তি না করে ক্ষান্ত হব না আমি। এখনি আমি আসছি।

(মিহির চলে গেল ভেতরে, তিনকড়ি অস্থীরভাবে মাথা চুলকোতে লাগল।)

তিনকড়ি। আমি অতটা ভেবে দেখিনি উজ্জ্বলা। এখন বুঝতে পারছি একটা মস্ত অন্যায় করে ফেলেছি। যাই হোক উকিলবাবুর থেকে তোমায় বেশী সুখে রাখতে পারব এ বিশ্বাস আছে আমার।

উজ্জ্বলা। (ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠে) তোমারতো দেখছি আস্পদ্দা কম নয়।

তিনকড়ি। (হেসে) তা কম আর বলি কি করে। এ দেশের লোকেরা, যারা সব চেয়ে কাপুরুষ বলে বিখ্যাত ছিল, তাদেরও আস্পদ্দাটা দ্যাখনা একবার। যে ইংরেজদের মুখের দিকে চাইতে ভরসা পেতনা কখনো, তাদেরই দেশ থেকে তাড়িয়ে ছাড়লো। (এগিয়ে এল একটু)

উজ্জ্বলা। খুনে, গুণ্ডা, আমি চেঁচাব। রামশরণ—হাণ্টার—বন্দুক—

তিনকড়ি। (মুখে হাত চাপা দিয়ে) কী ছেলেমানুষি হচ্ছে? বয়েসটা কম হ'ল তোমার? মনে রেখ, একটা বউকে আমি খুন করে ফেলেছিলাম রাগের মাথায়।

(উজ্জ্বলার মুখ বন্ধ থাকায় দু'হাত দিয়ে সে অনবরত কিল ঘুঁসি মারতে লাগল তিনকড়ির বুকে। বাধ্য হয়ে একহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে, অন্য হাত দিয়ে তার একটি হাত মুচড়ে দিল তিনকড়ি।)

উজ্জ্বলা। উঃ, বাবাগো। উহু হু হু, মরে গেলাম। (অসহায় ভাবে সে তিনকড়ির বুকে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।)

তিনকড়ি। কেঁদনা উজ্জ্বলা। চিন্তা কি? কিছু কষ্ট হবেনা তোমার, দেখে নিও। কত আদরে রাখব তোমায়। কল্যানপুরে তোমার জন্যে আমি নিজে হাতে তৈরী করে দোব উলু দিয়ে ছাওয়া ঘর। চারিদিকে লাগিয়ে দোব ফুলের বাগান, তোমার পড়ার জন্যে কলকাতা থেকে আনিয়ে দোব বই। আমিও কিছু কিছু লেখাপড়া শিখেছি, (অনেকটা আলগা দিয়ে) তুমি আমায় বেশী করে লেখাপড়া শিখিয়ে নিওখন্। আমার শক্তি সামর্থ্য দিয়ে তোমায় সুখী করতে পারব নিশ্চয়ই। আমি মাঠে যাব কাজে, সে সময় তুমি ঘরে বসে বই পড়বে, ছবি আঁকবে, গান গাইবে। আর যদি আমার সঙ্গে মাঠে যেতে চাও, আমি তোমায় আমার ট্রাক্‌টারে তুলে নোব। তুমি গান করতে থাকবে, আর তোমার পায়ের তলায় শক্ত মাটি গুঁড়ো গুড়ো হ'য়ে ধুলো হ'য়ে যাবে। আমাদের যে ছেলেমেয়ে হবে, তারা পাবে তোমার মত রূপ, আমার মত স্বাস্থ্য। তোমার থেকে পাবে তারা শিক্ষা, আমার থেকে কাজে উৎসাহ। তারা আজ-কালকার যুগের মেকি মানুষ হবে না উজ্জ্বলা; তারা হবে সত্যিকারের মানুষ।

উজ্জ্বলা। (ফোঁপাতে ফোঁপাতে) না না, ছেড়ে দাও তুমি আমায়, ছেড়ে দাও।

তিনকড়ি। মিহিরবাবুর কাছে যেটুকু শিখেছি, তাতে তো আর ঠিকমত ছেলেদের শিখিয়ে উঠতে পারব না। তুমি যদি আমায় সাহায্য কর, তবে আমাদের কাজ কত সহজ হয়ে যাবে। অন্য সব জায়গায়ও আমাদের দেখাদেখি এই ধরণের স্কুল তৈরী হবে, সেই সব জায়গাতে হয়ত যেতে হবে শিক্ষা দিতে। আমার সঙ্গে তুমিও সে সব জায়গায় যাবে, আমাদের শিক্ষালয়ের স্ত্রী প্রতিনিধি হয়ে। আজকের এই সামান্য কটা বড লোকের কাছে যে ফাঁকা সম্মান পেয়ে থাক রূপ আর অর্থের জোরে, তার চেয়ে সে কি বেশী সম্মানের হবে না? (উজ্জ্বলা একটা চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল) তাছাড়া, আমার আজকের পরিচয়, আমি সামান্য চাষা। আমাকে বিয়ে করলে তোমাদের সমাজে একটা সাড়া পড়ে যাবে, সেটাও তো একটা মস্ত শুভ লক্ষণ। কাল যখন আমাদের আদর্শ কৃষি-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তোমার আমার নামও ছড়িয়ে পড়বে মুখে মুখে, তখন সকলেই বলবে আমাকে তুমিই গড়ে তুলেছ। তোমার এই সাধনা, এই অসাধারণ পরীক্ষা তখন সমস্ত দেশের কাছে কত বড় হয়ে দেখা দেবে বল দেখি? দেশের একদল মানুষকে তোমরা এতদিন ধরে যে হীন চোখে দেখে এসেছ, শুধু মাত্র আইনের জোরে সেই দৃষ্টিভঙ্গী বদলান যেতে পারে না। তোমার এই আদর্শই তখন মানুষের মন থেকে ধীরে ধীরে মানুষে মানুষে এ প্রভেদ ঘুচিয়ে দেবে। (উজ্জ্বলা তবু কাঁদতে লাগল। তার মাথায় হাত বুলোতে লাগল তিনকড়ি) এই যে একটা বিরাট আদর্শের জন্যে, নতুন সমাজ ব্যবস্থার জন্য তোমার আত্মত্যাগ, এটা তোমায় সমস্ত দেশের কাছে কত বড় করে তুলবে বল দেখি? উজ্জ্বলা! উজ্জ্বলা! মিহিরবাবু ফিরে আসছে— (মিহির এল, মুখে তার জ্বলন্ত সিগারেট)

মিহির। কী হল ? উজ্জ্বলার কী হয়েছে তিনকড়ি ?

তিনকড়ি। একটু সামলে নিচ্ছেন উনি। অকস্মাৎ এত বড একটা বিপর্য্যয়ের সামনে পড়লে মেয়েরা সাধারণতঃ যা করে থাকে, উনিও তাই করছেন, অর্থাৎ কাঁদছেন।

মিহির। কাঁদছে ? বাই জোভ! উজ্জ্বলা! তাকাও আমার দিকে। (মুখটা তুলে ধরল, অশ্রুপ্লুত রাঙা চোখ দেখে) ছিঃ, তোমার কী সেন্টিমেণ্টাল হওয়া চলে ? কত দৃঢ় হতে হবে বল দেখি তোমাকে ? অতি সাধারণ ওই ধরণের খেলো প্যাশান তোমার জন্যে নয়। সমাজের কানে দৃঢ় মুষ্টি দিয়ে ধরে সত্যিকাবের পথের দিকে তার মুখ ফেরাতে হবে। আজকেকার এই সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের বিরাট সম্ভাবনাকে রূপ দিতে হবে তোমাকে। তোমার কি কাঁদলে চলে ?

উজ্জ্বলা। (অশ্রুপ্লুত মুখ তুলে) না, আমি মানুষ নই। শুধু জড় পদার্থের মত, মেসিনের মত তোমাদের ইচ্ছেকে রূপ দিতে দিতেই আমার সমস্ত সুখ দুঃখ বিসর্জ্জন দিতে হবে। কেন, কেন আমি তা করতে যাব ?

মিহির। কারণটা তুমি নিজে মুখেই স্বীকার করেছ। তুমি সাধারণ নও, আর যা কিছু সাধারণ, যা কিছু গতানুগতিক, তার ওপর শ্রদ্ধা তোমারও নেই, আমারও নেই। আগামী দিনের জন্যে আজ যদি আমাদের কিছুটা স্বার্থত্যাগ করতে হয়, তাতে তুমি পিছিয়ে যাবে ?

উজ্জ্বলা। এইটে আমার কিছুটা স্বার্থত্যাগ হ'ল ? আমার যা কিছু সব তোমরা গুঁড়িয়ে দিতে চাইছ তোমাদের আগামী দিনের সমাজ-ব্যবস্থার জন্যে, আমার আশা, আকাঙ্খা, আমার ভালবাসা—

মিহির। ভুল করছো উজ্জ্বলা। তোমার কিছু আমরা গুঁড়োতে চাইনে, চাই শুধু সেগুলোকে একটু পরিবর্ত্তিত রূপে দেখতে। তিনকড়ি! মাসীমার হয়ত দরকার পড়বে, তুমি ভিতরে গেলে ভাল করতে। (কোন কথা না বলে তিনকড়ি চলে গেল। উজ্জ্বলাকে) তুমি সত্যিই যদি আমাকে ভালবাস, তবে তিনকড়িকেও তুমি ভালবাসতে পারবে উজ্জ্বলা। শিক্ষিত, সংস্কৃত মনের তলায় যে পশু লুকিয়ে থাকে, সেটাতো তোমার অজানা নয়। তার তুলনায় তিনকড়ির আনসোফিষ্টিকেটেড্ মনটি অনেক ভাল। তুমিও আমার কম প্রিয় নও, বরং বলতে পারি মঞ্জুর থেকেও তুমি অনেক আপন। তোমাকে চাই আমি দিবারাত্র, পাশে পাশে। কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্বের চাপে তোমায় নষ্ট করতে চাইনে, নিজের প্রয়োজন মিটোতে গিয়ে ছোট করতে চাইনে তোমাকে। তোমার শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যাক আমার কাছে এসে, এ কি সহ্য করা যায়? তিনকড়িকে যদি তুমি শিখিয়ে তোমার যোগ্য করে নিতে পার, সেইটাই তোমার শিক্ষার যোগ্যতম ফল হবে; নয় কি?

উজ্জ্বলা। (উচ্ছ্বসিত আবেগে) যুক্তি দেখিও না, দোহাই তোমার। তোমার আদেশ, তোমার অনুশাসন আমি ভাগ্যের নির্দ্দেশ বলে মানতে রাজি আছি। কিন্তু তুমি শুধু যুক্তির খাতিরে আমাকে চালিত করতে চাও ও আমার সহ্য হবে না। তার চেয়ে আমাকে বিনা-প্রতিবাদে মানতে দাও তোমার আদেশ, আমি সহ্য করতে পারব।

মিহির। তোমাকে আমি একটা যুক্তিহীন, অর্থহীন আদেশ করব, এ যেমন হতে পারে না, তুমিও তেমনি বিনা-প্রতিবাদে তা মেনে নেবে, তাও চাই না আমি।

উজ্জ্বলা। ভুলে যেওনা, সব চেয়ে বড় কথা হ'ল, তুমি পুরুষ, আর আমি মেয়ে। তোমাদের অনুশাসন মানাব যে অভ্যেসটা এত যুগ ধরে আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে রয়েছে তাকে অস্বীকার করা কি সহজ কথা?

মিহির। সহজ নয়তো নিশ্চয়। না হলে রাণীর সঙ্গে তোমার প্রভেদ রইল কোথায়? রাণীকে তৈরী করে নেবার ভার আমি নিচ্ছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে তাকে পাঁচ বচরের মধ্যে ভবিষ্যৎ যুগের মেয়েরূপে দাঁড় করাতে পারব। সে তুলনায় তোমার কাজ হবে অনেক সহজ। তিনকড়ির আগ্রহশীল মনে রেখাপাত করতে খুব বেশী পরিশ্রম হবে না তোমার।

উজ্জ্বলা। না, না, পারবনা আমি, আমায় বোলোনা একাজে নামতে।

মিহির। (দৃঢ়স্বরে) খুব পারবে। তোমার মধ্যে যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। অকারণে ভয় পেয়ে যদি পেছিয়ে যাও, নিজের স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে যদি অবহেলা কর তোমার সেই শক্তিকে, তবে সে অপরাধ তোমার নিজের কাছেই গুরুভার হয়ে দাঁড়াবে উজ্জ্বলা। (গেটের বাইরে অনেকগুলি মোটরের হর্ণ ও কলহাস্য শোনা গেল) ওই বোধ হয় তোমাদের সব গেষ্টরা আসছেন। চোখের জল মুছে ফেল উজ্জ্বলা।

(পোষাক পরিচ্ছদে সম্ভ্রান্ত অনেকগুলি ভদ্রলোক ও মহিলা ভেতরে এলেন)

১ম ভদ্রলোক। হিয়ার ইজ আওয়ার হোষ্ট, স্বয়ং উজ্জ্বলাদেবী দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমাদের অপেক্ষায়, এ আমাদের অসীম সৌভাগ্য।

১ম মহিলা। মিহিরবাবু যে! আর তর সইলোনা বুঝি? রিয়েলি উজ্জ্বলা, এই চাঁদিনী রাত, ফাল্গুন মাস, নিভৃতে এই বাগানে মিহির বাবুর সঙ্গে—হিংসে হচ্ছে তোকে।

২য় মহিলা। আমরা অকস্মাৎ এসে পড়ে ডিসটার্ব করলাম নিশ্চয়ই ? কি করব ভাই, মিষ্টার পাকড়াশী ছাড়লেন না কিছুতেই। তোকে দেখবার জন্যে ওঁরা যে কী রকম উদগ্রীব হয়ে পড়েছেন, সে আর তোকে কী বলব।

২য় ভদ্রলোক। শুনেছিলাম পুরুষের এক-একখানি পাঁজর থেকে সৃষ্টি হয়েছে মেয়েরা। আজ উজ্জ্বলাদেবীকে দেখে সে কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

মিহির। কিন্তু কার পাঁজর থেকে উজ্জ্বলা সৃষ্টি হয়েছে সে কথা বিধাতা স্বয়ং এসে না বলে দিলে, সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই বেধে যাবে যে।

সকলে। হা হা হা হা— হি হি হি হি— বেশ বলেছেন— গ্র্যাণ্ড এ্যাপ্রিসিয়েসন্— ইত্যাদি।

(বনমালী, রাণী ও সুলোচনাদেবী পর্দা সরিয়ে এলেন। রাণীর গায়ে দামী বেনারসী, বনমালী গরদের পাঞ্জাবী গায়ে, সুলোচনা দেবীর অঙ্গেও বহু মূল্যবান পোষাক)

সুলোচনা। এই যে, সকলেই এসে পড়েছেন দেখছি। আসুন, আসুন আপনারা। বনমালী, রাণী, ওঁদের নিয়ে এস।

বনমালী। নিশ্চয়। নিশ্চয়। আসুন আপনারা। আজ উজ্জ্বলা দিদির জন্মদিন সার্থক।

(উজ্জ্বলা, রাণী, বনমালী ও অতিথীরা ভেতরে চলে গেলেন কলরব করতে করতে। সুলোচনা দেবী কাছে এলেন।)

সুলোচনা। মিহির, আজ যখন সবাইকে পাওয়া গেছে একসাথে, তখন তোমাদের এনগেজমেণ্টের কথা সকলের সামনে উপস্থিত করলে ভাল হয় নাকি ? অবশ্য এমন জরুরী কিছুই নয়।

মিহির। বেশতো, বেশতো, সেতো ভাল কথা মাসীমা। আমি নিজেই সকলকে জানাবার ভার নিলাম। আপনি আর কষ্ট করবেন কেন ?

সুলোচনা। (হেসে) পাগল ছেলে। তোমাদের জন্যে কষ্ট কি কষ্ট বলতে চাও? (মিহিরের কাছে এসে তার মুখটি নিজের বুকে চেপে ধরে) তোমরা যে আমার কী তা বুঝিয়ে বলা যায় না বাবা। (মিহির ধীরে মাথাটা ছাড়িয়ে নিয়ে তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে বসিয়ে দিল একটা চেয়ারে)

মিহির। দাঁড়িয়ে থাকলে কষ্ট হবে মাসীমা, আপনি বসে বসে কথা বলুন।

সুলোচনা। (মিহিরের একটা হাত ধরে) কিছু কষ্ট হবে না বাবা। ছোট বেলায় তুমি যখন আসতে, মা বলে ডাকতে আমায়, জলি তখন মোটে পাঁচ বছরের মেয়ে। নিজের মেয়ের কথা মনে থাকতনা আমার। কান পড়ে থাকত তোমার মা ডাকার অপেক্ষায়। তখন থেকে আমার একমাত্র স্বপ্ন তোমায় কাছে পাব— ভরিয়ে দেব আদর যত্নে— তুমি থাকবে আমার হয়ে। ওই বুঝি ওরা এল। (গেট খুলে অনেকগুলি মেয়ে পুরুষ এলেন। প্রায় প্রত্যেকেরই হাতে কিছু না কিছু বাজাবার ও আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতি) এত দেরী হ'ল যে?

বয়স্ক ভদ্রলোক। এদের নিয়ে বাসে আসতে হল কিনা, তাই পাঁচ মিনিট দেরী হয়ে গেল।

সুলোচনা। আপনাদের পাঙ্কচুয়্যালিটি জ্ঞান কোন কালে হবে না। কেন, তখন ফোনে বললেই পারতেন গাড়ি পাঠাতে। তিনখানা গাড়ি বসে রয়েছে।

মিহির। আপনারা বুঝি রবীন্দ্র সংস্কৃতি শিক্ষা সদনের?

বয়স্ক। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। আমাকে মাপ করুন মিসেস মুখার্জি—সামান্য—

সুলোচনা। আচ্ছা-যান, আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না, ভেতরে যান। কত জন এসেছেন আপনারা?

বয়স্ক। সব সমেত কত জন মা মালতি?

মালতি। সুধাংশুবাবু এলে ষোল জন হবে।

সুলোচনা। তিনি আবার কে? এখনও আসেননি বুঝি?

মালতি। আজ্ঞে না। রেডিওতে তাঁর আজ প্রোগ্রাম ছিল সাতটায়, কাজেই—

সুলোচনা। কাজেই আমাদের টাকা ক'টা জাহান্নামে যাক—কেমন?

বয়স্ক। আজ্ঞে না, তা কেন। তিনি এসে শুধু গান গাইবেন। অদ্ভুৎ গলা তাঁর। রেডিওতে ওঁর প্রোগ্রাম থাকলে কলকাতাসুদ্ধ লোক উদগ্রীব হয়ে থাকে, শোনেননি?

মিহির। সে যাই হোক, এখন আপনারা ভিতরে যান। তিনকড়ি! বনমালী! (বনমালী ও তিনকড়ি এল) এই যে, রবীন্দ্র-সংস্কৃতি-শিক্ষা- সদনের এঁরা সব এসেছেন। ভেতরে নিয়ে যাও।

সুলোচনা। শঙ্কর গেল কোথায়? এ সমস্তর ভার ছিল তার ওপরে, সে যে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকালকার ছেলেরা যে কী হয়েছে।

(বনমালীর সঙ্গে সকলে ভেতরে চলে গেল, পিছনে পিছনে সুলোচনাদেবীও গেলেন।)

মিহির। তিনকড়ি! এই এতগুলি লোকের সামনে আজ আমাদের পরীক্ষা মনে রেখ। উজ্জ্বলার মাকে চিনে নিয়েছ তো?

তিনকড়ি। আমি প্রস্তুত আছি মিহিরবাবু। ওই যে উজ্জ্বলা আসছে দেখছি।

(উজ্জ্বলা বাইরে এল।)

উজ্জ্বলা। সকলে এসেছেন, তোমার খোঁজ করছেন সকলে।

মিহির। হ্যাঁ, এই যে যাই। উজ্জ্বলা আমাদের ভবিষ্যতের শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা, আমাদের কল্যানপুরের কৃষি-উন্নয়ন-পরিকল্পনা, জীবনে মহত্তর, পূর্ণতর হয়ে উঠার একমাত্র উপায় তোমার উপর নির্ভর করছে মনে রেখ। সামান্য লাভ ক্ষতি অভিমানের খাতিরে আজ যদি তিনকড়ির অসম্মান অমর্য্যাদা কর, মনে রেখ, ভবিষ্যৎ কখনো তোমাকে ক্ষমা করবে না।

উজ্জ্বলা। তিনকড়ি! ভেতরে গিয়ে বলগে, এখুনি যাচ্ছি আমরা। (তিনকড়ি চলে গেল) তিনকড়ির সম্মান অসম্মানের দায়িত্ব তুমি আমার কাঁধে চাপিয়ে দিলে। কিন্তু আমার সম্মান অসম্মান, এত লোকের সামনে আমার অপমানের দায়িত্ব কে নেবে ?

মিহির। আমার ওপরে নির্ভর কর উজ্জ্বলা। তোমার এই আত্মত্যাগের মূল্য যদি কেউ না দেয়, কেউ যদি অপমান করে তোমাকে, তবে তার ক্ষমা নেই জেনে রাখ। (অজিত এল গেট খুলে)

অজিত। আমি আবার এসেছি উজ্জ্বলাদেবী। আমায় ক্ষমা করুন আপনি। আমার অন্যায় লোভের শাস্তি পেয়েছি আমি। অপরাধ আমার অনেক, তবু আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

মিহির। নিশ্চয়। নিশ্চয়। উজ্জ্বলা কখন তোমায় ক্ষমা করেছে। এই তো একটু আগে বলছিল অজিতবাবু মিথ্যে অভিমান করে চলে গেল।

অজিত। আমি ধন্য উজ্জ্বলা দেবী। আপনার দয়া চিরকাল আমার মনে থাকবে।

মিহির। বেশ, এখন চলো যাওয়া যাক, ওঁরা আবার আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছেন। এস অজিতবাবু।

(তিনজনে পর্দা সরিয়ে ভেতরে গেলেন।)

---

# তৃতীয় অঙ্ক

"শেষ"

[ হলঘরটি উৎসবের গুরুত্ব অনুযায়ী সুন্দর ভাবে সাজান। সামনে দেওয়ালে স্বর্গগত মুখুজ্যে মশাইয়ের প্রকাণ্ড অয়েল পেন্টিং। পনের যোলটি সুদৃশ্য টেবিল হলের চতুর্দ্দিকে সাজান। প্রতি টেবিলে তিনজন করে অতিথি। কলকাতা ও সহরতলীর অভিজাত শ্রেণীর লোকই শুধু এসেছেন। সামনের একটি টেবিলে ডাক্তারবাবু, মিহির ও সুলোচনা দেবী ও পরেরটিতে উজ্জ্বলা, মঞ্জু ও অজিতবাবু বসে আছেন। একধারে ছোট ষ্টেজে রবীন্দ্র সংস্কৃতি-শিক্ষা-সদনের ছাত্র ছাত্রিদের শ্যামা নৃত্য-নাট্যের অনুষ্ঠান এইমাত্র শেষ হয়েছে। অভিনেতা অভিনেতৃগণ যুক্তকরে দর্শকদের প্রণাম করলেন। শঙ্কর ষ্টেজে এসে দাড়াল। রাত্রি আটটা বেজে গেছে। ]

শঙ্কর। এতক্ষণ আপনারা রবীন্দ্র-সংস্কৃতি-শিক্ষা সদনের ছাত্র ছাত্রিদের নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান শ্যামা উপভোগ করলেন। এই বার—

মিহির। (তাড়াতাড়ি) এইবার আপনারা রাণীর গান শুনতে পাবেন।

অজিত। (চমকে উঠে) রাণী! কোন রাণী? তোমাদের ঝিয়ের মেয়ে?

(মিহির উঠে গিয়ে রাণীর হাত ধরে ষ্টেজের কাছে নিয়ে গিয়ে শঙ্করকে তুলে নিতে ইসারা করে ফিরে এল। ছাত্রছাত্রিরা চলে গেল ষ্টেজ ছেড়ে।)

মিহির। রাণীর পূর্ব্ব পরিচয় হচ্ছে সে ঝিয়ের মেয়ে। ঝিয়ের মেয়ে বলে তার গান শুনতে নিশ্চয়ই আপনাদের আপত্তি নেই। আমরা, অর্থাৎ কলকাতার ধনী সমাজ বহু সময়ে এমন অনেক স্ত্রীলোকের সঙ্গ করে থাকি, যাদের তুলনায় রাণী যথেষ্ট

মর্য্যাদা সম্পন্না ও চরিত্রবতী। তাছাড়া মানুষের স্বকিয়তায় বিশ্বাস করেন আপনারা। আজ রাণী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অনুশীলনে তার পূর্ব্ব পরিচয়ের অগৌরব তুচ্ছ করতে সমর্থ হয়েছে। ওর বিশ্বাস, দু'বছরের মধ্যে ও আমাদের সমাজের যে-কোন মহিলার ঈর্ষার পাত্রী হয়ে দাঁড়াবে। এবং পাঁচ বছরের মধ্যে আমার মত অসাধারণের যোগ্য সঙ্গীনী হবার স্পর্দ্ধা রাখে। সুতরাং ওকে গান শোনাতে বলে অন্যায় করিনি নিশ্চয়ই।

চশমাপরা ছোকরা। নিশ্চয় না। আমি আপনার প্রস্তাব সমর্থন করি।

সুলোচনা। মিহির। বাবা, ঝি চাকরদের সঙ্গে—

তিনকড়ি। ঝি চাকর মানে? এখুনি শুনলেন রাণী পাঁচ বছর পরে মিহিরবাবুর স্ত্রী হবার স্পর্দ্ধা রাখে, তবু তাকে সেই ঝি বলে অসম্মান করবেন? এ আপনার অন্যায় দম্ভ।

মিহির। আপনাদের সঙ্গে আর একটি মানুষের পরিচয় করিয়ে দিই। কলকাতার তথাকথিত অর্থ ও সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষদের চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা বেশী, তা আপনারা বোধ হয় স্বীকার করেন। (তিনকড়িকে দেখিয়ে) এই তিনকড়ির চেয়ে সম্পুর্ণ মানুষ আর আমার চোখে পড়েনি। তিনকড়ির পূর্ব্ব পরিচয়, সে ছিল চাষা। অর্থাৎ নিজে হাতে জমি চাষ করতো। সামাজিক প্রথা অনুযায়ী বিয়েও করেছিল অল্প বয়সে। কিন্তু ওর রুচি, জীবনে ওর মহত্তর, সফলতর হওয়ার সাধনার পথে স্ত্রী যখন বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াল, তখন স্ত্রীকে খুন করে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে জেলে যেতে বাধেনি ওর।

কয়েকজন মহিলা। ওগো, কী হবে গো, খুনে, মাডারার। হেল্প, হেল্প—(ইত্যাদি)

মিহির ভয় পাবেন না। আদর্শের জন্যে ও খুন করেছিল। যে কোন পলিটিক্যাল নেতাই হাসতে হাসতে অমন দু-দশ হাজার খুন করে থাকেন। তবু তাঁরা দেশ-পূজ্য হয়ে থাকেন নয়কি? নিজেব আদর্শের অনুশীলনে তিনকড়ি জেলে বসে বসেই রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি· এমন কি দুর্নীতি পর্যন্ত শিক্ষা করেছে অকুণ্ঠ অধ্যাবসায়ে। জেল থেকে বেরিয়ে এসে ও গঠনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করেছে। আমি ওর একজন নগণ্য সাহায্যকারী।

সুলোচনা। মিহির! কী ছেলেমানুষি হচ্ছে?

মিহির। আমাদের দেশের প্রধান যে অভাবটা সর্ব্বদা প্রকট হয়ে উঠছে আজকাল, সেটা হচ্ছে খাদ্যাভাব। বিদেশ থেকে আমদানী করা খাবারে পেট ভবানর মত দুশ্চেষ্টা করা পাগলামী। তাই তিনকড়ির প্ল্যান হচ্ছে, আমাদের দেশের মানুষদেব মনে প্রাণে চাষা করে তুলতে হবে, এবং চাষাদের করে তুলতে হবে মানুষ। তবেই সমাজের সব স্তরের মানুষের সমবায় প্রচেষ্টায় যদি কোন দিন খাদ্যাভাব ঘুচে মানুষের মত বেঁচে থাকবার অধিকার আমরা পাই। কল্যানপুরে আমাদের যে কৃষি-বিদ্যালয় খোলা হচ্ছে, তিনকড়ি হবে তার প্রথম পরিচালক। আশা আছে, ভারত সরকার তিনকড়ির মূল্য বুঝে সমস্ত ভারতব্যাপি কৃষি-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, তিনকড়িকে সেই বিভাগের সর্ব্বোচ্চ দায়িত্ব দিয়ে নিযুক্ত করবেন।

অজিত। তুমি কি আরোব্য উপন্যাস শুরু করলে মিহির?

মিহির। তোমাব মধ্যবিত্ত মনে কথাগুলো ঠিক সায় দিচ্ছেনা, না?

লালসাড়ি। মধ্যবিত্ত। প্লিজ মিহিরবাবু, এখানে আর মধ্যবিত্তদের আনবেন না। আপনি জানেন না, বড মীন এই মধ্যবিত্তগুলো। সংসারে যেমন হা হা নেই নেই, মনের দিক দিয়েও তেমনি শুধু স্বার্থপরতা আর ঈর্ষা।

চশমাপরা। বিয়েলি মিসেস স্যানিয়েল, আমাদের দেশের দুর্দ্দশার কারণই হোলো এই মধ্যবিত্তরা। এত বড কাওয়ার্ড, লেজি জাত আর দুনিয়ায় দেখতে পাবেন না।

মিহির। সত্যি কথা, মধ্যবিত্তরা ঈর্ষাপরায়ণ, এ কথাটা খুব খাঁটি। ওর আমাদের অর্থ আর আভিজাত্যকে ভয় করে, তবু ঈর্ষা করে। আর নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের শক্তি, পরিশ্রম ও দৃঢ়তাকে ঘৃ.. করে, অথচ ঈর্ষা করে। কিন্তু এই মিডিল্‌ক্লাশ ইনটেলিজেন্সিয়াকে অস্বীকার করা চলেনা তা'বলে। পনের দিনের মাইনে নিয়ে এরা নির্ব্বিবাদে আমাদের অফিসে তিরিশ দিন কাজ করে দিয়ে যায়। পাছে ওরা মরে গেলে আমাদের ব্যবসার সামন্যতমও ক্ষতি হয় তাই ছেলেদেরও ঠিক নিজের মত কেরাণী করে তোলে, যাতে ছেলেও সমান উৎসাহে আমাদের উপকার করতে পারে। তারা পথ তৈরী করে, আর সেই পথে হাওয়া খেতে বেরিয়ে আমরা গাল দিই তাদের। চরিত্র হারাবার মত সম্বল নেই তাদের, তাই তারা চরিত্রবান। মিথ্যে কথা বলতে সাহস পায়না তারা, কারণ মিথ্যেকে প্রতিষ্ঠিত করবার মত অর্থ তাদের নেই, সুতরাং তারা সত্যবাদী। অভাব অনটনের মধ্যে বাস করে তারা এতটুকু সুবিধে হেলায় ছাডতে রাজি নয়। দর্শনের ধোঁওয়া আর কাব্যের কুয়াসা তাদের জীবন-সংগ্রামে সাহায্য করে না। যাই হোক মধ্যবিত্তদের সদ্‌গুণ গুলোর পরিচয় দেওয়ার সময় নয় এটা। এখন আমরা রাণীর গান শুনব।

রাণী। গান

কথা মোর বেশী বাজে, তাই ডাকি ইসারায়,
চাওয়া মোর বেশী বলে আঁখিজলে মিশা হায়।
যত মিছা ছলনায়
ঢাকি আমি আপনায়
তত মোর আকুলতা খুঁজে হারা দিশাটায়।

ধরা দিতে যারে চাই, সে আমারে বোঝে ভুল।
যে তরীতে ভেসে যাই, সে আজিকে খোঁজে কূল।
মিলনের বেলা শেষে
আঁখি দুটি যায় ভেসে,
পিছনের খেলা পানে হিয়া মোর মিছা চায়॥

চশমাপরা ছোকরা। বিউটিফুল, চার্মিং, মেলোডিয়াস্।

হ্যাটপরা ভদ্রলোক। অপূর্ব্ব, অদ্ভুত, স্বর্গীয় আনন্দ পেলাম গান শুনে।

মিহির। আমি জানতাম, রাণীর গান আপনাদের ভাল লাগবে। নেমে এস রাণী, তোমায় এঁরা অভিনন্দন জানাবেন। (রাণী নেমে এল)

অজিত। কিন্তু আজ উজ্জ্বলাদেবীর জন্মদিনে প্রথম অভিনন্দন জানান উচিত উজ্জ্বলাদেবীকেই। আইনজীবিদের পক্ষ থেকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি ওঁকে। ওঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা আজ থেকে অপরূপ সুষমায় ভরে উঠুক।

মিহির। আজ থেকে আইনের সহায়তায়, ও আপনাদের পাচ জনের সহযোগীতায় যেন উজ্জ্বলা সমাজের যা কিছু পুরোনো, যা কিছু গতানুগতিক তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, ওর একুশ বছরের সাবালকত্ব সার্থক করতে পারে।

হ্যাটপরা। হার্টি এণ্ড সিন্‌সিয়ার কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্ ফ্রম্ মাই পার্ট।

চশমাপরা। নবীন যুগের অভিনন্দন গ্রহণ করুন উজ্জ্বলাদেবী।

( শঙ্কর নেমে এল ষ্টেজ ছেড়ে )

লালসাড়ি। শঙ্করবাবু কিছু বলছেন না যে?

শঙ্কর। আজ আমার মন পরিপূর্ণ মিসেস স্যানিয়েল। আজ শুধু বলতে চাই—উজ্জ্বলার চলার শুরু হোক নতুনের যাত্রাপথে। মিহিরবাবুর কল্যাণপুর কৃষি পরিকল্পনা আজ থেকে কাজে পরিণত হতে চলেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে জীবনে মহত্তর, শ্রেষ্ঠতর, পূর্ণতর হওয়ার সাধনা শুরু হোক উজ্জ্বলার।

অজিত। এঁদের এই পরিকল্পনায়, ভবিষ্যতের এই বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিতে, আমি আইনজীবী হিসেবে সামান্যটুকুও সাহায্য করতে পারব এই আমার একমাত্র গৌরব।

তিনকড়ি। তাই বুঝি অতবড় অপমানের পর আবার ফিরে এলেন? আপনিই যথার্থ মধ্যবিত্ত। আপনাদের মত লোকগুলো দুনিয়া থেকে কবে লোপাট হবে বলুনতো?

সুলোচনা। আঃ, কী হচ্ছে এসব?

মিহির। তিনকড়ি! অতটা রূঢ় হওয়া উচিত নয় তোমার। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে অপমান জ্ঞানটা একটু কম। কিন্তু এই রকম একটা উৎসবের মাঝখানে কারও অসঙ্গতি চোখ মেলে না দেখাই উচিত। নয়কি মাসিমা?

সুলোচনা। জানিনে বাপু। ও সব কথা ছেড়ে তোমাদের এন্‌গেজ-মেন্টের সংবাদটা এঁদের শুনিয়ে দাও না কেন?

মিহির। (সোৎসাহে) ঠিক বলেছেন। নিশ্চয়ই, এইতো সময়। আপনারা অবহিত হোন—আমি কয়েকটা এন্‌গেজমেন্টের সংবাদ আপনাদের কাছে পেশ করছি,— আশা করি আপনারা সমর্থন করবেন।

লালসাড়ি। তাহলে আমরা আর একবার মিষ্টিমুখ আশা করতে পারি ?

নীলসাড়ি। উজ্জ্বলা তাহলে— ওঃ সিয়োর সিয়োর। শিগ গির শোনান মিহিরবাবু।

মিহির। আমার বোন, আপনাদের সকলের কল্যাণীয়া মঞ্জুকে আর বিশেষ করে চিনিয়ে দিতে হবে না। আপনদের কাছে নিশ্চয়ই। মাত্র দু'অক্ষর নামে ও যে কী করে এমন নামজাদা হয়ে উঠল, সেইটেই শুধু চিন্তাব বিষয়। আমাদের সেই মঞ্জুদেবী শ্রীমান্ শঙ্করকে তাঁর স্বামী রূপে নির্ব্বাচিত করেছেন এবং শঙ্করও তাতে সায় দিয়েছে সানন্দে। এখন আপনাদের শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ ওরা আশা করে।

স্যাটপরা। কনগ্র্যাচুলেশনস্ শঙ্করবাবু।

লালসাড়ি। মঞ্জুকে বাহাবা দিতে হয়, কেমন কাজ গুছিয়ে নিয়েছে।

চশমাপরা। সংস্কৃতি সম্মিলনীর পাণ্ডা শেষ পর্য্যন্ত একজন বাইরের মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন, এটা কি ঠিক হল শঙ্করবাবু ?

মঞ্জু। উপায় কি বলুন ? আপনাদের পিঠ চুলকানি সমিতির মেয়েদের পিঠ চাপড়ানো চলে, বিয়ে করা চলে না। কাজেই—

নীলসাড়ি। এ তোমার অন্যায় এলিগেসন্ মঞ্জু। আমাদের সম্মিলনীর মেয়েরা সর্ব্ববিষয়ে কলকাতার শ্রেষ্ঠ মেয়ে সব।

মঞ্জু। আজ্ঞে হ্যাঁ। রাণীকে জিজ্ঞাসা করুন, সে পরিচয় আমরা পেয়েছি সকাল বেলায়।

মিহির। থাকগে, ও তর্ক পরে করলেও চলবে। এখন আর একটা এন্-গেজমেন্টের সংবাদ আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি এবং তার আগে একটু ভূমিকা সেরে নিতে চাই। কারণ ব্যাপারটা শুধু ইম্পরটেন্ট নয়, আজকের অনুষ্ঠানের যিনি প্রাণ-স্বরূপ, সেই উজ্জ্বলা এতে বিশেষ করে জড়িত। আপনারা অনুমতি করলে আমি শুরু করতে পারি।

উজ্জ্বলা। উঃ, নাঃ—দোহাই তোমার, এখন সে কথা না জানালে চলতো না?

সুলোচনা। কেন, এতে তোর আপত্তি কিসের জলি? সবলকে জানাবার সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, তখন তাকে অবহেলা করা উচিত হবে না, কি বল দাদা?

ডাক্তারবাবু। হঁ্যা, ওসব সামাজিক ব্যাপারগুলো একসঙ্গে সারাই ভাল।

তিনকড়ি। তাছাড়া আজকে পিছিয়ে গেলে চিরকালই পিছিয়ে থাকবে জিনিষটা। পরে হবে বলে কিছুই ফেলে রাখতে নেই।

স্মাটপরা। শেষকালে উজ্জ্বলাদেবীও লজ্জা পাচ্ছেন?

মিহির। লজ্জা নয়, ভয় পাচ্ছেন। উনি ভয় করছেন আজকের এই পচা, ঘুন-ধরা, প্রায়-ভেঙ্গে-পড়া সমাজকে, এবং সেই সমাজের সৌখীন মেকি মানুষদের। উজ্জ্বলা! আজকের সমাজকে ভয় করে, তার বিদ্রূপ আর চোখরাঙাণীকে আমল দিয়ে, যদি তুমি সমাজের সেই গতানুগতিক অনুশাসন মেনে নাও, তবে জেনে রাখ, সেটা তোমার আত্মহত্যার চেয়েও অন্যায় হবে। আমাদের অস্তিত্ব দেশ কাল মিলিয়ে। আগামী যুগে যারা আসছে, যারা এই প্রাচীন গলিত সমাজকে নাড়া দিয়ে, ভেঙ্গে খান্ খান্ করে, নতুন সমাজের কাঠামো তৈরী করবে, নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করে সুন্দরতর করে তুলবে জীবন-যাত্রা, তাদের কাছে কোন পরিচয়ে মুখ দেখাবে উজ্জ্বলা? সামাজিক বিবর্ত্তনে যদি কোন সাহায্যও না কর, তবে সেদিনের বাঁচার প্রতিযোগিতায় মরমে মরে থাকবে না কি?

উজ্জ্বলা। কিন্তু সেদিনের সমাজকে পরিষ্কার করে উপলব্ধি করতে পারছি কোথায়? অনিশ্চিতের পেছনে এমন করে—

মিহির। চুপ করো উজ্জ্বলা। এতটা লেখাপড়া শিখে, এমন সূক্ষ্ম বুদ্ধি নিয়েও তুমি কালকের সমাজের কথা ভাবতে পার না, একি বিশ্বাস করতে হবে আমাকে? এমন দিন আস্ছে, যেদিন শুধু উত্তরাধিকার আর পিতৃপরিচয়ই জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবেনা। সেদিন দরকার হবে নিজস্ব ক্ষমতা। শুধু টাকার জোরে সেদিনও যে সকলের মাথায় বসে পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য উপভোগ করতে পারবে, সে আশা করোনা। এই সমাজের মিথ্যে ঐশ্বর্য্য আর দম্ভের মুখোস খুলে ফেলে যদি সাধারণের কোঠোয় নিজেদের নামিয়ে আনতে না পারি, তবে সেই শক্তিমান সাধারণের পায়ের চাপে আমরা যে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাব, সেটা কি ভাবতে পারছনা?

অজিত। মিহির! তুমি সমাজতন্ত্রীদলের বাঁধাবুলি মুখস্থ করে এসেছ নাকি?

তিনকড়ি। আজ্ঞে হ্যাঁ। আজকের এই পরগাছাদের সমাজে, মুখোসপরা চোর, খুনি, লম্পট, যাঁরা নিজেদের পোষাক পরিচ্ছদে সম্ভ্রান্ত বলে জাহির করেন, তাঁদের কাছে একথাগুলো মুখস্থ বাঁধাবুলি। অজিতবাবু! তুমি মধ্যবিত্ত, তোমার সংসারের হা হা নেই নেই যখন তোমাকে পাগল করে কুকুরের মত রাস্তায় ছুটিয়ে মারে, তখনও তুমি এই এঁদের বিলাস বিভ্রমে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চাও! এই মরীচিকার পেছনে ছুটে তিলে তিলে যে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছ, সে জ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে তোমার। এখনও সময় আছে, নিজেকে বুঝতে শেখ।

অজিত। (চিৎকার করে) একটা চাষার কাছে অপমান হতে হবে, আপনারা কি এটা সমর্থন করেন?

মিহির। না করলেও ব্যাপারটা কিছু অন্য রকম হবে না। আপনারা শুনে রাখুন, আজ আমরা যে কাজে নামতে যাচ্ছি, কল্যাণপুরে যে কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা কিংবা এগ্রিকাল্‌চারাল্‌ ডেভলপমেণ্ট স্কীম ইত্যাদি গালভরা নাম দিয়ে নিজেদের হাতে মাটি খুঁড়ে জমী চাষ করতে যাচ্ছি, সেটা আর কিছু নয়—আগামী দিনে সুস্থভাবে বেঁচে থাকবার একমাত্র প্রচেষ্টা। যে রকম দ্রুতগতিতে ভাঙন এগিয়ে আসছে, তার সর্ব্বগ্রাসী প্রবাহে যদি টিঁকে থাকতে হয়, তবে আগে হাত করতে হবে মাটি—যে মাটি ফসল ফলায়, অকৃপন হাতে ক্ষুধার সময় জোগায় অন্ন, ছেড়ে দ্যায় বাসস্থানের জায়গা। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিঙড়ে নিতে পারব সেই মাটির বুকের সুধা। শুকনো রুক্ষ প্রান্তরে জাগিয়ে তুলব শস্যের সবুজাভা। দনের পরিশ্রমের শেষে আনবে সন্ধ্যার শ্রান্তি—, মেলে দেব আমরা নিজেদের গভীর আলস্যে। থাকবেনা ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, মেকি ভদ্রতার উৎপাৎ। মাটির মতই খাঁটি হয়ে উঠব আমরা।

লালসাড়ি। উচ্ছ্বাস, উচ্ছ্বাস, শুধু সেণ্টিমেণ্টাল উচ্ছ্বাস।

শঙ্কর। হোক উচ্ছ্বাস। মাটির বুক থেকে যে অরণ্য জেগে উঠে, সেও মাটির উচ্ছ্বাস। আনন্দ, বেদনা, সুখ-দুঃখ, আমাদের অন্তরের উচ্ছ্বাস নয়কি? মিহিরদার এ স্বপ্ন যদি উচ্ছ্বাসই হয়, তবু বলব পিসেমশায়ের কথামত তা 'কল্যাণ ডেকে আনবে কল্যাণপুরে। মিহিরদা! আমাকে আপনি একটুখানি অন্ততঃ কাজ দেবেন আপনার .কাছে। আমিও 'আপনার পরিশ্রমের অংশ নিতে চাই, নিতে চাই বিশ্রামের ভাগ।

মঞ্জু। (ঠোঁট উলটে) তুমি করবে চাষ? তাহলেই হয়েছে। রোদ্দুরে লাঙল আর কোদাল, নিড়েন আর মই নিয়ে তুমি ভাঙবে মাটি, আর তোমার রাঙা মুখ ফেটে রক্ত ঝরতে থাকবে, আমি বুঝি তোমায় তাই করতে দেব? বলুন না বাবা, তাই কি করতে দেওয়া যায়?

ডাক্তার। আমায় আর প্রশ্ন কোরো না মা। তার চেয়ে যেদিকে ঘাড় নাড়তে বলবে, আমি খুসি হয়ে নাড়ব।

মঞ্জু। তার চেয়ে বরং তিনকড়িদাব্ ইস্কুলের পাশে তোমার একখানি চালাঘর বানিয়ে দোব, সবুজ মাটির দেওয়াল, একপাশে থাকবে ঠাণ্ডা ছায়া ঘেরা দাওয়া—সামনে চাইলে দেখা যাবে ধু ধু রোদ্দুরে ধানের চারা দুলছে হাওয়ায়। অপরাজিতার লতা তোমার খোড়ো ঘরের চালে ছড়িয়ে পড়বে মাধবীদিদির সঙ্গে ভাব করবে। তুমি দাওয়ায় বসবে, মাদুর পেতে দেব, হাতে থাকবে তোমার খাগের কলম, সামনে খোলা রইবে খাতা, দু'চোখের দৃষ্টি থাকবে দূর সীমার পানে মেলে দেওয়া। আমি আসব নদীতে স্নান সেরে, খোঁপায় বকুলের মালা জড়িয়ে, গায়ে থাকবে চন্দনের সুবাস। এসে দেখবো তোমার চোখে স্বপ্ন, তোমার খাতায় পাতায় মুক্তোর অক্ষরে লেখা কবিতা।

শঙ্কর। (উচ্ছ্বসিত আবেগে) মঞ্জু! মঞ্জু! আমায় পাগল করে দিও না।

মিহির। বলুন আপনারা। এই যে এখানের এই কোলাহলময় জীবন, এই সংস্কৃতি-সম্মিলনী, মহিলা-সংসদ, ক্লেগুস-কর্ণারের অসহ্য অস্বাভাবিকতা, সিনেমা থিয়েটার পার্টির নিকৃষ্ট নোংরামী, এর চেয়ে সে জীবন কি বহু অংশে প্রীতিকর, স্পৃহনীয় নয়? সেখানে মোটার নেই, দোকান নেই, সাজ পোষাক দেখাবার

মত শিক্ষিত সম্প্রদায় নেই, আছে মাটি, নদী, আলো, হাওয়া, আর আছে মাঠভরা কাজ। সেখানে রাত্রে জ্বলবেনা চোখ ধাঁধানো ফ্লোরেসেণ্ট আলো— শুধু ভেসে আসবে কেয়াঝোপের আব হাস্নুহানাব গন্ধ। মাটির ঘরে থাকবেনা শিলিং ফ্যানের পাড়া-জাগানো ঔদ্ধত্য, তবে দক্ষিণের দাওয়ায় বইবে হাওয়াব জোয়াব। উজ্জ্বলা! পারবেনা এ জীবনকে ববণ করে নিতে?

উজ্জ্বলা। পাবব আমি, খুব পারব। আমিও ভবিষ্যতেব সমাজে পরগাছা হয়ে থাকতে চাই না। আমাদেব বাড়ীঘব আমবা বাস্তুহারাদেব জন্যেই দিয়ে যাব, মেনে নেব তোমার অনুশাসন। কিন্তু তুমি আমায় সবিয়ে দিওনা তোমাব জীবন থেকে।

মিহিব। উপায় নেই উজ্জ্বলা। ভুলে যেওনা, আমবা সাধারণ নই, আদর্শ প্রতিষ্ঠা কবে যেতে হবে আমাদেব। তুমি আব তিনকড়ি আজকের সমাজের দুটি দূর প্রান্ত। নতুন সমাজে আমবা এই নিদারুন বৈষম্যকে দূর কবব, এই হবে আমাদের একমাত্র প্রতিজ্ঞা। সত্যিকাবেব শিক্ষা, রুচি, ধৈর্য্য, বুদ্ধি নিয়ে তিনকড়ি তোমার কাছে এগিয়ে এসেছে। এখন তোমাকে তোমার মেকি আভিজাত্য আর অর্থের অহঙ্কার দূব করে দিয়ে তার কাছে এগিয়ে যেতে হবে।—ঠিক যেমন করে দৃঢ় পায়ে আমি এগিয়ে যাব রাণীর কাছে, রাণী এগিয়ে আসবে আমার কাছে। তুমি যদি সত্যিই আমায় ভালবাস, সেকি ব্যর্থ হতে পারে? দৈহিক মিলনেব অপূর্ণতা, আদর্শের মিলনের চরিতার্থতায়, সহজ, সুন্দর হয়ে উঠবে। কত জোর পাব আমরা অভীষ্ট সিদ্ধিব পথে এগিয়ে যেতে। যদি কোনদিন তোমাব মনে ভুল ভ্রান্তি জাগে, যদি কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে অলস মোহ তোমার মনে সংশয় বিদ্রোহ

করে, তবে বিশ্বাস রেখো তিনকড়ির ওপর, সে তোমায় ভুলিয়ে দিতে পারবে অতীত জীবনের বিলাস বিভ্রম, পরম সহানুভূতির সঙ্গে সে তোমায় নতুন জীবন মানিয়ে নিতে সাহায্য করবে। (তিনকড়িকে) পারবেনা তিনকড়ি ?

তিনকড়ি। (উজ্জ্বলার হাত দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে) নিশ্চয় পারব। মেয়েদের নিয়ে ঘর করা এই আমার প্রথম নয়।

মিহির। এখন আপনাদের কাছে আমি দ্বিতীয় এন্‌গেজমেণ্ট্‌টি উপস্থিত করব। আমাদের পরম কল্যাণীয়া উজ্জ্বলা ভবিষ্যতের সমাজের প্রথম নারী রূপে আজ রূপান্তরিত হলেন। ভবিষ্যতের আদর্শ পুরুষ তিনকড়ির সঙ্গে মিলিত জীবনে তিনি সমাজের দুটি প্রান্তকে সংযুক্ত করার প্রথম আদর্শ স্থাপন করতে চলেছেন। আপনারা সকলে আশীর্বাদ করুন।

( মিহির হাতজোড় করে দাঁড়াল। যন্ত্র চালিতের মত তিনকড়ি ও উজ্জ্বলা ও হাতজোড় করে দাঁড়াল। )

অজিত। সেকি! কী অসম্ভব কাণ্ড করতে চলেছ মিহির ? মিসেস্ মুখার্জি, ডাক্তারবাবু, আপনারা—

সুলোচনা। মিহির ! বাবা শেষকালে তোমার মনে এই ছিল ?

ডাক্তার। না, না, একি কাণ্ড—

লালসাড়ি। হরিবল্, সাংঘাতিক ! তিনকড়ি ওর গেঁয়ো বউকে খুন করেছিল, কিন্তু মিহিরবাবু উজ্জ্বলার মত মেয়েকে এইভাবে আত্মহত্যার পথে এগিয়ে দিচ্ছেন ?

স্কার্টপরা। এ হতেই পারেনা উজ্জ্বলাদেবী ! আপনি দৃঢ় হোন, আমরা আপনাকে সাহায্য করব।

চশমাপরা। মিহিরবাবু ! এতদিনে আপনার সত্যি পরিচয় পাওয়া গেছে— এ স্কাউণ্ড্রেল ইউ আর।

মিহির। (দৃঢ়স্বরে) যে কোন বিশেষণে আপনারা আমায় বিশেষিত করতে পারেন, কোন আপত্তি নেই। কিন্তু একটা কথা শুধু মনে রাখবেন, এই বেছে নেওয়ার প্রশ্ন, আগামীদিন আর বর্ত্তমানের এই সংশয়াকুল দ্বন্দ্ব আপনাদের সামনেও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। সেটা যদি এখনও না বুঝতে পেরে থাকেন, তবে আত্মহত্যার পথে কে যে এগিয়ে যাচ্ছে, তা বুঝবেন পরে।

পাঞ্জাবীপরা। আপনার ওই সব চমক লাগানো কথা আমরা বহু শুনেছি। আপনি ওকথায় মেয়েদের ভুলিয়ে তাদের সর্ব্বনাশ করতে পারেন, আমাদের ভোলাবার চেষ্টা করবেন না।

তিনকড়ি। কেন, আপনারা কি মেয়েদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান বলে মনে করেন নিজেদের? বড় বড় কথা যে বলছেন, এখুনি যদি গিয়ে আপনার গলাটা টিপে ধরি, কোন রাস্তায় পালিয়ে বাঁচবেন শুনি? (একটা বাস্তবতা পড়ে গেল)

উজ্জ্বলা। (তাড়াতাড়ি তিনকড়ির হাত ধরে) না, না, যেও না তুমি।

নীলসাড়ি। বাড়িতে ডেকে এনে আমাদের অপমান করা? উজ্জ্বলা। চাষার সঙ্গে তো খুব ঢলাঢলি দেখালে, কিন্তু মনে রেখ এর একটা ভবিষ্যৎ আছে।

মিহির। আছেই তো। আজ উজ্জ্বলাকে আপনাদের থেকে পৃথক একজন বলে চিন্তা করা কষ্টকর। কিন্তু ভবিষ্যতে এত উঁচুতে উঠে যাবে সে, যে ঘাড় তুলে তাকানোই অসম্ভব হয়ে পড়বে আপনাদের কাছে।

শঙ্কর। মিহিরদা। আজ সকালেও আমিই আপনার সবচেয়ে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলাম, খানিক আগেও আমিই বাধা দিতাম সব চেয়ে বেশী। কিন্তু এখন আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারেন সমস্ত পৃথিবীও যদি বিরুদ্ধে যায়, তবু আমি আপনাকে আঁকড়ে থাকব। আর আমার এই পরিবর্ত্তনের জন্য শুধু আপনি একা নন, মঞ্জুও অনেকাংশে দায়ী। (মঞ্জুর হাত সে চেপে ধরল।)

রাণী। শুধু আপনি নন শঙ্করদা, এই সব আত্মম্ভরী বড়লোকের দল আজ না হোক কাল নিশ্চয়ই আমাদের পথে আসতে বাধ্য হবেন। আজ যেটুকু সুবিধে ওরা আশা করতে পারেন, কাল তা পাবেন না। লাভের মধ্যে হবে এইটুকু।

লালসাড়ি। উজ্জ্বলার জন্মদিনে এসে যে এমন পাগলামীর অভিনয় দেখতে পাব, আগে থাকতে তা জানতে পারলে আরও পাঁচ জনকে ডেকে নিয়ে আসা যেত। বেশ লাগছে, না মিঃ পাকড়াশী?

স্যুটপরা। আমার মাথা ধরে গেছে মিসেস্ স্যানিয়েল।

সুলোচনা। মিহির! উজ্জ্বলা! এখনও তোমরা আমার বাড়িতে বাস করছ মনে রেখ। আমার এখানে ঝি-চাকরদের নিয়ে এমন রসিকতা, বিশেষতঃ এই সমস্ত সম্ভ্রান্ত গেষ্টদের সামনে, অমি সহ্য করবনা বলে দিলাম।

মিহির। কিন্তু সমস্ত দেশ ব্যাপী যে পরিবর্ত্তন শুরু হয়েছে, সমাজের সব স্তরের লোকেরা যে সমান অধিকার পাবার জন্যে প্রাণপণ করেছে, তাকে বাধা দেবেন কি করে? চিরকাল আপনি বেঁচে থাকবেন, এ আশা নিশ্চয়ই করেন না।

মঞ্জু। মাত্র ক'টা বড়লোক নিয়েই দেশের জন-সাধারণ, একথা নিশ্চয়ই আপনি চিন্তা করেন না। কোন্ অধিকারে আপনারা দেশের এই অগণিত গরীব লোকদের এত ছোট করে দেখবেন? (ডাক্তারবাবুকে) বলুনতো বাবা, লক্ষ লক্ষ লোকের অভিশাপ কুড়িয়ে, তাদের বঞ্চিত করে আমরা যে এই সুবিধেগুলো ভোগ করছি, সেটা কি উচিত হচ্ছে? দিন আসছে, যখন তারা আর ভাগ্যের ওপর দোষ দিয়ে এমন সর্ব্বহারা রূপে থাকতে চাইবেনা। তাদের সসম্মানে পথ ছেড়ে দিয়ে যদি আমরা তাদের সঙ্গে গিয়ে না মিশতে পারি, তবে আমরা নির্মূল হয়ে যাব।

বনমালী। ঠিক বলেছ মঞ্জুদিদি। এ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

(সকলে উঠে পড়লেন)

লালসাড়ি। অনেক সহ্য করা গেছে, আর নয়।

তিনকড়ি। না, এখনও বাকি আছে। আমাদের সমাজকে স্বীকার করে নিয়ে তবে আপনাদের ছুটি।

স্যুটপরা। জোর করে করাবে নাকি? জানো, পুলিশ ডাকতে পারি?

রাণী। পুলিশকে আপনাদেব সমান মর্যাদা দিলে তবেই তারা আপনাদের সাহায্য করবে।

নীলসাড়ি। আমার ভয় করছে মিঃ পাকড়াশী।

চশমাপরা। ছোট লোকদেরও যদি সমান মর্য্যাদা দিতে হয়, তবে বেঁচে থেকে লাভ কী?

মিহির। বলোকি নিখিলবাবু, লাভ নেই? পিতৃপুরুষের সঞ্চয় করা পাপের বোঝা কাঁধে নিয়ে, বুভুক্ষু জনসাধারনের রক্তে পেট মোটা করে ঘুরে বেড়ানই একমাত্র লাভ মনে কর? এ পৃথিবীতে আমরা কেন এসেছি বলতে পার? নিজের শক্তি, নিজের ক্ষমতা দিয়ে যদি বেঁচে থাকবার সম্বল আমরা না জোটাতে পারি, সেটাকি লজ্জাকর নয়? ছোটলোক বলছ কাকে নিখিলবাবু? এক মুহূর্ত্তের জন্যও আত্মবিশ্লেষণ করেছ কখনো? যারা পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজেদের পেট ভরায়, তারা হ'ল ছোট লোক?

তিনকড়ি। এই ছোট লোকরা যেদিন তোমাদের পিঠের চামড়া খুলে নেবে, সেই দিন টের পাবে মর্য্যাদা দেওয়া উচিত কি না।

ডাক্তার। যাই বল বাপু, তোমরা আমায় গ্রামে গিয়ে ডাক্তারী করতে বল, তাতেও না হয় রাজি আছি— তোমরা তো যাচ্ছ সঙ্গে। কিন্তু আমার যেন ঠিকমত বিশ্বাস হচ্ছেনা তোমাদের কথাগুলো।

মিহির। না হওয়ারই কথা। সামান্য মরা নদীকে দেখে কেউ কল্পনা করতে পারেনা একদিন বান ডাকে শুধু তার দুই কূল ছাপিয়ে নয়, হাজার হাজার গ্রামের বুকের ওপর দিয়ে, হাজার হাজার লোকের মৃত্যু ঘটিয়ে। মাসীমা! নিশ্চিত জেনে রাখুন, আজ না হয় কাল আপনাকে এ পরিবর্ত্তন মেনে নিতে হবেই। আজ তাই বলি, তিনকড়িকে স্বীকার করে নিন, আমার চেয়ে তিনকড়ি কোন অংশে ছোট নয়। আজ ওদের দু'জনকে এক সঙ্গে দেখতে যতটা অস্বাভাবিক লাগছে, কাল আর তা লাগবে না।

সুলোচনা। (প্রায় কান্নার সুরে) জলি, মা আমার, একি করতে যাচ্ছিস মা? আমি মা হয়ে কোন প্রাণে তোকে একাজ করতে সম্মতি দিই? মিহির। শত্রুতা কি এমন করেই করতে হয়?

তিনকড়ি। আপনি সম্মতি দিন আর নাই দিন, কিছু আটকে থাকবেন। খামকা তবে মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে লাভ কী বলুনতো?

উজ্জ্বলা। চুপ করো তুমি। কিছু ভেবনা মা তুমি তো জানোই, স্বামী হিসেবে সব পুরুষই সমান। ওকে তবু গড়ে পিটে নিতে পারব। (হেসে তাকাল তিনকড়ির দিকে)

সুলোচনা। জানিনা বাপু, একটি মাত্র মেয়ে তুই আমার, তোকে চাষার হাতে দিয়ে বনবাসে পাঠাচ্ছি—

বাণী। (কাছে এসে) আপনাকেও সেই বনবাসে নিয়ে যাব আমরা, ছাড়ব নাকি? একটা মেয়ের বদলে তিন মেয়ে তিন ছেলে পাবেন আপনি, কাল পাবেন হাজার হাজার ছেলে মেয়ে।

স্যাটপর। চলি তা হলে মিসেস মুখার্জ্জি। ওদের কথায় আপনি সায় দিচ্ছেন বটে, কিন্তু একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপারে—

বনমালী। (গম্ভীর সুরে) অবিশ্বাস্য নয়, অবশ্যম্ভাবী।

মঞ্জু। আঃ, বনমালীদা, কী বাজে তর্ক হচ্ছে সব। আমার পাদুটো নাচবার জন্যে কখন থেকে ছট্ ফট্ করছে। শুরু করতো চিৎকার করে — ওরা থামুক।

বনমালী। সেই ভালো দিদি—শুরু করে দাও। (বনমালী উচ্চ-গম্ভীর গলায় ও মঞ্জু তীক্ষ্ম সরু গলায় আবৃত্তি শুরু করল। আর ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল মঞ্জু সমস্ত টেবিলগুলোর চারিধার দিয়ে, সকলকে ভুলিয়ে দিয়ে)

বনমালী ও মঞ্জু। আয়রে তবে, মাতরে সবে আনন্দে,
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে!
পিছন পানের বাঁধন হ'তে
চল ছুটে আজ বন্যা স্রোতে,
আপনাকে আজ দখিন হাওয়ায়,
ছড়িয়ে দে সে দিগন্তে,
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
বাঁধন যত ছিন্ন করবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
অকূল প্রাণের সাগর তীরে,
ভয় কিরে তোর ক্ষয়-ক্ষতিরে?
যা আছে রে সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড়্ অনন্তে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

(কবিতা আবৃত্তি ও নাচ শেষ হ'তে না হ'তেই নেমে এল যবনিকা।)